দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫২ ॥ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৫ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৭ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

আবার যেন রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে না হয় : ফারুক

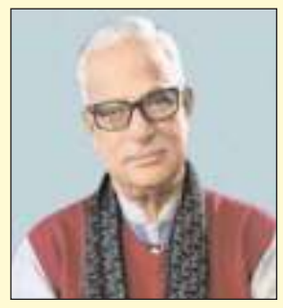

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, নির্বাচনের তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করুন। আবার যেন কারো বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন না করতে হয়, সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে গরিব-ছিন্নমূল ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশের সর্ববৃহৎ রেলসেতুটি চালুর অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গবাসী

স্টাফ রিপোর্টার : যমুনা নদীর ওপর নির্মিত দেশের দীর্ঘতম রেল সেতুটি চালুর জন্য মুখিয়ে আছেন উত্তরবঙ্গবাসী। ইতোমধ্যে এটির নির্মাণকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে আর উদ্বোধনের হতে যাচ্ছে আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে। এবিষয়ে রেলসচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম বলেন, যমুনা রেল সেতু আগামী জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উদ্বোধন করা হবে। মো. ফাহিমুল ইসলাম বলেন, যমুনা বহুমুখী সেতু দিয়ে ট্রেন কম গতিতে চলাচল করলেও রেল সেতু দিয়ে ট্রেন তার পূর্ণ গতিতে যেতে পারবে। টাঙ্গাইলের প্রমত্তা যমুনা নদীর ওপর নির্মিত যমুনা সেতুর ৩০০ মিটার অদূরে দেশের দীর্ঘতম যমুনা রেলসেতু দিয়ে বিরতিহীনভাবে কমপক্ষে ৮৮টি ট্রেন দ্রুত গতিতে সেতু পারাপার হতে পারবে। ফলে সেতু পারাপারে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় বেঁচে যাবে। এতে সুবিধাভোগী হবেন ঢাকা-উত্তরবঙ্গের মধ্যে ট্রেনে ভ্রমণকারীরা। যদিও আগে এর নাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু'। তবে গত ৫ আগস্ট ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকার এটির নাম বদলে 'যমুনা রেল সেতু' করে। এর পাশাশাশি টাঙ্গাইলের সেতু পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের বঙ্গবন্ধু রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে যমুনা সেতু পূর্ব প্রান্তের নাম ইব্রাহীমাবাদ ও পশ্চিম প্রান্তের নাম সয়দাবাদ নামকরণ করা হয়। এদিকে সেতু নির্মাণ কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও চুলচেরা ব্যয় বিশ্লেষণে ৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সেতু প্রকল্পের পরিচালক আল ফাত্তাহ মাসউদুর রহমান জানান, সেতুটির কাজ শেষ হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করা হবে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। উদ্বোধনের নানান প্রক্রিয়াও চলছে। সেতুটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয়ের থেকে ৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও *২-এর পাতায় দেখুন*

আপাতত ৩০ হাজারই থাকছে ভাতা, জুলাই থেকে ৩৫

স্টাফ রিপোর্টার : ৩০ হাজার টাকা ভাতা রেখেই স্বাস্থ্যসেবায় ফিরছেন রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করা পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেইনি চিকিৎসকরা। তবে আগামী জুলাই মাস থেকে এই ভাতা বৃদ্ধি করে ৩৫ হাজার টাকা করা হবে বলে জানা গেছে। আর এই সিদ্ধান্ত মেনেই চিকিৎসা সেবায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকের একটি বিশ্বস্ত সূত্র ঢাকা পোস্টকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানিয়েছে, আসন্ন জানুয়ারি মাস থেকে ৩০ হাজার ও জুলাই থেকে ৩৫ হাজার টাকা ভাতা হচ্ছে।স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমানের নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ডক্টরস মুভমেন্ট ফর জাস্টিস সোসাইটির সভাপতি ডা. জাবির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা. নুরুন্নবীসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বৈঠকে জাতীয় নাগরিক কমিটির ডা. মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, ডা. হুমায়ুন কবীর হিমু, *২-এর পাতায় দেখুন*

নিয়মিত রিপোর্টিংয়ে যুক্তরা সচিবালয়ে ঢুকতে পারবেন

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) থেকে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সদস্যসহ যারা সচিবালয়ে নিয়মিত রিপোর্টিংয়ে যুক্ত তারা সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর (অব.) সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) নেতারা। বৈঠকে সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক দাবি জানান, বিএসআরএফ সদস্যসহ সচিবালয় বিটে নিয়মিত কর্মরত সাংবাদিকরা যেন আগের মতো সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারেন। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা জানান, বিএসআরএফের সদস্যসহ সচিবালয় বিটে নিয়মিত কর্মরত সাংবাদিকরা আগামীকাল (সোমবার) অস্থায়ী পাসের মাধ্যমে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। এছাড়া বিএসআরএফ সদস্যদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী আপাতত গেটে অস্থায়ী পাস দেওয়া থাকবে, পরবর্তী ১৫ দিনের জন্য। সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক দাবি জানিয়ে আরও বলেন, বিএসআরএফ সদস্যসহ সচিবালয় বিটে যারা নিয়মিত দায়িত্ব পালন করেন, তাদের কার্ড যেন বাতিল না করা হয় এবং বিএসআরএফ এর যেসব সদস্যের স্থায়ী কার্ড আছে, তাদের কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে পিআইডি থেকে পাঠানো আবেদনের *২-এর পাতায় দেখুন*

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় 'প্রায়' প্রস্তুত

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যাতে দাপ্তরিক কাজ শুরু করতে পারে, সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গুছিয়ে আনার কথা জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। গতকাল রোববারসকাল থেকে সেখানে মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলার কথা থাকলেও ধোঁয়া-মোছা, রং করা, চেয়ারটেবিল বসানোর কাজে দুপুর গড়িয়ে যায়। এদিন সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ১৪ তলায় ১৩২৪ নম্বর কক্ষ তৈরি করা হয়েছে উপদেষ্টার জন্য, আর একই তলায় বসবেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব। তাদের কক্ষে বসানো হচ্ছে নতুন আসবাবপত্র। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে নগর সংস্থার ১৩, ১৪ ও ১৫ তলা। ওই তিনটি তলায় কে কোন কক্ষে বসবেন, সেই তথ্যের কাগজ কক্ষের সামনে সাঁটানো হচ্ছে। অফিস *২-এর পাতায় দেখুন*

জামায়াত ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের বিরোধিতাকারী জামায়াত ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী রিকশা ভ্যান অটো শ্রমিক দলের উদ্যোগে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করা হয়। রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'শুধু পার্শ্ববর্তী দেশই অপপ্রচার করছে না, দেশের দুই-একটি *২-এর পাতায় দেখুন*

নগরভবনে প্রস্তুত হচ্ছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ে আগুনের কারণে ব্যবহার অনুপযুক্ত হওয়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৩, ১৪ ও ১৫ তলার তিনটি ফ্লোর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। রোববার থেকে সেখানে মন্ত্রণালয়ের অফিস করার কথা ছিল। তবে আজকেও ধোয়া-মোছা ও সংস্কারের কাজ চলছে। রোববার দুপুরে ১৪ তলায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও সচিবের কক্ষ প্রস্তুত করে রঙ ও ধোয়া-মোছার কাজ করতে দেখা গেছে। তিনটি ফ্লোরের কক্ষের মধ্যে কে কোন কক্ষে বসবেন কাগজে তা কক্ষের সামনে সাটানো হয়েছে। অফিস করার জন্য আসবাবপত্র আনা হচ্ছে। সব কক্ষের জন্য ফ্যান ও ইউটিলিটির সুবিধা স্থাপন করা হচ্ছে। ডিএসসিসির অঞ্চল-১ এর সহকারী *২-এর পাতায় দেখুন*

৩১ ডিসেম্বর মুজিববাদী ৭২'র সংবিধানের কবর রচিত হবে: হাসনাত আব্দুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : ৩১ ডিসেম্বর জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেই ঘোষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে নাৎসি বাহিনীর সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা ও মুজিববাদী ৭২'র সংবিধানকে কবর দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জরুরি এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। হাসনাত বলেন, এই ঘোষণাপত্রে জনগণ কেমন বাংলাদেশ চায়, আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে এসব কিছু থাকবে। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সহ জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে। এই ঘোষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগকে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা ও মুজবাদী ৭২'র সংবিধানের কবর রচিত করা হবে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ঘোষণার ৩১ ডিসেম্বর মানুষ শহীদ মিনারে জড়ো হবে। তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র আরও আগে দেওয়া উচিত ছিলো। আগামী ৩১ ডিসেম্বর মানুষ যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে লড়াই

৪৭তম বিসিএসের আবেদন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : গতকাল রোববার সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে অনলাইনে ৪৭তম বিসিএসের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়, চলবে ৩১ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এর আগে এক দফা আবেদন স্থগিতের পর নতুন এ তারিখ ঘোষণা করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বড় পরিবর্তন নিয়ে এবারের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। পিএসসি সূত্রে জানা যায়, ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে আবেদন ফি ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমানো হয়। এ বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ করা হয়। আবেদন ফি ৭০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ধরা হয় ৫০ টাকা। গত ২৬ ডিসেম্বর নতুন এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। নতুন বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এ *২-এর পাতায় দেখুন*

চাকরি পুনর্বহাল, পেনশনসহ তিন দফা দাবিতে রোববার রাজধানীর জাহাঙ্গির গেটের সামনের সড়ক অবরোধ করেন সামরিক বাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত ও জোরপূর্বক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান ৩য়

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের ১২৬টি শহরের মধ্যে গতকাল রোববার বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে রয়েছে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতার। আইকিউএয়ারের বাতাসের মান সূচকে এসময় উলানবাতারের স্কোর ৪২৭। বায়ুর এই মান 'দুর্যোগপূর্ণ' ধরা হয়। ২৮১ স্কোর নিয়ে ২য় স্থানে অবস্থান করে মিশরের রাজধানী কায়রো। বাতাসের মানসূচকে যা 'খুবই অস্বাস্থ্যকর'। অন্যদিকে ২৪৮ স্কোর নিয়ে তালিকার ৩য় স্থানে অবস্থানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। এই স্কোরকেও 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' ধরা হয়। গতকাল রোববার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার বায়ুদূষণের এই তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং সতর্ক *২-এর পাতায় দেখুন*

আইপিওহীন শেয়ারবাজার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শেয়ারবাজারে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (আইপিও) বড় খরা দেখা দিয়েছে। বিদায়ের পথে থাকা ২০২৪ সালে মাত্র চারটি কোম্পানি আইপিওতে শেয়ার ছেড়ে শেয়ারবাজার থেকে অর্থ উত্তোলন করেছে। আগের বছর ২০২৩ সালেও মাত্র চারটি কোম্পানি আইপিওতে আসে। পরপর দুই বছরে এত কম আইপিও স্মরণকালের মধ্যে আর দেখা যায়নি। এ পরিস্থিতিকে আইপিও ছাড়া শেয়ারবাজার হিসেবে উল্লেখ করছেন বিশ্লেষক ও বাজার সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানির আইপিও আনতেই হবে, এর বিকল্প কোনো কিছু করা যাবে না। কিন্তু পলিসিগত সমস্যার কারণে ভালো কোম্পানিগুলো শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী হচ্ছে না। এ কারণে শেয়ারবাজার অনেকটাই আইপিও ছাড়া হয়ে পড়েছে। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে প্রণোদনা দিয়ে ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে বাজারে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। আইপিওতে ধস : তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশনের অধীনে ২০২০ ও ২০২১ সাল পরপর দুই বছর শেয়ারবাজার থেকে আইপিওর মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ উত্তোলন হয়। তবে ২০২২ সালে আইপিওর সংখ্যা কমে আসে। ২০২৩ সালে আইপিওতে রীতিমতো ধস নামে, যা অব্যাহত থাকে ২০২৪ সালেও। ২০২৪ সালে আইপিওতে শেয়ার বিক্রি করা চার কোম্পানির মধ্যে রয়েছে- এনআরবি ব্যাংক, বেস্ট হোল্ডিং, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ *৭-এর পাতায় দেখুন*

ফখরুলের সঙ্গে আব্দুস সালাম পিন্টুর সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করেছেন দলটির সদ্য কারামুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু। গতকাল রোববারসকাল সাড়ে ১০টায় গুলশানে অবস্থিত বিএনপি মহাসচিবের বাসায় যান পিন্টু। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী বিলকিস বেগমও। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। প্রায় ১৭ বছর কারাভোগের পর মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান আব্দুস সালাম পিন্টু। ২০০৮ সালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় গ্রেফতার হন পিন্টু। পরে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর এ মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে ফাঁসি এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, বিএনপি নেতা কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদসহ *২-এর পাতায় দেখুন*

অর্থ পাচারে দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান-কমিশনাররা!

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারবিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে অনেক সময় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। খোদ এই দুদকের সদ্যসাবেক চেয়ারম্যান, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ঠেকানোর বদলে উল্টো পাচারে সংশ্লিষ্টতার তথ্য জানা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থ পাচারে জড়িত সদ্যসাবেক দুদক কমিশনারদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করা উচিত। একইসঙ্গে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া উচিত। বিগত সময়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ দলটির অনেক নেতার বিরুদ্ধেই দুদকে একাধিক মামলা হয়। এসব মামলায় খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। বিএনপি শুরু থেকেই এসব মামলা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' দাবি করে আসছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত সরকার ও দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান, কমিশনাররা সিন্ডিকেট করে খালেদা জিয়াসহ বিরোধীদের দুদকের মামলায় জড়িয়েছিলেন। এ ছাড়া অনেক ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল করে এ চক্র কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ চক্রে সংস্থাটির বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও একজন প্রভাবশালী আইনজীবী জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে। দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, দেশের ইতিহাসে এ প্রথম কোনো দুদক কমিশনারের দুর্নীতির অনুসন্ধানে নেমেছে সংস্থাটি। ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে সাবেক কমিশনার জহুরুল হকের বিরুদ্ধে। তার মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। বিটিআরসি এবং দুদকে কর্মরত থাকা অবস্থায় অর্জন করা অবৈধ সম্পদ সেখানে পাচার করেছেন। অন্য কমিশনার আছিয়া বেগমের স্বামী দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ অঢেল সম্পদ করেছেন। প্রশ্ন-ফাঁসে জড়িত পিএসসির গাড়িচালক আবেদ আলীর অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান থামিয়ে রাখেন কমিশনার আছিয়া খাতুন। পিএসসির সচিব থাকাবস্থায় আছিয়ার সঙ্গে পরিচয় ছিল আবেদ আলীর। অনুসন্ধান থামাতে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিবাজদের ছাড় দিতে সদ্যসাবেক কমিশনারদের *২-এর পাতায় দেখুন*

হাসিনার গ্রাফিতি মোছার চেষ্টা, রুখে দিলেন শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্য সংলগ্ন মেট্রোরেলের পিলারে শেখ হাসিনার ব্যঙ্গ গ্রাফিতি (ঘৃণা স্তম্ভ হিসেবেও পরিচিত) গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে সিটি করপোরেশন কর্মীরা। এ ঘটনায় তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গত শনিবার দিবাগত রাতে টিএসসি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গভীর রাতে টিএসসি সংলগ্ন মেট্রোরেলের পিলারে শেখ মুজিব ও হাসিনার ব্যঙ্গাত্মক গ্রাফিতি ক্রেন নিয়ে মুছতে আসে সিটি করপোরেশনের কিছু লোক। হাসিনার গ্রাফিতির মাথা পর্যন্ত মুছে ফেললেও মুজিবের পুরোটাই মুছে ফেলা হয়। হাসিনার গ্রাফিতি মুছে ফেলা অবস্থায় শিক্ষার্থীরা এসে বাধা দিলে তারা এটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, শেখ হাসিনার গ্রাফিতিটা ছিল মূলত ঘৃণা স্তম্ভ। এটি জুলাই বিপ্লবের স্মৃতি। আমরা এটি দেখে প্রক্টরকে কল করলে প্রক্টর এসে জানান যে, তাকে গোয়েন্দা *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশের কার্যকর হচ্ছে না মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতিমালা

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশের সড়কে চলাচলরত অর্ধেক বাসই লক্কড়ঝক্কড়। কার্যকর হচ্ছে না মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতিমালা। ফলে সড়ক থেকে কমানো যাচ্ছে না লক্কড়ঝক্কড় বাসের বোঝা। বরং একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছে সরকারের সব উদ্যোগ। আর আগের মতো বর্তমান সরকারও কাটাতে পারছে না পরিবহন মালিকদের কাছ থেকে জিম্মিদশা। যদিও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে বর্তমান সরকার পুরনো বাসের জঞ্জাল সরাতে চাইছে। ওই লক্ষ্যে গত অক্টোবর মাসে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় একটি বৈঠক করে। ওই বৈঠক থেকে ছয় মাসের মধ্যে পুরনো বাস সরাতে মালিকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাস মালিকদের সড়ক থেকে পুরনো বাস সরানোর নির্দেশনা দেয়া হলেও তা বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। বরং বাস মালিকরা সরকারকে শর্তের চাপে রেখেছে। বিআরটিএ তথ্যানুযায়ী চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে নিবন্ধিত বাস রয়েছে ৫৫ হাজার ৭২১টি। আর নিবন্ধিত মিনিবাসের সংখ্যা ২৮ হাজার ৪৩৩টি। ওসব বাসের মধ্যে সব সড়কে চলছে না। তবে কত পরিমাণ বাস নিয়মিত চালাচল করে তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য বিআরটিএর কাছে নেই। সূত্র জানায়, ২০ বছরের পুরনো বাস সড়ক থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে হবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া তালিকায় এমন বাসের ৩৫ হাজার ৭৮২টি। অর্থাৎ সারা দেশে মোট নিবন্ধিত বাসের মধ্যে ৪২.৫২ শতাংশ বাস চলাচলের অনুপযোগী। ঢাকায় নিবন্ধন নেয়া বাসের সংখ্যা ৪২ হাজার ৪৫৪টি। মিনিবাসের সংখ্যা ১০ হাজার ২২৬টি। মোট ৫২ হাজার ৬৮০টি বাস-মিনিবাসের মধ্যে ১৪ হাজার ৬১০টি বাস ২০ বছরের পুরনো। ঢাকা থেকে ৫২ হাজার ৬৮০টি বাস-মিনিবাসের নিবন্ধন নেয়া হলেও ঢাকায় দিনে গড়ে চার হাজারের বেশি বাস চলাচল করে না। আর নিবন্ধনের তালিকায় ১৯৭২ সালের বাসও রয়েছে। ফলে তালিকায় থাকা বেশির ভাগ বাস বাস্তবে নেই। সূত্র আরো জানায়, রাজধানীতে মোট ৪২টি পথে ভাগ করে এক কোম্পানির অধীনে বাস চালানোর পরিকল্পনা ছিলো। নির্দিষ্ট স্থানে বাস থামবে ও যাত্রী ওঠানামা করবে, পরিবহন শ্রমিকদের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং মাসিক বেতন। ফলে সড়কে অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমে আসবে। কিন্তু ওই উদ্যোগে কোনো আশার *২-এর পাতায় দেখুন*

শেখ হাসিনার 'গ্রাফিতি' মোছা নিয়ে যা বলল ঢাবি প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্য সংলগ্ন মেট্রোরেলের পিলারে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যঙ্গ গ্রাফিতি মধ্যরাতে মুছে ফেলা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে শিক্ষার্থীরা এসে আবারও হাসিনার ব্যঙ্গ গ্রাফিতি এঁকে দেন সেখানে। ঘটনাটি নিয়ে যখন সামাজিকমাধ্যমে তোলপাড় চলছে তখন গ্রাফিতি মোছার বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস। শেখ হাসিনার ব্যঙ্গ গ্রাফিতি মোছা প্রক্টরিয়াল টিমের অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে জানিয়েছেন তারা। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এসময় স্তম্ভটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘৃণাস্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার কথাও জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পেছনে মেট্রোরেলের দুটি পিলারে থাকা শেখ মুজিব এবং স্বৈরাচার শেখ হাসিনার ঘৃণাসূচক গ্রাফিতি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। জুলাই আন্দোলনে এই দুটি গ্রাফিতি বিপ্লব, *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৫ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল

বিপুল অর্থ লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করছে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পে ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ লোপাটের অভিযোগে প্রকল্প পরিচালক এ কে এম মাকসুদুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম মাকসুদুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সাত হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় ২২ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর অভিযোগ একটি জাতীয় দৈনিকে এসেছে। বিভিন্ন সরঞ্জাম স্থানীয়ভাবে কিনে বিদেশ থেকে আনার কথা বলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, সয়েল টেস্টে অনিয়ম ও নকশা পরিবর্তন করে ৯০০ কোটি টাকা লোপাট, প্রকল্পের তিনটি বড় কাজ অন্য ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে কমিশন বাণিজ্য, দরপত্রে ইউরোপীয় মানের যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামের উল্লেখ থাকলেও চীন ও কোরিয়ার নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম সংযোজন, সিলিংয়ের কাজে ব্যাপক অনিয়ম

৭-এর পাতায় দেখুন

মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের ৭ দফা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সাত দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন টাকা দিয়েও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীরা। গতকাল রোববারসকাল থেকে রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিচে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা। অবস্থান কর্মসূচি থেকে জানানো হয়, গত ৩১ মে মালয়েশিয়া প্রবেশের শেষ সময় হলেও এজেন্সি অজানা কারণে তাদের সে দেশে পাঠাতে পারেনি। এর মধ্যে একাধিকবার সরকারের পক্ষ থেকে টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও অনেকেই টাকা ফেরত পাননি। অভিযোগ জানানোর পরও এর কোনও সুরাহা হয়নি। তাই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তারা। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে টাকা দিয়ে দুই বছর পার হলেও মালয়েশিয়া যেতে পারিনি, আমরা আর মালয়েশিয়া যেতে চাই না, টাকা ফেরত চাই; সিন্ডিকেটের ১০০ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করে মালিকদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে এবং বিদেশে পলাতক মালিকদের পাচার করা টাকা বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের দিতে হবে; কর্মীদের সমস্যার সমাধান না করে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখতে হবে; রিক্রুটিং এজেন্সির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করা ট্রাভেল এজেন্ট, সাব এজেন্ট ও দালালদের অবিলম্বে গ্রেফতার, মন্ত্রণালয় ও বিএমইটিতে অভিযোগ করার তিন-চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও নিষ্পত্তি না হওয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে; দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধে নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় সরকারি কোনও ব্যাংকে জমা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ক্ষতিপূরণ আদায় করে না দিতে

৭-এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে অস্থায়ী পাস নিয়ে সচিবালয়ে ঢুকতে পারবেন সাংবাদিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : আজ থেকে সাংবাদিকরা অস্থায়ী পাস নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে সচিবালয়ের সামনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। উপদেষ্টা বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বা সচিবালয়ে প্রবেশ নিয়ে আপনাদের মধ্যে যাতে কোনো ভুল ধারণা তৈরি না হয়, সেজন্য আপনাদের সঙ্গে কথা বলা। আমাদের যে তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল সেটার আজকে শেষ দিন, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য। আজকে পর্যন্ত আমরা কাউকেই অ্যালাও করছি না সচিবালয় প্রবেশ করার জন্য। সে কারণে আজকে আপনারা প্রবেশ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, সচিবালয়ে এর আগে বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। আমরা দীর্ঘমেয়াদী হিসেবে সামনের দিনগুলোর জন্য ভাবছি। বিগত সময়গুলোতে আমাদের প্রায় তিন হাজারের বেশি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। আপনারা এটাও ভালো করে জানেন যে এই তিন হাজার সবাই কিন্তু সাংবাদিক নন। বিভিন্ন পত্রিকার নাম ব্যবহার করে এখানে সচিবালয় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে সেটি আমাদের পুনঃমূল্যায়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। সেজন্য আমাদের কিছুটা সময় লাগবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাংবাদিকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে স্থায়ী পাসের ব্যবস্থা করব। সেই সময় পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক অস্থায়ী পাস আগামীকালকে থেকে দেওয়া হবে। এজন্য আমরা সাংবাদিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসব। বর্তমানে যে পাসগুলো আছে সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে কি না-প্রশ্নের উত্তরে নাহিদ ইসলাম বলেন, জ্বি। তিন হাজারের বেশি এক কার্ড আমরা রাখতে পারব না। বেশির ভাগই ভুয়া। আমরা কাল পরশু থেকে আবেদন নেওয়া শুরু করব। এর আগে সচিবালার বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সেক্রেটারিট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) নেতারা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টের সঙ্গে বৈঠক করে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়ার দাবি জানান। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, আগামীকাল থেকে নিয়মিত কাজ করা সাংবাদিকরা তালিকা অনুযায়ী প্রবেশ করতে পারবেন। বিএসআরএফ সভাপতি ফসীহ উদ্দিন মাহতাব এবং সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হকসহ নেতারা বৈঠকে অংশ নেন। গত বুধবার (২৬ ডিসেম্বর) রাতে সাত নম্বর ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর সচিবালয়ে প্রবেশে বেসরকারি পাস বাতিলের পাশাপাশি সাংবাদিকদের প্রবেশও সাময়িক বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে।

ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু হাসপাতালে ১৪৮

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ১৪৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৪৩ জন এবং বাকিরা ঢাকার বাইরের। এ সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ১৮৩ জন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ১৬ জন। এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৭৬১ জন। মারা গেছেন ৫৭২ জন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

৭-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি, যা লিখেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আযমী

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমীর বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বরখাস্তের পরিবর্তে ভূতাপেক্ষভাবে 'অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর' প্রদান করা হয়েছে। এই আদেশ প্রদানের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমীর লেখা চিঠি গণমাধ্যমের হাতে এসেছে। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমি ৫ম বিএমএ (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) লং কোর্সের অফিসার হিসেবে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করি। আমি কখনো আত্মপ্রচার পছন্দ করি না। কিন্তু, এখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে একান্ত নিরুপায় হয়েই দেশবাসীর কাছে কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই। কমিশনপ্রাপ্তির সময় সর্ব বিষয়ে সেরা চৌকস ক্যাডেট হিসেবে আমি 'সোর্ড অব অনার', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষায় কলা বিভাগ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে 'স্বর্ণপদক' এবং রণকৌশলে সেরা নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য আমি 'ট্যাকটিক্স প্ল্যাক' অর্জন করি। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সচিত্র মুখপত্র 'সেনানী' এর জানুয়ারি ১৯৮২ সংখ্যার ৭ ও ৮ নং পৃষ্ঠায় এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনের ৮নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে, তিনি (প্রেসিডেন্ট এরশাদ) সামরিক একাডেমির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মেধায় উত্তীর্ণ সেরা চৌকস ক্যাডেট ব্যাটালিয়ান সিনিয়ার আন্ডার অফিসার আব্দুল্লাহিল আমান আযমীকে সন্মাসূচক তরবারী ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। আমার জানামতে বিএমএ'র ইতিহাস কেউ এই রেকর্ড ভাংতে পারেনি। কমিশন পরবর্তী অধিকাংশ কোর্সেই প্রথম স্থান অধিকার করেছি। কেবলমাত্র মেডিকেলজনিত কারণে ২/৩টিতে

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারত থেকে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধে আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত থেকে সব অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আইনি নোটিশ পাঠান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রধান নিয়ন্ত্রক বরাবর এ আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশ 'তুলনামূলক সুবিধা' নীতি অনুসরণ করে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে আমদানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি বোঝায়, যেখানে একটি দেশ সেই সব পণ্য বা সেবা আমদানি করে, যেগুলো

৭-এর পাতায় দেখুন

যুবকদের ভোটার তালিকায় আনতে চাই : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় যুবকদের আনতে চাই। যুবকদের ভোটার তালিকায় যুক্ত করতে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সিইসি। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছে। কারণ উনারা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন খুব শিগগিরই সরকারে কাছে দিয়ে দেবেন। আমাদের কোনো সুপারিশ বা বক্তব্য আছে কি না তা জানতে চেয়েছেন উনারা। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে যেটা ফিল করছি সেগুলো জানিয়েছি। কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, ডেলিমেটেশন সংক্রান্ত কিছু আছে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কিছু আছে। এ ছাড়া যেগুলো নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর বিষয়ে আমাদের কিছু সুপারিশ থাকবে। উনারা সুপারিশ করুক আর না করুক আমাদের তা অ্যাড্রেস করতে হবে। তা না হলে আমরা ডেলিমেটেশনটাকে অ্যাড্রেস করতে পারছি না। ভোটার তালিকায় যেহেতু যুবকদের আনতে চাই, সেহেতু এখানেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা তাদের বিষয়গুলো জানতে চাইনি। আমাদের

২-এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে লাভেলো আইসক্রিম কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার বেহেরাবাড়ি এলাকায় মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন তারা। এসময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আইনুল নামের এক শ্রমিক বলেন, কারখানায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক রয়েছে। প্রতিমাসে সাত হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কারখানার মালিক দুই মাস যাবত বেতন দিচ্ছে না। এছাড়া গত বছর থেকে ওভারটাইমের টাকাসহ নাইট বিলও দেওয়া হচ্ছে না। ঈদ বোনাসও পাওয়া যায়নি। তাই সকাল ৮টায় কারখানার সামনে ও পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। আব্দুস সালাম নামের আরেক শ্রমিক বলেন, যা বেতন পাই তা দিয়েই সংসার চালাতে

৭-এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর সচিবালয়ে প্রবেশে বেসরকারি পাস বাতিল করা হয় এবং যানবাহন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সচিবালয়ের বাইরে যানবাহনের সারি। ছবিটি রোববার তোলা।

২০২৬ সালের এসএসসির সিলেবাস ও মানবণ্টন প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার পরিমার্জিত সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন প্রকাশ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। গত শনিবার এনসিটিবি-এর ওয়েবসাইটে নবম-দশম শ্রেণির বিভাগ বিভাজনসহ এ সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের মোট ৩২টি বিষয়ের সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে। নম্বর বিভাজনে দেখা গেছে, ব্যবহারিক না থাকা বিষয়গুলোতে ৭০ নম্বর রচনামূলক অংশে ও ৩০ নম্বর বহু নির্বাচনী অংশে থাকবে। আর ব্যবহারিকসহ বিষয়গুলোতে তত্ত্বীয় অংশে ৭৫ ও ব্যবহারিক অংশে ২৫ নম্বর থাকবে। আবার ৭৫ এর মধ্যে তত্ত্বীয় অংশে ৪০ নম্বর ও বহু-নির্বাচনী অংশে ২৫ নম্বর থাকবে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত 'নতুন শিক্ষাক্রমে' নবম-দশম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেটে তেলের মজুদ রয়েছে দেড় কোটি ব্যারেল!

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেট তেলের খনিতে উত্তোলনযোগ্য মজুদ প্রায় দেড় কোটি ব্যারেল বলে ধারণা করা হয়েছে। দৈনিক ৬০০ ব্যারেল হারে উত্তোলন করলে ১০ বছর পর্যন্ত উত্তোলন করা সম্ভব বলে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান স্লামবার্জার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. রেজাউল ইসলাম বার্তা২৪.কমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মজুদ আরও বেশি ধারণা করা হচ্ছে, দৈনিক ৫০০ থেকে ৬০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন সম্ভব বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। স্লামবার্জারের রিপোর্টে ১৪.৮ মিলিয়ন ব্যারেল (প্রায় দেড় কোটি) তেল উত্তোলনযোগ্য বলা হয়েছে। দৈনিক ৫০০ থেকে ৬০০ ব্যারেল (১ ব্যারেল সমান ১৬৯ লিটার) তেল উত্তোলন করা সম্ভব। ফিল্ডটিতে আরেকটি কূপ খননের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বার্তা২৪.কমকে

৭-এর পাতায় দেখুন

কর্মবিরতি শেষে মোংলা বন্দরে পণ্য খালাস শুরু

মোংলা প্রতিনিধি : সরকারের পক্ষ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে প্রায় ৪৫ ঘণ্টা কর্মবিরতির পর ধর্মঘট কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন নৌযান শ্রমিকরা। গত শনিবার রাতে নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে বৈঠক করেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন ও বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। বৈঠক শেষে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন তারা। এদিকে গতকাল রোববার সকাল থেকে মোংলা বন্দরে অবস্থান করা মাদার ভেসেল থেকে আমদানি পণ্য খালাস শুরু হয়। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাফিক বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত কর। ১৩টি মাদার ভেসেল থেকে সার, কয়লা, ক্লিংকার ও পাথর খালাস শুরু করে আমদানিকারকরা। সার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান গ্লোরি শিপিংয়ের ব্যবস্থাপক মাহমুদুল

৭-এর পাতায় দেখুন

এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা, বাস মালিক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোলপ্লাজায় প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল দুমড়ে-মুচড়ে ৬ জন নিহতের ঘটনায় চাপা দেওয়া সেই বাসের মালিক ডাব্লিউ বেপারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাদারীপুরের শিবচর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে হাইওয়ে পুলিশ। ওই দুর্ঘটনায় নিহত আমেনা বেগমের ভাই নুরুল আমীন বাদী হয়ে গত শনিবার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছেন। ওই মামলায় বাস মালিককেও আসামি করা হয়। এর আগে শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে বাসচালক নুরুন্নবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব ও হাইওয়ে পুলিশ। হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি ড. আ ক ম আকতারুজ্জামান বসুনিয়া জানান, বাসটি দুর্ঘটনার আগের দিন গ্যারেজ থেকে বের করা হয়। কিন্তু ফিটনেস ছিল না। আর মাদকাসক্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

ধুঁকছে পর্যটনশিল্প

বিদেশি আসছেন কম দেশিরা যাচ্ছেন বিদেশে

কক্সবাজার প্রতিনিধি : নানা সীমাবদ্ধতা-সংকট থাকলেও দেশের সমৃদ্ধ পর্যটননগরী হচ্ছে কক্সবাজার। কিন্তু সেই নগরীতেও দেখা মিলছে না কোনো বিদেশি পর্যটকের। উল্টো দেশি পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠছে মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশ। কক্সবাজারের অপার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে মহাপরিকল্পনা প্রণীত না হওয়ায় ধুঁকছে দেশের পর্যটনশিল্প। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাংলাদেশি ভ্রমণপিপাসুদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শীর্ষে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় অবস্থানে থাইল্যান্ড। পর্যটন ব্যবসাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশীয় পর্যটন অঞ্চলে হোটেল-মোটেলে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া, নিরাপত্তা ঘাটতি, যাতায়াতে বাড়তি খরচ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন অনেকে। পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা না থাকা, ব্র্যান্ডিংয়ে ঘাটতি ও পরিকল্পিত পর্যটন ব্যবস্থার অভাবে পর্যটকসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। পুলিশের বিশেষ শাখার তথ্য বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে, দেশে দিন দিন বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নিম্নগামী। দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুলসংখ্যক বিদেশি কর্মী কাজ করছেন। এর ফলে বিদেশি আগমনের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। সে তুলনায়

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে নভেম্বরের বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী (পল্লী বিদ্যুৎ) এলাকায় নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে স্বাধীন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা আঞ্চলিক সড়ক (কোনাবাড়ী-জরুন) দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এ সময় সড়কের উভয় পাশে চলাচলকারী যানবাহন ও যাত্রীদের দুর্ভোগ নিয়ে চলাচল করতে হয়। গতকাল রোববারবেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ওই কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে আজ বিকালে কর্তৃপক্ষ তাদের বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে গেলে দুপুর সোয়া ১টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। শিল্প পুলিশ জানায়, প্রতি মাসের ৮ম কর্ম দিবসে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী মাসের বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন দেয়নি। বিভিন্ন সময় ওই মাসের

৭-এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত

১৮১ আরোহীর মধ্যে ১৭৯ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার বিমানবন্দরে অবতরণের সময় রানওয়েতে ছিটকে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটিতে থাকা ১৮১ আরোহীর মধ্যে ১৭৯ জন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) ভোরে মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, এদিন ভোরে দুর্ঘটনার সময় জেজু এয়ারের বিমানটিতে ১৭৫ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু ছিলেন। এটি থাইল্যান্ড থেকে এসে মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ছিটকে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। তাদের মধ্যে মাত্র দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে। তাদরে মধ্যে একজন যাত্রী ও একজন ক্রু সদস্য। বাকি ১৭৯ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের প্রধানের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলের আগুন নেভানো হয়েছে। এছাড়া বিমানের পেছনের অংশ থেকে দুই ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদ সংস্থা ইয়নহাপ জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টা করার সময় 'পাখির সাথে সংঘর্ষের ফলে ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটির কারণে' দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। উদ্ধার হওয়া দুইজন ছাড়া উড়োজাহাজটির সব যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিধ্বস্ত বিমানটির পেছনের অংশে উদ্ধারকাজ করে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বিমানটির বিভিন্ন অংশে আগুন জ্বলতে ও ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট চোই সাং মকের দপ্তর জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট যথাযথভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। গত শুক্রবার চোই সাং মক দেশের অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

গুরুতর অসুস্থ নেতানিয়াহু হবে অস্ত্রোপচার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গুরুতর অসুস্থ। মূত্রনালীর সংক্রমণে ভুগছেন তিনি। এ কারণে রোববার (২৯ ডিসেম্বর) অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার প্রোস্টেট অপসারণ করা হবে। টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭৫ বয়সী ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত মঙ্গলবার জেরুজালেমের হাদাসাহ হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে, তার প্রোস্টেট বড় হয়ে গেছে। এজন্য রোববার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার প্রোস্টেট অপসারণ করা হবে। এর আগে গত মার্চেও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নেতানিয়াহু। সেবার তার হার্নিয়ায় অস্ত্রোপচার করা হয়। ওই সময় বেশ কয়েকদিন সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে দূরে ছিলেন তিনি। তারও আগে গত বছর তার

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

শেখ হাসিনার 'গ্রাফিতি' মোছা নিয়ে

প্রতিরোধ এবং ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করে। এই স্মৃতিকে তাজা রাখা এবং প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এটি প্রক্টরিয়াল টিমের অনিচ্ছাকৃত ভুল। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমরা আরো সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করছি। প্রক্টর অফিস জানায়, প্রক্টরিয়াল টিমের উপস্থিতিতে গত রাতেই শিক্ষার্থীরা মুছে ফেলা গ্রাফিতি অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে এঁকেছেন। এই স্তম্ভটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘৃণাস্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এই ঘৃণাকে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদের অনুমতিতে মেট্রোরেলের কর্মীরা মেট্রোরেলের পিলারে আঁকা হাসিনার ব্যঙ্গ গ্রাফিতি মুছে ফেলার কাজ শুরু করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কয়েকজন লোক মেট্রোরেলের পিলারে শেখ হাসিনার ছবি মুছতে গেলে তারা বাধা দেন। পরে তারা জানতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমতিতেই এই কার্যক্রম চলছিল। এসময় একটি পিলারে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পূর্ণ ছবি অন্যটিতে শেখ হাসিনার ছবির অর্ধেক অংশ মুছে ফেলা হয়। তারা জানান, পরে শিক্ষার্থীরা বাধা দিলে মোছা বন্ধ করেন এবং পুনরায় শেখ হাসিনার ছবি এঁকে দেন। এরপর প্রক্টর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বাংলানিউজকে জানান, গোয়েন্দা সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবি তোলে। এই ছবিগুলোর সঙ্গে শেখ হাসিনার বিভিন্ন স্টাইলের ছবি যায়। তাই ওরা বলেছে, এখনো টিএসসিতে কীভাবে তাদের ছবি থাকে। তখন আমি ভারপ্রাপ্ত স্টেট ম্যানেজার ফাতেমা বিনতে মুস্তাফাকে বলেছি মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বলার জন্য। পরে মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে লোক পাঠিয়ে মুছে ফেলা হয়।

হাসিনার গ্রাফিতি মোছার চেষ্টা, রুখে

সংস্থা কল করেছেন শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার ছবি মুছে দেওয়ার জন্য। পরে প্রক্টর স্যার এস্টেট অফিসকে জানালে অফিস সিটি করপোরেশন ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এটি মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয়। যা শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে সফল হয়নি। এরপর শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমদ এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং একটি অফিসিয়াল বিবৃতি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করবেন বলে কথা জানান। একই সঙ্গে হাসিনার মুছে যাওয়া অংশে শিক্ষার্থীদের শেখ হাসিনার বিকৃত ছবি আঁকতে বলেন এবং ঘৃণা স্তম্ভটিকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দেবেন বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী সময় হাসিনার মুছে যাওয়া গ্রাফিতি অংশে শিক্ষার্থীরা হাসিনার চারুকলার শিক্ষার্থীরা হাসিনার আরেকটি ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন আঁকেন। শেখ হাসিনার পতনের আগেই ৩ আগস্ট মেট্রোরেলের পিলারে থাকা হাসিনার এই গ্রাফিতিতে কালি মেখে দেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। সেদিন ও পরদিন (৩ ও ৪ আগস্ট) বিক্ষোভ চলাকালীন প্রায় সারাদিনই এর মধ্যে জুতা নিক্ষেপ করতে থাকে আপামর জনতা। ফলে এটি জুলাই বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

দেশের কার্যকর হচ্ছে না মোটরযান

আলো নেই। মূলত সমন্বয়হীনতার কারণে ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অতিসম্প্রতি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) সঙ্গে বাস মালিকদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বলা হয় বাসের আয়ুষ্কাল ২০ বছরই থাকবে। আর ব্যক্তি পর্যায়ে নতুন বাস কেনার জন্য ঋণের ব্যবস্থার দায়িত্ব ডিটিসিএ নেবে না। তবে কোম্পানির অধীনে যদি বাস চলে তাহলে সহজ শর্তে ব্যাংকের ঋণ পেতে ডিটিসিএ সহযোগিতা করবে। এদিকে বিগত সরকার মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতিমালা-২০২৩ নামে একটি খসড়া চূড়ান্ত করেছিলো। এর পর প্রায় ২০ বছরের পুরনো বাস-মিনিবাস এবং ২৫ বছরের পুরনো পণ্যবাহী যান ধ্বংস করতে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে। সরকারের ওই উদ্যোগে পরিবহন মালিকরা নানা দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে গাড়ির আয়ুষ্কাল পুনর্নির্ধারণে মন্ত্রণালয়ে চিঠিও দেয়া হয়। তবে ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা থেকে ওই প্রজ্ঞাপন স্থগিত করার বিষয়টি জানানো হয়। অন্যদিকে এ বিষয়ে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও ট্রান্সসিলভা পরিবহনের চেয়ারম্যান সৈয়দ রেজাউল করিম জানান, সমন্বিত উদ্যোগে ঢাকায় ভালো বাস চালানো সম্ভব। আমরাও চাই ভালো বাস চলুক। ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি হোক। সার্বিক বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান জানান, বিআরটিএর মাধ্যমে বাস মালিকদের নোটিশ দেয়া শুরু হয়েছে। ব্যাংকের সঙ্গেও ওদের একটা লেনদেন আছে। কিন্তু ছয় মাস পর কিছু টোকেন বাস হলেও সরিয়ে দেয়া হবে। যেন বাস মালিকরা বুঝতে পারে এটা শুধু কথার কথা না। আবার একসঙ্গে সব বাস সরানো যাবে না। ধাপে ধাপে সব পুরনো বাস সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হবে।

অর্থ পাচারে দুদকের সাবেক

সহায়তা করেছেন দুদক উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। জানা গেছে, জহুরুল হক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান ছিলেন। ওই সময় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের তরঙ্গ বরাদ্দে জালিয়াতি, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিকে তার অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিও বহু পুরোনো। সাবেক মহানগর দায়রা জজ জহুরুল হক ২৯ অক্টোবর দুদক কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২০২১ সালের ২ মার্চ তিনি দুদক কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। বিডিআর হত্যা মামলার বিচারক ছিলেন মো. জহুরুল হক। বিডিআর হত্যা মামলার রায় নিয়ে একটি পক্ষ অসন্তুষ্ট। তাদের দাবি, পতিত সরকার আদালতের বিচারকদের প্রভাবিত করে মামলায় পক্ষপাতমূলক রায় করিয়েছে। এরই মধ্যে বিডিআর হত্যা পুনঃতদন্তে নতুন করে কমিশন গঠন করেছে সরকার। এ কারণে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাসবেক দুদক কমিশনার (তদন্ত) হিসেবে জহুরুল হক দায়িত্ব নেওয়ার দেড় বছর ২০২২ সালের ২৩ আগস্ট তার নিজের নামে বরাদ্দ দেওয়া ৫ কাঠার প্লটের পরিবর্তে ১০ কাঠা আয়তনের প্লট দিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ৩ নভেম্বর গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে রাজউক চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জহিরুল হকের ৫ কাঠা ও তার স্ত্রী মাছুদা বেগমের নামে থাকা ৫ কাঠার প্লট দুটি সমর্পণ সাপেক্ষে একটি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য বলা হয়। রাজউকের বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জহুরুল হককে ১৩/এ ব্লকের ২৫ নম্বর সেক্টরের ২০৬ নম্বর সড়কের ১০ কাঠা আয়তনের ৪৭ নম্বর প্লটটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বাড়ি নির্মাণে নকশার অনুমোদন নিয়েছেন। আইন অনুযায়ী, স্বামী ও স্ত্রীর নামে আলাদা প্লট বরাদ্দ দেওয়া যাবে না। কোনো প্রকল্পে স্বামী ও স্ত্রীর নামে আলাদা প্লট বরাদ্দ পেলে একটি প্লট বহাল রেখে আরেকটি সমর্পণ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর আলাদা প্লট বরাদ্দ নিলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু জহুরুল হক ও তার স্ত্রী মাছুদা বেগম আলাদা আলাদা প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। অথচ তারা একটি প্লট সমর্পণ করেননি, রাজউকও তাদের একটি প্লটের বরাদ্দ বাতিল করেনি। উল্টো জহুরুল হক দুদক কমিশনার হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। এ ছাড়া দুদক কমিশনার হিসেবে জহুরুল হকের নিজের জন্য একটি গাড়ি বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বরাদ্দকৃত গাড়ির বাইরে স্ত্রী ও সন্তানদের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য চালকসহ তিনি বেআইনিভাবে আরও একটি গাড়ি বরাদ্দ নেন। জহুরুল হকের একান্ত সচিব চালকসহ গাড়ি বরাদ্দে দুদকে আবেদন করেন। সে আবেদনে তিনি বলেছিলেন, জহুরুল হক ধানমন্ডির সরকারি বাংলোয় বাস করেন। তিনি তার অনুকূলে চালকসহ অতিরিক্ত আরেকটি গাড়ি বরাদ্দ চান। গাড়ি ব্যবহার বাবদ সরকারি ফি তিনি পরিশোধ করবেন। তার বাসভবনে চালকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গাড়ি বরাদ্দ দিয়ে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে চিঠি ইস্যু করা হয়। সেই চিঠিতে বলা হয়, কমিশনার জহুরুল হকের ইচ্ছা অনুযায়ী চালক সাদ্দাম হোসেন ও ঢাকা মেট্রো-গ৪৫২-৭৬৩০ গাড়িটি সার্বক্ষণিক ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো। বিষয়টি নিয়ে দুদকের ভিতরে অনেকের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। কারণ সংস্থাটিতে গাড়ির চরম সংকট রয়েছে। উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তারা শেয়ার করে গাড়ি ব্যবহার করেন।

ফখরুলের সঙ্গে আব্দুস সালাম পিন্টুর

১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। সম্প্রতি হাইকোর্টে এই মামলার রায়ে খালাস পান পিন্টুসহ অন্যরা।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি

১ম স্থান অর্জন করতে পারিনি। কমান্ড, স্টাফ এবং ইনস্ট্রাক্টর সকল ধরনের দায়িত্বে আমি সেনা নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হই। মাস্টার্স পরীক্ষায় (৭০.৫ নম্বর পেয়ে) ১ম শ্রেণীতে ২য় এবং এম.ফিল (প্রথম পর্ব) প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেছি। সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করায় এম.ফিল সম্পূর্ণ করতে পারিনি। মহান আল্লাহর দয়ায় এবং বাবা-মা এর দোয়ায় প্রায় তিরিশ বছরের সামরিক জীবনে একজন আদর্শ সেনা অফিসার হিসেবে এবং পাশাপাশি একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অফিসার হিসেবে আমি সকলের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে কোনো অফিসারই এর বাস্তবে আমার সম্পর্কে এ কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। আমার কৃতিত্বপূর্ণ এই চাকরির পরও ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন আমার মেজর থেকে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি বন্ধ করে রেখেছিল। ২০০২ সালে ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে আমার লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি হয়। পরবর্তীতে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০০৯ সালে ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। আমি তখন দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার অন্তর্গত খোলাহাটি ক্যান্টনমেন্টে ১৬ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার এবং পাশাপাশি স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। জুন মাসে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ অত্যন্ত অপমানজনকভাবে আমাকে আমার পদ থেকে অপসারণ করে পদবিহীন অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসের সদর দপ্তর লজিস্টিক এরিয়ায় সংযুক্ত করে রাখেন। এর পর, ২৩ জুন ২০০৯ তারিখের এক সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করে ২৪ জুন ২০০৯ তারিখে আমাকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে নজিরবিহীনভাবে 'বরখাস্ত' করা হয়। এই আদেশের দ্বারা আমার অবসরের আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য সকল সুবিধাদি থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়। বিনা অপরাধে, বিনা অভিযোগে, বিনা তদন্তে ও বিনা বিচারে একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তো দূরের কথা একজন সৈনিককেও বরখাস্ত করার কথা নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার কোনো নজির আছে বলে জানা নেই। উল্লেখ্য, গণমাধ্যমের এক শ্রেণির দায়িত্বজ্ঞানহীন অংশ 'আমি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে' মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই বক্তব্য মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি এই ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার তীব্র নিন্দা জানাই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আমি শিগগিরই যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ইচ্ছা রাখি। সেনাসদর (আইএসপিআর) কতৃক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রিপোর্ট গণমাধ্যমে পাঠিয়ে জাতির কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করবে বলে আমি আশা রাখি। বলা বাহুল্য, আমি নিজে সেনাসদরের সংশ্লিষ্ট কর্মকতাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি। আমান আযমী লিখেছেন, বরখাস্ত পরবর্তী ৭ বছর ২ মাস (আমাকে অপহরণের পূর্ব পর্যন্ত) আমাকে গোয়েন্দা বাহিনীসমূহের অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক/কনসালটেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলাম। সকল কর্তৃপক্ষকে সরকার চাপ দিয়ে দিয়ে আমাকে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীতে, ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট আমাকে আমার বাসা থেকে অপহরণ করে ডিজিএফআই সদর দপ্তর, কচুক্ষেতে অবস্থিত তথাকথিত "আয়নাঘর" এ ২৯০৮ দিন (৬৯,৭৯৪ ঘণ্টা) আটক রেখে আমার উপর সীমাহীন মানসিক নির্যাতন করা হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪ এর বিপ্লবের মাধ্যমে (যা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত) দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলে সেই রাতেই আমাকে ঢাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ আগস্ট ২০২৪ রাত আনুমানিক ১১:৪৫ মিনিটে যমুনা ব্রিজের নিকট এলেঙ্গা নামক স্থানে আমাকে রাস্তার পাশে নামিয়ে দেওয়া হলে আমি বাসে করে ৮ তারিখ ভোরে আমার বাসায় ফিরে আসি। আমার এই বিবৃতির মূল উদ্দেশ্য শিরোনামে এ লেখা আছে। প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা বলতে হলো। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন, ২৪ জুন ২০০৯ তারিখে আমাকে বরখাস্ত করা ন্যক্কারজনক আদেশ বাতিল করে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে এক সরকারি প্রজ্ঞাপণ জারি করা হয়, যা সেনাসদর কতৃক ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আমাকে অবহিত করা হয়। একই প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ২৪ জুন ২০০৯ তারিখ হতে আমাকে অকালীন বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে আমার অবসরের আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য সকল সুবিধাদি প্রদান করা হয়। আমার উপর যেই সীমাহীন যুলুম করা হয়েছে তার কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রতিদান কোনোদিনও সম্ভব নয়। আমার বৃদ্ধা, বিধবা ও অসুস্থ অসহায় মা প্রায় তিন বছর আমার শোকে কাঁদতে কাঁদতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। পৃথিবীর সকল সম্পদ দিয়েও কি আমার মাকে ফিরিয়ে আনা যাবে? যা হোক, বিলম্বে হলেও আমার অবসরের এই আদেশ আমার উপর যে সীমাহীন নির্যাতন ফ্যাসিবাদ সরকার করেছে তার প্রতিদানের একটি অংশ (যতটুকুই হোক) হিসেবে বিবেচ্য। আমার বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে আমাকে অবসর প্রদানের এই আদেশ প্রদানের জন্য আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানকে আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর জন্য মহান আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এই দোয়া করি। উল্লেখ্য, শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, গত ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমীকে তার বরখাস্তের আদেশ প্রমার্জনা করে বরখাস্তের পরিবর্তে ২০০৯ সালের ২৪ জুন থেকে ভূতাপেক্ষভাবে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর প্রদান করা হয়েছে। এর আগে ২০০৯ সালের ২৪ জুন থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আযমীকে প্রযোজ্য সকল প্রকার আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ 'অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর' প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০০৯ সালের ২৩ জুন তারিখে জারিকৃত এ অফিসারের বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হয়েছে।

বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান ৩য়

করে। বায়ুদূষণে ৪র্থ?, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অবস্থানে যথাক্রমে ভারতের কলকাতা, নেপালের রাজধানী ঢাকা ও ভারতের রাজধানী দিল্লি অবস্থান করছে। শহর ৩টির স্কোর যথাক্রমে ১৯৫, ১৮৬ ও ১৮৩। এই স্কোরকে 'অস্বাস্থ্যকর' ধরা হয়। আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্কোর ৫১ থেকে ১০০ হলে তাকে 'মাঝারি' বা 'গ্রহণযোগ্য' মানের বায়ু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১০১ থেকে ১৫০ স্কোরকে 'সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর' ধরা হয়। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে তা 'অস্বাস্থ্যকর' বায়ু। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে তাকে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বায়ু ধরা হয়। ৩০১ থেকে তার ওপরের স্কোরকে 'দুর্যোগপূর্ণ' বা 'ঝুঁকিপূর্ণ' ধরা হয়। আইকিউএয়ার পরামর্শ ঢাকার বায়ুদূষণ থেকে বাঁচতে আইকিউএয়ার যে পরামর্শ দিয়েছে, তার মধ্যে আছে ঘরের বাইরে গেলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর মানুষদের মাস্ক পরতে হবে। এ ছাড়া ঘরের বাইরে ব্যায়াম না করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকারে খুলেছে

তারা পাঁচ নম্বর গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে পারছেন। দর্শনার্থী বা সাংবাদিকদের এই পথে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। বিদ্যুৎ ভবনের পাশে চার নম্বর গেইটটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গাড়ি নিয়ে আসা দর্শনার্থীরা আগে তিন নম্বর গেইট দিয়ে প্রবেশ করত। এদিন গেইটে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেল কর্মকর্তাদের। দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা মঈনুল বলেন, "কেবল সচিব ও উপদেষ্টা মহোদয় এবং অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কোনো কর্মকর্তাকে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাস দেখিয়ে প্রবেশ করছেন পায়ে হেঁটে।" কর্মকর্তাদের ছেড়ে দেওয়া গাড়ির কারণে সচিবালয়ের চারপাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা উত্তরা থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। অন্যদিনের মত গাড়ি ভেতরে ঢোকাতে না পেরে তিনি পড়েন বিপাকে। ওই কর্মকর্তা বলেন, "এখন আশপাশে রেল ভবনে বা অন্য কোন ভবনে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করছি। দেখি কি করা যায়।"

ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি টেন্ডার দেওয়ার তারিখ থাকায় এদিন বাইরে বুথ স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে প্রতিযোগীরা দরপ্রস্তাব জমা দিচ্ছেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক রমণ দাস বলেন, "আমরা আজ (রোববার) এখানেই টেন্ডার জমা নিচ্ছি। আগে এ কাজটা ভেতরেই হত। " নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতে সচিবালয়ে এসে বিপাকে পড়েছেন সাংবাদিকরাও। সকাল থেকে গেইটের বাইরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। সচিবালয়ের দায়িত্বগত সাংবাদিকদের সংগঠন বিএসআরএফ এর সভাপতি ফসিহ উদ্দিন মাহতাব বলেন, "পেশাদার ও নিয়মিত সাংবাদিকরা যাতে ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন, সেজন্য আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আশা করছি তারা অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত জানাবেন।" প্রসঙ্গত, বুধবার রাত ২টার দিকে সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট সেখানে যায়। প্রায় দশ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। আগুনে সাত নম্বর ভবনের ৬, ৭, ৮, ৯ এই চারটি তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে অষ্টম ও নবম তলায় ক্ষতি হয়েছে বেশি, সেখানকার অধিকাংশ নথি পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের কারণে বৃহস্পতিবার দিনের বেশিরভাগ সময় সচিবালয়ের অধিকাংশ ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সচিবালয়ে গেলেও দপ্তরে ঢুকতে না পেরে বেরিয়ে আসেন। সব মিলিয়ে সচিবালয়ের নিয়মিত কর্মকাণ্ড কার্যত বন্ধ ছিল। দুদিন সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে ৭ নম্বর ভবন ছাড়া বাকি ভবনগুলোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় সেগুলোতে থাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গতকাল রোববার থেকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর মত পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর ৭ নম্বর ভবনে যেসব দপ্তর ছিল, সেগুলোর কাজ সচিবালয়ের বাইরে বিভিন্ন সরকারি ভবনে চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। গত শনিবার জানানো হয়, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় রেলভবনে; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণায়ল ক্রীড়া ভবনে।; শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রম ভবনে; ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আগারগাঁওয়ের ডাক ভবনে দাপ্তরিক কাজ করবেন। এর আগে শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সচিবালয়ের 'নিরাপত্তা বৃদ্ধির স্বার্থে' সব ধরনের অস্থায়ী প্রবেশ পাস বাতিল করা হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রবেশের জন্য ইস্যু করা অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। এ নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে সমালোচনার মধ্যে গত শনিবার প্রধান উপদেষ্টা দপ্তর থেকে বলা হয়, শিগগির নতুন আবেদন নিয়ে সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড দেওয়া হবে। আর রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত শনিবার জানায়, অস্থায়ী প্রবেশ পাসের আবেদন গ্রহণ করতে সচিবালয়ের উল্টো দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ক্রাইম কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি সেল করা হয়েছে।

৪৭তম বিসিএসের আবেদন শুরু

বিসিএসের আবেদন, চলবে আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবার প্রথমবারের মতো আবেদনের বয়সসীমা থাকছে ৩২ বছর। উল্লেখ্য, ৯ ডিসেম্বর পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৪ এর অনলাইন আবেদন ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় শুরু এবং ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। জানা গেছে, সরকার চাকরিতে আবেদন ফি কমানোর ঘোষণা দিলেও আবেদনের (১০ ডিসেম্বর) আগে প্রজ্ঞাপন হয়নি। পরে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এরপর ৪৭তম বিসিএসের আবেদনের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। গত ১১ ডিসেম্বর সরকার চাকরিতে আবেদন ফি কমানোর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ফলে আবেদনে জটিলতা কেটে গেছে। বিজ্ঞপ্তির তথ্যানুযায়ী, ৪৭তম বিসিএসে ক্যাডার পদের সংখ্যা তিন হাজার ৪৮৭। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ২০১। এ বিসিএস থেকে মোট তিন হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এতে কিছু নতুন পদ যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে ৪৭তম বিসিএসে আবেদনের জন্য ১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সব ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

নগরভবনে প্রস্তুত হচ্ছে স্থানীয়

প্রকৌশলী আহসান হাবীব বলেন, ১৪ ও ১৫ তলার কক্ষগুলো প্রায় দেড় থেকে দুই বছর পরিত্যক্ত ছিল। এখন সেগুলো সংস্কার করে ধোয়া-মোছা ও রঙের কাজ চলছে। ডিএসসিসির সচিব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঞা বলেন, ১৪ ও ১৫ তলায় ডিটিসিএ প্রজেক্ট ছিল। দেড়-দুই বছর আগে তারা তাদের ভবনে চলে গেছে। তখন থেকেই এ দু'টি ফ্লোর ফাঁকা। ১৩ তলার অর্ধেক অংশে আমাদের দুই-একটি বিভাগ ছিল সেগুলো নিচে ফাঁকা জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজকের মধ্যে ধোয়া-মোছা ও ছোটখাট সংস্কার কাজ শেষ হবে। তিনি বলেন, 'তারা (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) দুই মাসের জন্য আসছেন। পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার চলে যাবেন। তবে বৃহত্তর স্বার্থে মন্ত্রণালয় ডিএসসিসির ভবনে আসলে একই ভবনে থাকায় আমাদেরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। কাজেও গতি বাড়বে।' বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে বুধবার রাতে আগুন লাগে। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত ১টা ৫২ মিনিটে সচিবালয়ের ওই ভবনে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। এর মিনিট দুয়েক পরই সচিবালয়ে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটটি আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। আগুনের তীব্রতা বাড়লে একে একে ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণ কাজে যোগ দেয়। ভোর পাঁচটার পর ফায়ার সার্ভিসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট কড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। বাইরে থেকেও আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। প্রাথমিক পর্যায়ে আগুন লাগার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এরপর সচিবালয় এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিজিবি সদস্যদের। ওই ভবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সহ বিভাগের অফিস রয়েছে। এই ভবনে রয়েছে- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

যুবকদের ভোটার তালিকায়

কী প্রয়োজন সেগুলো বলেছি। রাজনৈতিক দলগুলো আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাইছে, এটা কী সম্ভব? প্রধান উপদেষ্টাও বলে দিয়েছেন এটা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা তো ঘোষণা দিয়েছেনই যে মিনিমাম সংস্কার করা হলে নতুন বছরের শেষের দিকে আর সংস্কার যদি সত্যিকার অর্থে করতে হয়, তাহলে পরের বছরের জুন মাস এসে যাবে। আমরা উনার বক্তব্যের আলোকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংস্কার প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব, তা না হলে জানুয়ারির ৩ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেব। সাক্ষাতের বিষয়ে চাইলে তিনি বলেন, সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে উনাদের কাছে জানতে চেয়েছি, উনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কি না। কমিশন তো স্টেকহোল্ডার, উনাদের কাছে জানতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উনাদের কোনো সুপারিশ আছে কি না।

জামায়াত ঘোলা পানিতে মাছ

রাজনৈতিক দল ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। গত ৫ আগস্টের পর একটি রাজনৈতিক দলের আত্মসাৎ দেখেছে জনগণ। কারা পায়ের রগ কাটে তাদের চেনে জনগণ। একাত্তরের বিরোধিতাকারীরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে।' তিনি বলেন, 'ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করেন। ইসলাম মানে তো বারবার মোনাফেকি করা না। জনগণের প্রতি অঙ্গীকার থেকে বিএনপি কখনও পিছিয়ে আসেনি। ১৯৭১ থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিএনপি কখনও মাথানত করেনি।' ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে শেখ হাসিনাকে ক্ষমা করতে চায় জামায়াত, অভিযোগ করেন রিজভী। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, 'শেখ হাসিনার আমলে যারা লুট করেছে, সেই এস আলমদের উত্তরসূরী হয়ে ব্যাংক দখল করেছে অনেকে। বড় বড় কথা বলে বিএনপির নামে কলঙ্ক লেপন করছে।

পাড়া-মহল্লায় টার্মিনাল দখল, টেন্ডারবাজিসহ নানা কিছু দখলে করেছে একটি দল। গত ৫ আগস্টের আগে ব্যাংক লুট করে আওয়ামী লীগ, আর ৫ আগস্টের পর ব্যাংক লুট করছে একটি ইসলামী দল।' তিনি বলেন, 'গত ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফল জুলাই বিপ্লব। এই আন্দোলন করতে গিয়ে ৯৭ জন শ্রমজীবী মানুষ শহীদ হয়েছেন। তাদের অবদান গোটা জাতিকে অগ্নিগর্ভ করেছে।' এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, দলের স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী

করার জন্য আসবাবপত্র আনা হচ্ছে। সব কক্ষের জন্য ফ্যান ও ইউটিলিটি সুবিধা স্থাপন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বুধবার রাত ২টার দিকে সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট সেখানে যায়। প্রায় দশ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। আগুনে সাত নম্বর ভবনের ৬, ৭, ৮, ৯ এই চারটি তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে অষ্টম ও নবম তলায় ক্ষতি হয়েছে বেশি, সেখানকার অধিকাংশ নথি পুড়ে গেছে। এসব তলায় ছিল সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি দপ্তর। শনিবার হেয়ার রোডে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় নগর ভবনে পড়ে থাকা তলায় মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম চালানোর ঘোষণা দেন। তিনি বলেছিলেন, "দাপ্তরিক কার্যক্রম একদিনের জন্যেও বন্ধ রাখা হবে না; আগামী গতকাল রোববারথেকেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের শূন্য কক্ষগুলোতে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।চঢাকা দক্ষিণ সিটির অঞ্চল -১ এর সহকারী প্রকৌশলী আহসান হাবীব বলেন, "১৪ ও ১৫ তলার কক্ষগুলো প্রায় দেড় থেকে দুই বছর পরিত্যক্ত ছিল। এখন সেগুলো সংস্কার করে ধোয়া-মোছা ও রঙের কাজ চলছে।" নগর সংস্থার সচিব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঞা গতকাল রোবব-ারবলেন, "১৪, ১৫ তলায় ডিটিসিএ প্রজেক্ট দেড়-দুই বছরে আগে তাদের ভবনে চলে গেছে; তখন থেকেই এ দুইটি ফ্লোর ফাঁকা। ১৩ তলার অর্ধেক অংশে আমাদের দুই-একটি বিভাগ ছিল, সেগুলো নিচে ফাকা জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। "আজকের মধ্যে ধোয়া মোছা ও ছোট খাট সংস্কার শেষ হবে। আগামীকাল থেকে কাজ শুরু করাতে পারবেন।" বশিরুল হক বলেন, "বৃহত্তর স্বার্থে তারা ২ মাসের জন্য আসছে। পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার তারা চলে যাবে। তবে বৃহত্তর স্বার্থে মন্ত্রণলয় ডিএসসিসির ভবনে আসলে এখন একই ভবনে থাকায় আমাদেরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। কাজেও গতিশীলতা বাড়বে।" স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সালাউদ্দিন গতকাল রোববারদুপুরে বলেন, "আমরা সকাল থেকে ইতোমধ্যে দুইটা মিটিং করেছি। উপদেষ্টা মহোদয় যেকোনো সময় এসে অফিস শুরু করবেন। "হয়তো আজকেই আসবেন। আর উপদেষ্টা মহোদয় এবং সচিব স্যারসহ যে রুমগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে, এগুলোর কাজও প্রায় শেষ।'

নিয়মিত রিপোর্টিংয়ে যুক্তরা

পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুলিশের এসবি ও এনএসআইয়ের তদন্তের পর প্রাপ্ত কার্ড বাতিল না করার দাবি জানালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, যেহেতু সব কার্ড বাতিল করা হয়েছে, তাই নতুন করে আবেদন করতে হবে, এটি উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত। উপদেষ্টা আরও জানান, সাংবাদিকদের জন্য নতুন করে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু করবে সরকার। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদপ্তর। এছাড়া এই কার্ড ডিজিটাল করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সংগঠনের সভাপতি ফসিহ উদ্দীন মাহতাবের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসআরএফ সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী আজাদ মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাওহীদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শফিউল্লাহ সুমন, দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন (রাকিব), প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক ফারুক আলম, কার্যনির্বাহী সদস্য ঝর্ণা রায়, উবায়দুল্লাহ বাদল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদ আকাশ, মো. রাকিব হাসান, মহসীনুল করিম লেবু ও আয়নাল হোসেন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য এম এ নোমান, আমিরুল ইসলাম, শাহনাজ বিশ্বাস ইয়াসমিন, মো. আরীফ হোসেন, মো. শামছুল ইসলাম, হাসিফ মাহমুদ শাহ এবং ইসমাইল হোসাইন রাসেল।

আপাতত ৩০ হাজারই থাকছে

ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ড্যাব) কোষাধ্যক্ষ ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের (এনডিএফ) ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সম্পাদক ডা. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লবসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দেশের সর্ববৃহৎ রেলসেতুটি চালুর

জানান, সেতুটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে সময় সাশ্রয়। যমুনা নদীতে বর্তমান সেতুটি বিপজ্জনক হওয়ায় একটি ট্রেন পার হতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় নেয়। আমরা যদি এই সেতুর ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালাই, তাহলে মাত্র ৫ মিনিটে যমুনা পার হওয়া যাবে। এতে প্রতিদিন ৩৮টি ট্রেন চালবে। বর্তমান যমুনা বহুমুখী সেতুর নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে রেলওয়ের মহাপরিচালক বলেন, এখন যমুনা বহুমুখী সেতুর ওপর একটি লাইন হওয়ায় দুই পাড়ের স্টেশনে সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘসময়। এতে মাত্র ৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে লাগছে এক ঘণ্টার বেশি। এই দুর্ভোগ থেকে যাত্রীদের মুক্তি দিতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২০ সালের ৩ মার্চ যমুনা বহুমুখী সেতুর সমান্তরালে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাকের ৪ দশমিক ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলসেতু নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এদিকে আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে সেতুটি চালু হলেও ট্রেনের পূর্ণগতি ফিরতে সময় লাগবে আরও দুমাস। এ বিষয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প ডব্লিউডি-১ এর মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব আলম বলেন, সেতুটির কাজ এরইমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভারত থেকে প্রযুক্তিপণ্য আমদানিতে একটু জটিলতার কারণে সেতুর দুই পাশের স্টেশনে শুরু থেকে কম্পিউটার ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা বা কম্পিউটার বেইজড ইন্টারলিঙ্ক সিস্টেম (সিবিআইএস) চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সেতুটি চালু হলেও পূর্ণগতি অর্থাৎ ১২০ কিলোমিটার বেগ পাওয়া যাবে না। চালু হওয়ার ঠিক দুই মাসের মধ্যে সেতুর দুপাশে সিবিআইএস সংযুক্ত করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। রেল সেতু রেলওয়ে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, নির্মাণাধীন যমুনা রেল সেতু সাধারণ ট্রেন ছাড়াও দ্রুতগতির (হাইস্পিড) ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে সেতুতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করতে পারবে। তবে উদ্বোধনের প্রথম বছরে সাধারণত ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করবে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নসহ সেতুর নির্মাণ ব্যয় প্রথমে ৯ হাজার ৭৩৪ কোটি ৭ লাখ টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এর মেয়াদ ২ বছর বাড়ানো হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি ৯৬ লাখ টাকা দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ দেশীয় অর্থায়ন এবং ৭২ দশমিক ৪০ শতাংশ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর ঢাকার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ২০০৮ সালে সেতুটিতে ফাটল দেখা দেওয়ায় ট্রেনের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৩৮টি ট্রেন সেতু পারাপার হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে সরকার যমুনা নদীর ওপর আলাদা রেল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ২০২০ সালের ২৯ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি এই সেতুর নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০২১ সালের মার্চে পিলার নির্মাণের জন্য পাইলিং কাজ শুরু হয়। মোট ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই রেল সেতু দেশের দীর্ঘতম প্রথম ডাবল ট্রাকের ডুয়েল গেজের সেতু। মোট ৫০টি পিলারের ওপর ৪৯টি স্প্যানে নির্মিত হয়েছে এই সেতুটি।

শরীয়তপুরের পদ্মা থেকে বালু উত্তোলন থামছেই না ঝুঁকিতে তীর রক্ষা বাঁধ

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের নড়িয়ায় পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করায় ঝুঁকিতে পড়েছে হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ডান তীর রক্ষা বাঁধ। জরিমানা-কারাদণ্ড দিয়েও ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা যাচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে বালু উত্তোলনের এই চক্রের নেতৃত্বে আছেন নড়িয়া উপজেলা বিএনপির নেতা আজাহার শিকারি। শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. তারেক হাসান বলেন, নদী থেকে প্রতিদিন অবৈধভাবে যে পরিমাণ বালু উত্তোলন করা হচ্ছে, তাতে প্রতিনিয়ত ডান তীর রক্ষা বাঁধ নিয়ে ঝুঁকি বাড়ছে। নড়িয়া পাঁচগাও গ্রামের ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ হাতেম আলি বলেন, "এ পর্যন্ত তিনবার নদী ভাঙনে সব হারিয়েছি।এখন বাঁধের পাশে ঘর তুলে বসবাস করছি। "অনেক কষ্টে ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছি। সরকার বাঁধ দিয়েছে, তাই আশা নিয়ে ছেলের টাকায় এক টুকরা জমিও কিনেছি। এখন আবার বাঁধ ভাঙলে কোথায় যাব?" সুরেশ্বর এলাকার লস্কর বাড়ির বাগানে ঘর তুলে থাকা সেতাব আলী ঢালি বলেন, নদী সব কেড়ে নিয়েছে। এখন লস্কর বাড়ির বাগানে থাকি। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সে আশ্রয়টুকুও থাকবে না। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জেলার নড়িয়া উপজেলার মোক্তারের চর, কেদারপুর, ঘরিসার ইউনিয়ন ও নড়িয়া পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক নদীভাঙন ছিল। এতে ওই সময়ে অন্তত ২৫ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। পরে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জাজিরা উপজেলার সফি কাজীর মোড় থেকে নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর এলাকা পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া পদ্মা নদীর ডান তীর ভাঙন থেকে রক্ষা করতে ১২ কিলোমিটার নদীর চর খনন করা হয়। এসব প্রকল্পে ব্যয় হয় প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু এখন অনিয়ন্ত্রিত অবৈধ বালু উত্তোলনে ফের ভাঙনের শঙ্কা জাগছে স্থানীয় দের মনে। বালু ক্রেতা, বালু তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নদীর মুলফৎগঞ্জ, চরজুজিরা, কেদারপুর ও সুরেশ্বর এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে বালু উত্তোলন শুরু করে এ চক্রটি। প্রতিদিন ১০ থেকে ১২টি কাটিং ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা চলে ভোররাত পর্যন্ত। প্রতি রাতে তোলা হয় ২৫ লাখ থেকে ৩০ লাখ ঘনফুট বালু। এরপর এই বালু বাল্কহেডে করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি বালু তোলার কাজে নিয়োজিত এক শ্রমিক বলেন, রাতে বালু উত্তোলনের পর দিনের বেলা ড্রেজারগুলো নদীর তীরে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। একেকটি ড্রেজার দিয়ে প্রতি রাতে ২ লাখ থেকে ৩ লাখ ঘনফুট বালু তোলা হয়। প্রতিটি বাল্কহেডে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার ঘনফুট বালু বোঝাই করা হয়। মান ভেদে প্রতি ঘনফুট বালু বিক্রি হয় ৫ থেকে ১০ টাকায়। কয়েক বছর ধরে ড্রেজার দিয়ে একটি চক্র অবৈধভাবে এই বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে। তবে অভিযোগ উঠেছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেপ্টেম্বর থেকে বালু তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নড়িয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আজাহার ইসলাম শিকারি, নুরুজ্জামাল শেখ, দিনু খান, তারা মিয়া, রাজীব মুন্সি, সুমন খান। এ ব্যাপারে বিএনপি নেতা আজাহার শিকারি বলেন, "নদীভাঙনে আমাদের অনেক জমি বিলীন হয়েছে। সেই সব জমি নদীর উত্তর পাড়ে চর জেগেছে। আমরা ওই চর থেকে কিছু বালু তুলে বিক্রি করছি। প্রশাসনের অনেকে তা জানেন। "সব কটি ড্রেজারের আমার নেতৃত্বে চলছে। তবে বালু তোলার কারণে তীর রক্ষা বাঁধের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আর এখন বালু উত্তোলন বন্ধ আছে।" অভিযোগ অস্বীকার করে নুরুজ্জামাল শেখ বলেন, "আমি বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত না। বরং আমি বালু উত্তোলন বন্ধের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে সোচ্চার। সামনে আমি পৌরসভার নির্বাচন করব। তাই আমার প্রতিপক্ষ মিথ্যা অভিযোগ করেছে। নড়িয়া উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে গত নভেম্বরে ৮ দিন অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। তখন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আট ব্যক্তিকে ৪ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৭ ব্যক্তিকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া একটি খননযন্ত্র জব্দ করা হয়েছিল। এরপর কয়েক দিন বন্ধ থাকলেও আবার নতুন করে বালু তোলা শুরু হয়। এ বিষয়ে নড়িয়া উপজেলা সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. পারভেজ বলেন, "আমরা একাধিক বার অভিযান চালিয়েছি। বারবার জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে কয়েকজন শ্রমিককে সাজা প্রদান করেছি। তারপরও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করছে না একটি প্রভাবশালী মহল।"

কুড়িগ্রামের বসতঘরের আগুন, বৃদ্ধার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের উলিপুরে বসতঘরের আগুনে পুড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। গত শনিবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার বজরা ইউনিয়নের মধ্য বজরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন উলিপুর থানার ওসি জিল্লুর রহমান। নিহত ৮৫ বছর বয়সী সাহেরা বেওয়া ওই এলাকার মৃত কায়ছার আলীর স্ত্রী। তিনি প্যারালাইসিসের রোগী, স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন ধরে তিনি তার বড় ছেলে ভ্যানচালক মোখলেছার রহমান (মোংলা) এর বাড়িতে বসবাস করছেন। প্রতিবেশিরা জানান, গত শনিবার রাতে ওই বৃদ্ধাকে ঘরে রেখে বাড়ির অন্য সদস্যরা ওয়াজ মাহফিল শুনতে যান। এ সময় গভীর রাতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে গ্রামে লোকজন কম থাকায় এবং ওয়াজ মাহফিলের শব্দের কারণে প্রথমে আগুনের বিষয়টি কিছু বুঝতেও পারেনি। উলিপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ আব্বাস আলী বলেন, "রাত ১২টার দিকে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধা সাহেরা বেগম তার কক্ষে আটকা পড়ে মারা যান।" প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণার কথাও জানান তিনি। ওসি জিল্লুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ নারীর লাশ উদ্ধার করে স্বজনের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছ।

যশোরে সাবেক কাউন্সিলরকে 'অপহরণের' পর হত্যা!

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর জিয়াউদ্দিন পলাশকে অপহরণের পর হত্যার অভিযোগ উঠে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের দেয় জনতা। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে পৌর এলাকার আয়কর অফিসের পেছনে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলে জানান অভয়নগর থানার ওসি এমাদুল করিম। নিহত পলাশ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিল। আটক রইচ উদ্দিনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানায় পুলিশ। পলাশের ছোট ভাই লেলিন বলেন, "শুক্রবার দুপুরের পর বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল এলাকা থেকে ভাইকে অপহরণ।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা তাকিয়ে দেখি সন্তানের মাথায় বাসের চাকা, স্ত্রীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাস

স্টাফ রিপোর্টার : বাইকের পেছনে ছিল স্ত্রী রেশমা বেগম আর সাত বছরের সন্তান আব্দুল্লাহ। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় টাকা দেওয়ার সময় শিশু সন্তান আব্দুল্লাহ তার বাবা সুমন মিয়ার কাছে আবদার করে, 'বাবা আমি টোলের টাকা দিবো।' সন্তানের আবদার মেটাতে বাবা সন্তানের হাতে টাকা দেয়! ঠিক তখনই পেছন থেকে ছুটে আসা দ্রুতগতির বাস সবকিছু স্তব্ধ করে দেয়। মুহূর্তেই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত হয় শিশু সন্তান আব্দুল্লাহ। চোখের সামনেই শিশু সন্তানের মৃত্যুর নির্মম দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ বাবা সুমন মিয়া। কাকতালীয়ভাবে বাবা সুমন মিয়া বেঁচে গেলেও তার চোখের সামনে মারা যায় সন্তান। আর স্ত্রী রেশমা বেগম মারা যান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। স্ত্রী ও ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ সুমন মিয়া শনিবার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে থেমে থেমে বলেন, 'তাকিয়ে দেখি, আমার সন্তানের মাথার ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে গেছে। আমার সন্তানের চোখ বেরিয়ে গেছে। আর আমার স্ত্রীকে চাকার সঙ্গে বিঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘাতক বাসটি।' অপরদিকে নিহত আমেনা বেগমের বোন জোসনা বেগম কান্নারত অবস্থায় বলেন, 'আমার বোনের অস্তিত্ব শেষ হইয়া গেলো। আমার বোনের সঙ্গে সঙ্গে পোলাপানগুলাও মারা গেলো। আমরা কেমনে ঠিক থাকমু। মানুষ একটা শোক ভুলতে পারে না, আমরা কেমনে চারটা শোক ভুলমু!' বিলাপ করতে করতে তিনি আরও বলেন, 'আমেনা বলেছিল, গোপালগঞ্জ থেকে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ফিরবে। সে সিরাজদীখানে আমাদের বাড়িতে রাতে সবাইকে নিয়ে থাকবে।

গুরুতর অসুস্থ নেতানিয়াহু হবে

হৃদপিণ্ডে ব্লক ধরা পড়ে। তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার শরীরে পেসমেকার বসানো হয়। এরপর গত জানুয়ারিতে একটি মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, নেতানিয়াহু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তার পেসমেকার সঠিকভাবে কাজ করছে এবং তার হৃদপিণ্ডে আর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গাজায় নির্বিচার হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। এই সময়ের মধ্যে সংঘাতের প্রথম দিকে মাত্র ৭ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল। এরপর আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আহ্বান জানাচ্ছে। তবে নেতানিয়াহু এসব দাবি উপেক্ষা করছেন। কারণ যদি তিনি হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করেন তাহলে তার জোট সরকার ভেঙে যেতে পারে। এতে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারাবেন তিনি।

আইপিওহীন শেয়ারবাজার

এবং টেকনো ড্রাগস। এ চার কোম্পানির মধ্যে এনআরবি ব্যাংক স্থির-মূল্য পদ্ধতিতে আইপিওতে শেয়ার বিক্রি করে। বাকি তিনটি কোম্পানি বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারবাজারে এসেছে। এনআরবি ব্যাংক আইপিওতে শেয়ার ছেড়ে ১০০ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে। বাকি তিন কোম্পানির মধ্যে বেস্ট হোল্ডিং ৩৫০ কোটি টাকা, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ ৯৫ কোটি এবং টেকনো ড্রাগস ১০০ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে। অর্থাৎ চারটি কোম্পানি আইপিওতে শেয়ার ছেড়ে মোট ৬৪৫ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে। এর আগে ২০২৩ সালে মিডল্যান্ড ব্যাংক, ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, শিকদার ইন্স্যুরেন্স এবং ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড আইপিওতে আসে। অর্থাৎ ২০২৩ সালে তিনটি কোম্পানি এবং একটি মিউচুয়াল ফান্ড আইপিওতে আসে। এর মধ্যে মিডল্যান্ড ব্যাংক ৭০ কোটি টাকা, ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ১৬ কোটি টাকা, শিকদার ইন্স্যুরেন্স ১৬ কোটি এবং ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড ১০০ কোটি টাকা উত্তোলন করে। অর্থাৎ চারটি প্রতিষ্ঠানের উত্তোলন করা অর্থের পরিমাণ ছিল ২০২ কোটি টাকা। পরপর দুই বছর মাত্র চারটি করে প্রতিষ্ঠান আইপিওতে এলেও ২০২২ সালে ছয়টি প্রতিষ্ঠান আইপিও'র মধ্যে শেয়ারবাজার থেকে অর্থ উত্তোলন করে। এই ছয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ ছিলো ৬২৬ কোটি ২৬ লাখ ৯ হাজার টাকা। অবশ্য ২০২২ সালের আগের তথ্য দেখলে শেষ দুই বছরের আইপিওর চিত্র খুবই হতাশাজনক। কারণ ২০২১ সালে আইপিওর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৫টি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ ছিলো এক হাজার ৮৫৮ কোটি ৪৪ লাখ ৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে বেক্সিমকো গ্রিন সুকুকই উত্তোলন করে ৪২৫ কোটি ৭ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। ২০২০ সালে আটটি প্রতিষ্ঠান ৯৮৫ কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার টাকা, ২০১৯ সালে নয়টি প্রতিষ্ঠান ৬৫২ কোটি টাকা, ২০১৮ সালে ১৪টি প্রতিষ্ঠান ৬০১ কোটি টাকা, ২০১৭ সালে আটটি প্রতিষ্ঠান ৪১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ২০১৬ সালে ১১টি প্রতিষ্ঠান ৮৪৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা, ২০১৫ সালে ১২টি প্রতিষ্ঠান ৮৩০ কোটি ৭২ লাখ ২১ হাজার টাকা আইপিওর মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে উত্তোলন করে। ২০১৪ সালে ২০টি প্রতিষ্ঠান এক হাজার ২৬৩ কোটি ৬২ লাখ টাকা, ২০১৩ সালে ১২টি প্রতিষ্ঠান ৮৩০ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ২০১২ সালে ১৭টি প্রতিষ্ঠান এক হাজার ২০৮ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার টাকা, ২০১১ সালে ১৩টি প্রতিষ্ঠান এক হাজার ৬৭৭ কোটি ৭১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা, ২০১০ সালে ১৮টি প্রতিষ্ঠান এক হাজার ১৮৬ কোটি আট লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ২০০৯ সালে ১৭টি প্রতিষ্ঠান ৪৩৫ কোটি আট লাখ ৯৪ হাজার টাকা আইপিওর মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে উত্তোলন করে।

অর্থাৎ গত ১৬ বছরে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে শেয়ারবাজারে সবচেয়ে কম আইপিও এসেছে। এর মধ্যে চলতি বছরের শেষ পাঁচ মাসে কোনো কোম্পানির আইপিও আসেনি। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এরপর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি শেয়ারবাজার সংস্কারে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানের আইপিও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আইপিও কম আসার কারণ : আইপিও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক মো. শাকিল রিজভী বলেন, এক বছরে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠানের আইপিও আসা স্বাভাবিক নয়। আইপিও প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এবং ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য হওয়া আইপিও কম আসার অন্যতম কারণ। এছাড়াও কিছু কারণ রয়েছে। বাজারের গভীরতা বাড়াতে হলে ভালো ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে পলিসিগত যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করতে হবে। ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের আইপিও ছাড়া একটি শেয়ারবাজার হয়ে গেছে। আইপিও ছাড়া শেয়ারবাজার কোনো শেয়ারবাজার নয়। আইপিও আনতেই হবে, এর বিকল্প কোনো চিন্তা করা যায় না। আমরা মনে করি আইপিওর যে প্রক্রিয়া, সেটি যারা আইপিওতে আসতে চায় তাদের জন্য কমফোর্টেবল (স্বাচ্ছন্দ্য) নয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থার উচিত সমস্যা কোথায় সেটা বের করা এবং দ্রুত তার সমাধান করতে হবে।'সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা মনে করি আইপিও না আসার দুটি মূল কারণ রয়েছে। এর একটি হলো দাম নির্ধারণ পদ্ধতি ইস্যুয়ার (যে প্রতিষ্ঠান আইপিওতে আসতে চায়) কোম্পানিবান্ধব নয়। আরেকটি হলো আইপিও প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা। আইপিও প্রসেসিংয়ে লম্বা সময় লাগে। এ দুটি কারণ দ্রুত সমাধান করা দরকার। ভালো কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হতে কী চায়, সেটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে হবে। আইপিওতে আসতে ওনাদের কী কী অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বের করতে হবে এবং তার সমাধান করতে হবে।' ভালো কোম্পানির আইপিও আনতে হবে ইনসেনটিভ দিয়ে : ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান ও শেয়ারবাজার বিশ্লেষক আবু আহমেদ বলেন, অতীতে ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্ত করতে ওপর মহল থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়নি। একটা বিষয়ে এখানে কোনো ইনসেনটিভ নেই। তাহলে ভালো কোম্পানি আসবে কেন? এটা নিয়ে এখন কাজ হচ্ছে। টাস্কফোর্স গঠন হয়েছে, ওরা এটা দেখবে। তিনি বলেন, আইপিও কম আসার আর একটি কারণ ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ নেওয়া যায়। আমাদের মতো অর্থনীতির দেশে ভালো কোম্পানির আইপিও আনতে হবে ইনসেনটিভ দিয়ে। ওপর মহল থেকে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বসতে হবে। তারা কী চায়, সেটা জানতে হবে। কিছু ইনসেনটিভ দিয়ে তাদের সমস্যা দূর করতে হবে। এটা তো আগে করা হয়নি কখনো। এ কারণে ভালো কোম্পানির আইপিও আসছে না। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তিতে ভালো কোম্পানির আগ্রহী না হওয়া একটি বড় সমস্যা। অতীতে বিএসইসি যেভাবে ছিল এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যেভাবে ব্যবস্থাপনা করা হতো, এখানে একটা চক্র আছে, ওই চক্রের মধ্যে না ঢুকলে আইপিওতে শেয়ার ইস্যু করা যেত না। কাজেই এখানে সুশাসনের একটা বড় সমস্যা আছে। যার কারণে আস্থার সংকট আছে। শেয়ারবাজারে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য এখন সরকার একটা কমিটি করেছে। তারা কিছু সুপারিশ দিয়ে এই চক্রগুলো ভেঙে দিতে হবে।

গাজীপুরে নভেম্বরের বেতনের দাবিতে

বকেয়া বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রাখেনি। সকাল থেকেই শ্রমিকরা কারখানা অভ্যন্তরে কাজ বন্ধ করে বসে থাকেন। পরে বেলা ১১টার দিকে কোনাবাড়ী-জরুন আঞ্চলিক সড়কের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় সড়কে বেঞ্চ ফেলে অবস্থান নেন তারা। এ সময় ওই সড়কে চলাচলকারী যানবাহন, যাত্রী ও পথচারীদের দুর্ভোগ পড়েন। বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে গেলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নভেম্বর মাসের বকেয়া এখনও পরিশোধ করেনি। বিভিন্ন সময় বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রাখেননি। স্বাধীন গার্মেন্টসের মহা-ব্যবস্থাপক (জিএম) সেলিম বলেন, গত নভেম্বরের বেতন পাবে শ্রমিকরা। বিভিন্ন সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা বারবার চেষ্টা করেছি, শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করার। আজ সকালে তারা কাজ বন্ধ করে বসে থাকে। তাদের বলা হয়েছে, আজকে বিকাল ৪টার মধ্যে বেতন দেওয়া হবে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ (কোনাবাড়ী) জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবু তালেব জানান, নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সকাল থেকে কারখানা অভ্যন্তরে কাজ বন্ধ করে বসে থাকে। এক পর্যায়ে বেলা ১১টার দিকে পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। পরে কর্তৃপক্ষ বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তারা অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিদেশি আসছেন কম

পর্যটনকেন্দ্র ঘিরে বিদেশি আগমনের সুনির্দিষ্ট তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। পর্যটন খাতের ব্যবসায়ীদের দাবি, বিদেশি পর্যটক এখন আসছে না বললেই চলে। পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) থেকে বিদেশি নাগরিক আগমনের বছরভিত্তিক একটি তালিকা পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, ২০১৭ সালে দেশে আসে পাঁচ লাখ ৬৬৫ জন বিদেশি নাগরিক। এর পরের দুই বছরে আসে যথাক্রমে পাঁচ লাখ ৫২ হাজার ৭৩০ ও ছয় লাখ ২১ হাজার ১৩১ জন। ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় এক লাখ ৮১ হাজার ৫১৮ জনে। পরের বছর আরো কমে এক লাখ ৩৫ হাজার ১৮৬ জনে দাঁড়ায়। ২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশে আসা বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে পাঁচ লাখ ২৯ হাজার ২৬৮ ও ছয় লাখ ৫৫ হাজার ৪৫১। যদিও পর্যটকদের এই তথ্য মানতে নারাজ ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, বিদেশ থেকে আসলেই পর্যটক হয় না। এদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতসহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্পটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসে, এই সংখ্যাটা সুস্পষ্ট না হলেও এটি যে অতি নগণ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন হোটেল মোটেল গেস্টহাউস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম সিকদার। তিনি বলেন, '২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর দেশে বিদেশিদের আগমন বাড়তে শুরু করে। মূলত রোহিঙ্গাদের সহায়তায় বিভিন্ন এনজিওকর্মী তখন দেশে আসেন। পাশাপাশি মাতারবাড়ী বন্দরের কাজের পরও দেশে অনেক বিদেশি প্রকৌশলী এসেছেন। এদের অনেকেই কক্সবাজারের বিভিন্ন হোটেলে থাকেন। তারা পর্যটক না।' তিনি আরো বলেন, 'পর্যটকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে না পারায় দেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমে গেছে। এর মধ্যে নিরাপত্তাও একটি। পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের পর্যাপ্ত সুবিধা না দেওয়ায় পর্যটক সংকট রয়েছে। শীতপ্রধান দেশের বিদেশি পর্যটকরা মূলত সূর্যস্নান করতে চায়। আমরা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সোনাদিয়ার একাংশকে ডে বিচ ঘোষণার দাবি জানিয়েছি।' '১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে বিদেশি হাতে গোনা কয়েকজন পর্যটক দেখা গেছে। এর মধ্যে কলাতলীসংলগ্ন বিচে এক বিদেশি নারী ও পুরুষকে দেখা যায়। এ ছাড়া পাথুরে টেক বিচে একটি পরিবারের চারজন সদস্যকে দেখা গেছে। তা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন বিদেশিকে দেখা গেছে। পর্যটকরা বলছেন, বাংলাদেশের তুলনায় বিদেশে ভ্রমণ সাশ্রয়ী। জানা যায়, ফ্রেশ পাসপোর্টে কোনো ডকুমেন্ট ছাড়াই মাত্র ৭৫ হাজার টাকায় ছয় রাত সাত দিনের শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ ট্যুর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই ট্যুরের আওতায় রিটার্নের এয়ার টিকিট, চারতারা হোটেল, সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, পিক অ্যান্ড ড্রপ, সিটি ট্যুর, অল ট্যাক্স ও ট্যুর গাইড পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া ৪৫ হাজার ৫০০ টাকায় তিন রাত চার দিনের জন্য নেপাল ট্যুরের বিভিন্ন প্যাকেজ পাওয়া যায় বিভিন্ন ট্যুর এজেন্সিতে। সেখানে দেশের বিভিন্ন চারতারা মানের হোটেলে থাকা ও বিমানভাড়াসহ এই ব্যয় কাছাকাছি। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি চাকরিজীবী আলী ইব্রাহিম বলেন, 'বাংলাদেশের যেকোনো স্পটে ভ্রমণের তুলনায় বিশ্বের অন্যান্য দেশে কম খরচে ভ্রমণ করা যায়। থাইল্যান্ডে চারতারা হোটেলে সি ভিউ রুম পাওয়া যায় তিন থেকে চার হাজার টাকায়, যা বাংলাদেশে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এ ছাড়া ওখানে যাতায়াতব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনি সেখানে নিরাপদ।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মোট ১২৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন, যা সেপ্টেম্বরে ছিল ১১১ কোটি টাকা। এই হিসাবে এক মাসে ব্যয় বেড়েছে ১৮ কোটি টাকা বা প্রায় ১৬.২ শতাংশ। বিদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অংশ নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে, যা অক্টোবরে মোট খরচের ৪৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে দেশের বাইরে বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারে থাইল্যান্ড এখন দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। আগস্টের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে ৪২ কোটি টাকা খরচ করলেও অক্টোবরে তা একলাফে বেড়ে ৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এর ফলে থাইল্যান্ড সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অবস্থানধারী ভারতকে পেছনে ফেলেছে। অক্টোবরে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডে মোট ৪৯৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৪২১ কোটি টাকা। এই খরচের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে অক্টোবরে ব্যয় হয়েছে ৮৪ কোটি টাকা, যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৭৭ কোটি টাকা। এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডে ব্যয় বেড়েছে সাত কোটি টাকা বা প্রায় ৮.৫ শতাংশ।

কক্সবাজারের নাগরিক ফোরাম ও বাংলাদেশ পরিবেশ অ্যান্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন ফাউন্ডেশনের সভাপতি এ এস এম হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচিয়ে পর্যটনকে এগিয়ে নিতে হবে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় কক্সবাজারে বিদেশি পর্যটক কমছে। বিদেশি পর্যটকদের জন্য পৃথক পর্যটন এলাকা নির্ধারণ করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে কথা হয় চট্টগ্রাম থেকে সপরিবারে কক্সবাজারে আসা অ্যাডভোকেট রাহিদ মির্জার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে পর্যটন খাত। কিন্তু আমি দুই দিনেও কোনো বিদেশি পর্যটক দেখিনি। শুধু দেশি পর্যটক দিয়ে পর্যটন খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়।' তিনি আরো বলেন, বিদেশি পর্যটকদের জন্য বাড়তি সুবিধা দিতে হবে। তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকা থাকা উচিত। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

কর্মবিরতি শেষে মোংলা বন্দরে পণ্য

ইসলাম ইমন বলেন, নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতির ফলে বিপুল পরিমাণ পণ্য আটকা পড়ে। এতে তাদের কয়েক লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। তবে গত শনিবার রাতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গতকাল রোববার সকাল থেকে আবার পণ্য খালাস শুরু করা হয়। প্রসঙ্গত, চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে জাহাজে সাত খুনের ঘটনায় চার দফা দাবিতে গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে শুরু হয় নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতি। এতে অভ্যন্তরীণ নৌরুটে বন্ধ থাকে পণ্য পরিবহন ও খালাস।

এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা, বাস মালিক

ও মোয়াজ্জেমের লাইসেন্সধারী চালক দিয়ে বাসটি চালানো হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় টোল দেওয়ার জন্য দাঁড়ানো প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসকে পেছন থেকে চাপায় দেয় বেপারী পরিবহনের বেপরোয়া ওই যাত্রীবাহী বাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই বাইকে থাকা এক শিশু নিহত হয়। আহত অবস্থায় আজিজকে ঢাকার হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও চারজন মারা যান। পরে হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মুন্সীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের উপ সহকারী পরিচালক সফিকুল ইসলাম জানান, মাওয়াগামী প্রাইভেটকারকে পেছন থেকে বেপারী পরিবহনের একটি বাস ধাক্কা দিলে প্রাইভেটকার ও একটি মোটরসাইকেল দুমড়ে মুচড়ে যায়। নারায়ণগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের এডিশনাল ডিআইজি আ. ক. ম আক্তারুজ্জামান বসু মিয়া জানান, গ্রেপ্তার বাস চালককে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণহীন ছিল। তবে আরও কোনো কারণ আছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। ওই দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নন্দনকোনা গ্রামের বাসিন্দা ও প্রাইভেটকারের যাত্রী আমেনা আক্তার (৪০), তার বড় মেয়ে ইসরাত জাহান (২৪), ছোট মেয়ে রিহা মনি (১১), ইসরাত জাহানের ছেলে আইয়াজ হোসেন (২), মোটরসাইকেলের চালক সুমন মিয়ার স্ত্রী রেশমা আক্তার (২৬) ও তার ছেলে মো. আবদুল্লাহ (৭)। এ ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাইভেটকারের মালিক নুর আলম (৪২), তার বোন ফাহমিদা আক্তার (১৭), প্রাইভেট কারের চালক হাবিবুর রহমান (৩৮) ও মোটরসাইকেলের চালক সুমন মিয়া (৪২)।

সিলেটে তেলের মজুদ রয়েছে

বলেন, গ্রামবার্তার রিপোর্ট জমা দিয়েছে, আমাদের টিম এটি মূল্যায়ন করছে। যতক্ষণ না আমাদের টিম একমত হচ্ছে ততক্ষণ মজুদ ঘোষণা করতে চাই না। তবে ভালো পরিমাণে মজুদ আশা করা হচ্ছে। জয়ন্তাপুর এলাকায় অবস্থিত সিলেট-১০ কূপের ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার গভীরতায় তেলের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক উত্তোলনের সময় প্রথম দিন ২ ঘণ্টায় ৭০ ব্যারেল তেল উঠেছে। আপাতত কূপটি বন্ধ রাখা হয়েছে। মজুদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে কনসালটেন্সি ফার্ম গ্রামবার্তাকে নিযুক্ত করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এক প্রশ্নের জবাবে বার্তা২৪.কমকে বলেন, তেলের কোয়ালিটি উন্নতমানের। সিলেট-১০ থেকে পাওয়া তেল বুয়েট এবং ইস্টার্ন রিফাইনারীতে প্রেরণ করেছিলাম, তারা উৎকৃষ্টমানের বলে রিপোর্ট দিয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে সিলেট-১০ কূপের খনন শেষ হয়, কূপটিতে তেলের পাশাপাশি গ্যাসের ৩টি স্তর পাওয়া গেছে। স্তরগুলোর অবস্থান হচ্ছে ২৪৬০ থেকে ২৪৭৫ মিটার, ২৫৪০ থেকে ২৫৭৬ মিটার ও ৩৩০০ মিটার গভীরতায়। গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ ৪৩.৬ থেকে ১০৬ বিলিয়ন ঘনফুট হতে পারে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আশা করছে। সিলেট-১০ কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলনের জোর প্রস্তুতি চলছে। কূপটি গ্যাস উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত থাকলেও পাইপলাইন না থাকায় উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। কূপটি থেকে হরিপুর পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলমান রয়েছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বার্তা২৪.কমকে বলেন, আমরা ডিসেম্বরের মধ্যেই পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। সওজের (সড়ক ও জনপথ বিভাগ) কিছু জটিলতার কারণে কাজটি বিলম্বিত হয়েছে। ৩ কিলোমিটারের মতো পাইপলাইন অবশিষ্ট রয়েছে, আমরা ১ মাসের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছি।পেট্রোবাংলার একটি টিম শিগগিরই সিলেট সফর করবে। প্রয়োজনে সওজের সঙ্গে বসে দ্রুত সমাধান করা হবে। ফেব্রুয়ারি থেকে দৈনিক ২০ থেকে ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে।

এক সময় দেশীয় গ্যাস ফিল্ডগুলো থেকে দৈনিক ২৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যেতো। গত ২৫ ডিসেম্বর মাত্র ১৯২৫ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদন হয়েছে। প্রতি দিনেই কমে আসছে দেশীয় গ্যাস ফিল্ডগুলোর উৎপাদন। পেট্রোবাংলার প্রাক্কলন বলছে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশে গ্যাসের চাহিদা ৪৫০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যদিও কেউ কেউ বলতে চান এখনই গ্যাসের প্রকৃত চাহিদা সাড়ে ৪ হাজারের ওপরে রয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৯ সালে দেশে প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায় হরিপুরে। এটি পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৭ লাখ ৬১ হাজার ৩২০ টন জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র ৮ শতাংশ এসেছে দেশীয় উৎস (গ্যাস ফিল্ডগুলো থেকে উপজাত- কনডেনসেট) থেকে, আর ৯২ শতাংশ জ্বালানি যোগান এসেছে আমদানি থেকে। ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের মধ্যে ৬৩ শতাংশ হচ্ছে ডিজেল আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল রয়েছে ১৪ শতাংশ।

২০২৬ সালের এসএসসির সিলেবাস

উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। গণআন্দোলনে সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার আবার সেটি ফিরিয়ে এনেছে। ২০২৫ সালে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা (পরীক্ষা ২০২৬ সালে) নিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা অব্যাহত রেখে আগের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ অনুযায়ী প্রণীত সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো (২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহৃত পুস্তক) শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হবে।

সমাজসেবক এ এফ এম ওবায়দুর

সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রয়াতের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া চেয়েছেন তাঁর ছেলে সমাজসেবামূলক সংস্থা কাঞ্চন মুন্সী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান দোলন ও তাঁর স্বজনরা। ওবায়দুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঞ্চন মুন্সী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফরিদপুরে এবং রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে ঢাকা টাইমস কার্যালয়ে বাদ আসর মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসায় কোরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই তিন উপজেলার এতিমখানাগুলোতে ছাত্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হবে। এছাড়া কাঞ্চন মুন্সী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফরিদপুরে এবং দৈনিক ঢাকা টাইমসের উদ্যোগে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে বাদ আসর দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ

হয়। কিন্তু আমার দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এমতাবস্থায় খুব কষ্টে দিনযাপন করছি। বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জানতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ভালুকা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। তাদেরকে বকেয়া বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এমন আশ্বাসে বেলা ১১টার দিকে মহাসড়ক থেকে তারা যান। তিনি বলেন, কারখানার শ্রমিকরা এখন কারখানার সামনে অবস্থান করছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

৩১ ডিসেম্বর মুজিববাদী ৭২'র

করেছে, ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছে, সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে আগামীর বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র জুলাই প্রোক্লেমেশন উপস্থাপন করা হবে। এরই মধ্যে ঘোষণাপত্রের খসড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঠানো হয়েছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ৩১ ডিসেম্বর ঘোষণাপত্র পাঠ করা হবে বলেও জানান তিনি। জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, বিপ্লবের ঘোষণাপত্র আরও আগেই দেয়া প্রয়োজন ছিল। তবে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন সেক্টর থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের একটি দলিল হয়ে থাকবে, যা বিগত সিস্টেমগুলো যেগুলো মানুষ গ্রহণ করেনি এবং নতুন যে সিস্টেম চালু হবে তার পার্থক্য হিসেবে। নতুন যারা দেশ পরিচালনায় আসবে তাদের জন্য এ ঘোষণাপত্র একটি নির্দেশক হিসেবে থাকবে। এটি বাংলাদেশের সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে।

ভারত থেকে অপ্রয়োজনীয় পণ্য

দেশীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হলেও তা তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ ব্যয়ে উৎপাদিত হয়। এ নীতির মাধ্যমে দেশটি নিজের সম্পদ ও দক্ষতা সেসব খাতে কেন্দ্রীভূত করে, যেখানে তার তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। ফলে দেশটি কম খরচে উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য আমদানি করতে পারে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভারত থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আমদানির নীতি 'তুলনামূলক সুবিধা' অনুসরণ করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ ভারত থেকে কিছু প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির পাশাপাশি ব্যাপক পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করে থাকে। এ অপ্রয়োজনীয় পণ্য বলতে সেই পণ্যগুলোকে বোঝায় যেগুলো আমদানির কোনো প্রয়োজন নেই এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো এসব পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আরও একটি ভয়াবহ বিষয়, বাংলাদেশের যে আমদানিকারকেরা ভারতীয় পণ্য আমদানি করেন, তারা অধিকাংশই প্রকৃত আমদানিকারক নন। তারা মূলত ভারতীয় রপ্তানিকারকদের দালাল। এই দালাল আমদানিকারকেরা ভারতীয় রপ্তানিকারকদের নির্দেশনা অনুযায়ী কম দামে ভারত থেকে মালামাল আমদানি করে সেগুলো বাংলাদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি করেন এবং সেগুলোর মূল্য হুন্ডি করে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিনিময়ে কিছু কমিশন পান।

এর ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, কোনো কোনো পণ্য খুব কম দামে ভারত থেকে আমদানি হয়েছে, কিন্তু বাজারে গিয়ে ক্রেতারা দেখতে পান পণ্যের দাম কোনোভাবেই কমেনি। অন্যদিকে সরকার মাঝে মাঝে জনগণের দুর্দশা লাঘব করার জন্য ভারত থেকে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় দেয়, কিন্তু এতে বাজারে কোনো প্রভাব পড়ে না। তবে এর ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারক ও তাদের বাংলাদেশি দালাল আমদানিকারকদের লাভ হয়। কারণ, তারা কম খরচে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করে বেশি দামে বিক্রি করে থাকেন।

মূলত ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা তাদের ব্যবসায়িক অপকৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে দালাল আমদানিকারকদের নিয়োজিত রাখেন। এর ফলে সব অপ্রয়োজনীয় পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ছেড়ে দেন বা ডাম্পিং করেন। ভারতীয় রপ্তানিকারকদের এই অপকৌশলের ফলে বাংলাদেশ কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত কম দামে পণ্য ভারতীয় পণ্য আমদানি হলেও বাংলাদেশের বাজারে সেগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। ফলে 'তুলনামূলক সুবিধা' নীতি অনুযায়ী জনগণ কম দামে পণ্য কিনতে পারে না। দ্বিতীয়ত আমদানি মূল্য কম দেখানোর কারণে সরকার কম শুল্ক পায়। তৃতীয়ত আমদানি করা পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে বাংলাদেশি দালাল আমদানিকারকেরা লাভের অংশ হুন্ডি করে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের কাছে পাঠিয়ে দেন, ফলে মানি লন্ডারিং হয়। চতুর্থত, ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা তাদের বাংলাদেশি দালাল আমদানিকারকদের মাধ্যমে সব অপ্রয়োজনীয় পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ছেড়ে দেন বা ডাম্পিং করেন, এর ফলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্পকারখানা ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প ভালোভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পঞ্চমত, অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। এ আইনি নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে ভারত থেকে সব অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করতে এবং যে বাংলাদেশি দালাল আমদানিকারকেরা (ডামি ইমপোর্টার্স) ভারত থেকে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করেন এবং হুন্ডি বা মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের লাভের টাকা পাঠান, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নোটিশে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যথায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিপুল অর্থ লোপাটের অভিযোগ

ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য অযৌক্তিক কাজ করে ১২ কোটি টাকা অপচয়সহ সিন্ডিকেট করে চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এসেছে তাদের বিরুদ্ধে। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন জানান, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম মাকসুদুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক হওয়ায় অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক।

ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু

অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান জানান, ডেঙ্গু এখন সিজনাল নেই, সারা বছরই হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা নিরোধক ওষুধ ব্যবহারের পাশাপাশি সিটি করপোরেশনে পক্ষ থেকে সব জায়গায় প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। একইসঙ্গে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। কীটতত্ত্ববিদ ড. মনজুর চৌধুরী বলছেন, মশানিধনে শুধু জেল-জরিমানা আর জনসচেতনতা বাড়িয়ে কাজ হবে না। সঠিকভাবে জরিপ চালিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে দেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন রোগী আক্রান্ত এবং ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়।

মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের

পারলে সরকারকে ব্যর্থতার দায়গ্রহণ এবং সরকারি খরচে প্রত্যেককে মালয়েশিয়া ছাড়া অন্য যেকোনও দেশে বিনাখরচে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাবি ছাত্রদলের রাজনীতিতেও সেশনজটের শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলোতে কমিটি গঠন শুরু করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এতে আট বছর অপেক্ষার পর কমিটি গঠন নিয়ে আশার আলো দেখছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। এরইমধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে কমিটি না থাকায় নতুন কমিটিতে অছাত্রদের প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতার কারণে ছাত্র রাজনীতিতেও রয়েছে সেশনজটের শঙ্কা। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫৩তম ব্যাচ (২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ) থেকে ৪৭তম ব্যাচ (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ) অধ্যয়নরত। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জাবিতেও গঠিত হবে আহ্বায়ক কমিটি। তবে আসন্ন কমিটিতে থাকবেন ৩৯তম ব্যাচ ও ৪০তম ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থীরা। অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের একাডেমিক গ্যাপ প্রায় ৭ থেকে ১০ বছরের মতো। এতে জাবি ছাত্রদলের রাজনীতিতে সেশনজট সৃষ্টির আশঙ্কা করেছেন বর্তমান শিক্ষার্থীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের রাজনীতিতে সাবেকদের প্রভাব স্পষ্ট। জাবি শাখা ছাত্রদলের রাজনীতিতে পাঁচটি গ্রুপ থাকলেও সাবেক নেতাদের কেন্দ্র করে বর্তমানে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত। একটি গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শাখা ছাত্রদল সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বিএনপির বর্তমান সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক এবং আরেকটি অংশসহ বাকি চারটি গ্রুপের যারা পারভেজ মল্লিকের বিরোধী। পারভেজ মল্লিক গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম সৈকত। সৈকত সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ায় তার বলয় থেকে পদপ্রত্যাশী সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৪৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী নাইমুল হাসান কৌশিক এবং দর্শন বিভাগের ৪৬ ব্যাচের মুরাদ হাসান। বাকি চারটি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিয়াউর রহমান, শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আহসান অভি, শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. জাকিরুল ইসলাম জাকির। এদের মধ্যে জিয়া গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন রসায়ন বিভাগের ৩৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন মো. বাবর, নাজমুল গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন মার্কেটিং বিভাগের একই ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহ মো. ফয়সাল হোসেন, সোহেল রানা গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জাকিরুল ইসলাম এবং জাকির গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাখা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নবীনুর রহমান নবীন। এছাড়া পদ প্রত্যাশীদের দৌড়ে আছেন ইতিহাস বিভাগের ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজির হলের যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ুন হাবীব হীরণ, ৩৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের শহীদ সালাম-বরকত হলের যুগ্ম আহ্বায়ক আফফান আলী। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতি করা নেতাকর্মীরা জানান, বিগত সরকারের শাসনামলে কেন্দ্র ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তবায়নে অধিকাংশ সময় সৈকত গ্রুপকে দেখা গেছে। হরতাল-অবরোধসহ সব কর্মসূচি পালন করেছেন তারা। এমনকি অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি গেটে একই সময়ে তালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরুদ্ধ করে রাখেন পারভেজ মল্লিকের অনুসারীরা, যা দেশব্যাপী আলোচনার জন্ম দেয়। তবে পরভেজ মল্লিকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে, যদিও তিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসে বিএনপি'র রাজনীতিতে জড়িত আছেন। এছাড়া অন্য গ্রুপগুলোর মধ্যে কিছু কর্মসূচিতে বাবর গ্রুপকে দেখা গেছে। তবে বাবরের বিরুদ্ধে শহীদ সালাম বরকত হল ছাত্রলীগ করার অভিযোগ আছে। ছাত্রলীগের পদ পদবি না পেয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে ভিড়াসহ কয়েকটি বিষয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২০ সালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র দেন শাখা ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। এছাড়া ৫ আগস্টের আগে শাখা ছাত্রদলের অন্যান্য গ্রুপের কোনো ধরনের কর্মসূচি চোখে পড়েনি বলে জানান তারা। আফফান আলী এবং নবীনুর রহমান নবীন গ্রুপে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অনুপ্রবেশের অভিযোগ আছে। এছাড়া শাখা ছাত্রদলের গত কমিটির সভাপতি সোহেল রানার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন শাখা ছাত্রদলের দশ নেতা। এর মধ্যে ছিলেন নবীনুর রহমান নবীন ও শাহ মো. ফয়সাল হোসেন। এ বিষয়ে আফফান আলী বলেন, আমি ছাত্রলীগ দ্বারা নির্যাতিত। তাদেরকে দলে নিয়ে রাজনীতি করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে অনেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করবে, এছাড়া রাজনীতির মাঠে অনেকে ব্লেইম গেম খেলার চেষ্টা করবে। ছাত্রলীগের সঙ্গে কোনো আপস নয়, এছাড়া অন্যান্য সংগঠন থেকেও কেউ যদি অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে তাদের প্রতিহত করা হবে। এছাড়া বর্তমানে আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ ছাত্রলীগের অনুপ্রবেশকারী নয়। নবীনুর রহমান নবীন বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা আমাদের হাইকমান্ডের নির্দেশে সর্বোচ্চ যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করছি, যাতে ছাত্রলীগ করা বা দলছুট বিতর্কিত কেউ যেন চূড়ান্তভাবে জায়গা না পায়। এটা নিশ্চিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না। জাবি ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের দায়িত্ব পাওয়া কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহইয়া বলেন, এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখনো কমিটির বিষয় চূড়ান্ত হয়নি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আন্দোলনে ভূমিকা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখা নেতৃবৃন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সোহেল-সৈকতের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট জাবি ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হয়। এরপর থেকে জাবিতে আর কোনো কমিটি গঠিত হয়নি।

শহিদ সাজিদের স্বপ্ন আর পূরণ হলো না

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের হাতে গড়া পারিবারিক টিনের ছোট মসজিদটি পাকা করতে চেয়েছিলেন ইকরামুল হক সাজিদ। টিউশনি থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়েই মসজিদের ইমামের বেতন দিতেন তিনি। তিনি এলাকার সকলকে বলতেন, আমার লেখা-পড়া প্রায় শেষ। ভালো একটি চাকরি হলে মসজিদ পাকাকরণের কাজ শুরু করবো। কিন্তু তা আর হলো না। স্বপ্ন পূরণ না করেই বড় অসময়ে তাকে পাড়ি জমাতে হলো পরপারে। এদিকে শিক্ষার্থী শহিদ ইকরামুল হক সাজিদের স্মৃতিকে অমর করতে তার নামে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির নল্লা বাজার থেকে কদমতলী রাস্তার নামকরণ করেছে প্রশাসন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গণ-অভ্যুত্থানের সেই উত্তাল সময়ে গত ৪ আগস্ট ঢাকার মিরপুরে সাহালী প্লাজার সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্র-জনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ চলছিল। এ সময় সাজিদও (২৫) সকলের সাথে আন্দোলনে অংশ নেয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হঠাৎ পুলিশের একটি বুলেট সাজিদের ডান চোখে লেগে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সাজিদ। মুহূর্তের মধ্যে পিচ ঢালা রাস্তা রক্তাক্ত হয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সাজিদকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তির পর তার শরীরে অপারেশন করা হয়। প্রায় ১০ দিন সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এরপর গত ১৪ আগস্ট দুপুর ২ টায় সিএমএইচেই মারা যান সাজিদ। পরের দিন ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের বিলকুকড়ি গ্রামে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্তবর্তীকালীন সরকারের বর্তমান তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে সাজিদের গড়া সেই মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। সম্প্রতি সরেজমিনে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলার বিলকুকড়ি গ্রামে গিয়ে সাজিদের বাড়ি কোনটা জানতে চাইলে এলাকার লোকজন সেখানে নিয়ে যায় এ প্রতিবেদককে। সাংবাদিক এসেছেন শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সাজিদের দাদা। কিছু সময়ের মধ্যে তার বাড়িতে এসে ভিড় জমায় এলাকাবাসী। বাড়িতে গিয়েই প্রথমে দেখা হয় সাজিদের চাচা আকবর আলীর সাথে। তিনি জানান, আমার ভাই বিমানবাহিনীতে চাকুরি করার সুবাদে ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বরে থাকতো। যার কারণে সাজিদও ঢাকায় লেখা-পড়া করতো। সাজিদ ছুটিতে যখন দেশের বাড়িতে আসতো তখন গ্রামের সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। গ্রামের মানুষের আপদে বিপদে সব সময় পাশে থাকতো। তাই গ্রামের মানুষ ওকে খুব ভালবাসতো। তিনি আরো জানান, সাজিদের হাত দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের পারিবারিক মসজিদটি। কেবলমাত্র টিনের ছাপড়া দিয়ে মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। নিজে টিউশনি করে সেই উপার্জিত অর্থ দিয়ে মসজিদের ইমামের বেতন দিতো সাজিদ। ওর স্বপ্ন ছিল পড়াশুনা শেষ করে ভাল চাকুরি হলে মসজিদটি পাকা করে দেবে। সেই সাথে এলাকার গরীব ও অসহায় মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। সেই সময় তো আর পেল না ও। আল্লাহতালা ওকে নিয়ে গেল। আল্লাহ যেন সাজিদকে শহিদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতবাসী করেন এ দোয়া করি সব সময়। এলাকাবাসীর পক্ষে আমাদের একটাই দাবি সাজিদের স্বপ্নের মসজিদটি যেন সরকার পাকা করার ব্যবস্থা করে দেয়। শহিদ সাজিদের চাচাতো ভাই শামছুল আলম রতন বলেন, সাজিদ এই রাস্তা দিয়েই বাড়িতে যেতো। তিনি এই আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন। আমার ভাইয়ের এই আত্মত্যাগ কখনোই ভুলে যেতে পারি না। আজ আমার ভাই সাজিদ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার স্মৃতি আমাদের মাঝে এখন আছে। তাই আমরা তার নামানুসারে এই রাস্তার নামকরণের জন্য জেলা প্রশাসন ও ধনবাড়ী উপজেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত পোষণ করে সেটা বাস্তবায়ন করে দিয়েছে প্রশাসন। এ জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। সাজিদের একমাত্র বড় বোন ফারজানা হক বলেন, আমার ভাই ছিল অত্যন্ত সাহসী ও ধার্মিক। ছাত্র হিসেবে ছিল মেধাবী। সে অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করতো না। সেটা হোক ঘরে বা বাইরে। প্রথম দিকে আমরা সাজিদকে আন্দোলনে যেতে বাধা দিলেও পরে আর দেইনি। তিনি ঘটনার দিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন, সেদিন ৪ আগস্ট সকালে যখন আমি অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হই তখন সাজিদ ঘুমিয়ে ছিল। ওই দিন আর সাজিদের সাথে সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে অফিসে বসে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখতাম সব সময়। সে দিন সর্বশেষ বিকেল ৫টায় যখন ওকে ফোন দিয়ে ছিলাম তখন ফোনটি বন্ধ পেয়েছি। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে সাজিদের এক বন্ধু আমাকে ফোন দিয়ে জানায়, সাজিদের গুলি লেগেছে। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি আছে। এর পর আমরা সবাই ছুটে যাই সেখানে। সিএমএইচএ চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার ভাই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এখনও আমার বিশ্বাস হয় না যে আমার ভাই বেঁচে নাই। তিনি আরো বলেন, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ঢাকার কাফরুল থানায় ৭৩ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। ভাই হত্যার বিচার পাব কি না জানি না। তবে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন আমাদের পরিবারের আর কোন সদস্য যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সরকার যেন আমাদের দিকে একটু খেয়াল রাখে। সাজিদের বাবা জিয়াউল হক বলেন, বিমান বাহিনীর মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার হিসেবে চাকুরি করার সুবাদে আমাকে ঢাকায় থাকতে হতো। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আমার দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে সাজিদ ছিল সবার ছোট। সে লেখাপড়ায় ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ২০১৬ সালে বিএনএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি এবং ২০১৮ সাথে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়। সর্বশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মাস্টার্স শেষ সেমিস্টারের ছাত্র ছিলো সাজিদ। আমার ছেলে দেশের একজন যোগ্য নাগরিক হতে পারতো।

সিএমএ পাস করে বের হলে হয়তো মাসিক দেড় থেকে দুই লাখ টাকা বেতনে চাকুরি করতে পারতো। আমি কখনই ভাবিনি সাজিদ এত কম বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। পুলিশের গুলি আমার ছেলের জীবন কেড়ে নিয়েছে। নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড আমাদের সব স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। সরকারের কাছে আমি আমার এক মাত্র ছেলে হত্যার বিচার চাই। আপনারা সবাই সাজিদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওকে ক্ষমা করে জান্নাতবাসী করেন। সাজিদের মা নাজমা খাতুন লিপি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল আমার একমাত্র ছেলে সাজিদ। লেখাপড়ার পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। আর বলতো কবে লেখা পড়া শেষ হবে, ভাল একটা চাকুরি করবো। এরপর গ্রামের বাড়ির মসজিদটি পাকা করার কাজ ধরবো। সেই ইচ্ছা আর পূরণ করতে পারলো না সাজিদ। রাজপথের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রথম ওকে বারণ করলেও আমাদের কথা শোনেনি। যেদিন আন্দোলনে যেতে দিতাম না, সেদিন সারাক্ষণ বাসায় থাকতো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করতাম বাসায় থাকলেও ওর মন পড়ে থাকতো আন্দোলনে। তারপর আর আন্দোলনে যেতে বারণ করিনি। শুধু বলতাম আন্দোলনে যাচ্ছো ভাল কথা, নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। ও আমাকে বলতো আল্লাহ ভরসা, দেখো মা আমার কিছু হবে না।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে ভিক্ষুকের সংখ্যা পুনর্বাসনের সঙ্গে কর্মসংস্থানও জরুরি

রাজধানীসহ সারা দেশেই বাড়ছে ভিক্ষুকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে খবরে প্রকাশ। ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসনে একটি কর্মসূচি থাকলেও সেটি বাস্তবে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না এ ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে বলা হয়, দেশে যখন অভাব-অনটন বেড়ে যায়, তখন ভিক্ষুকের সংখ্যাও বেড়ে যায়। দেশে যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি খাদ্যপণ্যের দাম ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষ খাপ খাওয়াতে পারছে না বলেই বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এরই একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় কিছুটা কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করা টিসিবির ট্রাকগুলোর সামনে মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখে।

কীভাবে শহরগুলো ভিক্ষুকমুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর কোনো পরিকল্পনাও তাদের কাছে পাওয়া যায় না। অধিদপ্তরের একজন উপপরিচালক জানান, ভিক্ষুকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের পুনর্বাসনে প্রতিবছর কর্মসূচিতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, রাজধানীতে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আটক ভিক্ষুকদের রাখার জন্য পাঁচটি আশ্রয়কেন্দ্রের ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি টিনশেড ডরমিটরি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান

ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও কম মূল্যের পণ্য কিনতে না পেরে অনেককে মলিন মুখে ফিরে যেতে দেখা যায়। ২০১০ সালে ‘ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান’ নামে কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তবে সেই কর্মসূচি যে ব্যর্থ হয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ভিক্ষুকের উপস্থিতি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, শুধু রাজধানী নয়, দেশের সব শহরেরই চিত্র প্রায় একই রকম। সবখানেই বাড়ছে ভিক্ষুকের হাত। সমাজসেবা অধিদপ্তর জানায়, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে মোবাইল কোর্ট কাজ করছে। পুনর্বাসনকেন্দ্রে নিয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এর পরও প্রশিক্ষণ শেষ হলে অনেকে আবার পুরনো পেশায় ফিরে যায়। ফলে শহরগুলো ভিক্ষুকমুক্ত করা যাচ্ছে না। কীভাবে শহরগুলো ভিক্ষুকমুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর কোনো পরিকল্পনাও তাদের কাছে পাওয়া যায় না। অধিদপ্তরের একজন উপপরিচালক জানান, ভিক্ষুকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের পুনর্বাসনে প্রতিবছর কর্মসূচিতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, রাজধানীতে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আটক ভিক্ষুকদের রাখার জন্য পাঁচটি আশ্রয়কেন্দ্রের ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি টিনশেড ডরমিটরি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান।

আমরা মনে করি, ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণে আরো কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে যথাযথভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান (টিআর, কাবিখা, কাবিটাসহ), আয় বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিবর্তনের স্বপ্ন

মানুষ স্বপ্ন দেখে। বলা হয়, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় অথবা তার চেয়েও কিছু বেশি। স্বপ্ন না দেখলে যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশে ওড়ার জন্য বিমান আবিষ্কার করতেন না। আর তারা যদি আকাশে উড্ডয়ন করতে না পারতেন, তাহলে পরবর্তীকালে মহাকাশে পরিভ্রমণ করাও সম্ভব হতো না মানুষের পক্ষে। কাজেই শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না, সেই স্বপ্ন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্যও উদ্যোগী ও সফল হতে হবে স্বাপ্নিকদের। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের তরুণদের সেই স্বপ্ন দেখা এবং তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন। গত রবিবার তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘আমি বিশেষ করে তরুণদের চিন্তা করতে ও স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করি। স্বপ্ন হলো পরিবর্তনের সূচনা। স্বপ্ন দেখলে পরিবর্তন হবে। আপনি যদি স্বপ্ন না দেখেন তবে এটি কখনই হবে না।’স্বীকার করতে

যারা কোটা সংস্কার তথা বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে আন্দোলন শুরু করে ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছিল সারাদেশে প্রধানত প্রযুক্তি তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এই ইতিবাচক দিকটি তরুণদের বিপ্লব সফল করে তুলেছে। এখন তরুণদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বাংলাদেশকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাক্সক্ষা ও চাহিদা পূরণ করা

হবে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে তরুণ প্রজন্ম, যাদের বলা হয় জেন-জি। আমরা যদি ছাত্রবিপ্লব ও সফল অভ্যুত্থানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, এটি মূলত তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন। যারা কোটা সংস্কার তথা বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে আন্দোলন শুরু করে ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছিল সারাদেশে প্রধানত প্রযুক্তি তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এই ইতিবাচক দিকটি তরুণদের বিপ্লব সফল করে তুলেছে। এখন তরুণদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বাংলাদেশকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাক্সক্ষা ও চাহিদা পূরণ করা। উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সমৃদ্ধ একটি আধুনিক ও পরিবর্তনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। যেটি হবে যথেষ্ট স্মার্ট, প্রযুক্তিনির্ভর এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী। সারাবিশ্বে তরুণ প্রজন্ম এখন সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। তাদের হাতে রয়েছে বহুমুখী প্রযুক্তি, যা তাদের নিত্যনতুন আইডিয়া, সৃজনশীল ভাবনা ও উদ্ভাবনসহ মানব কল্যাণের কাজে উৎসাহিত ও উদ্যোগী করে তুলেছে। তরুণরা কোনো রাজনীতিবিদ নয়। কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা বা ইচ্ছাও তাদের নেই। তারা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চায় একটি নতুন বাংলাদেশ। তবে তরুণদের এটাও ভাবতে হবে যে, আমি বিশ্বের জন্য কি করতে পারি। শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. ইউনূস বলেন, বিশ্বের মানুষ শান্তি চায়। অথচ বেশিরভাগ মানুষ শান্তির নামে মানুষ হত্যা করে। বর্তমান বিশ্বে অনেক স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি, অশান্তি বিরাজমান। সে অবস্থায় আমাদের ‘বিশেষ করে তরুণদের প্রতিদিনের সমস্ত উচ্চারণ সমস্ত দর্শনের প্রতিশ্রুতি হতে হবে যে, আমরা শান্তি চাই। দেশের ভিতরে শান্তি, সকল দেশের মধ্যে শান্তি এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি।’ আর তাহলেই তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। গড়ে উঠবে নতুন বাংলাদেশ।

শীতেও ডেঙ্গু, বাঁচবেন কীভাবে?

ড. কবিরুল বাশার

মশা ও মশাবাহিত রোগ নিয়ে গবেষণা করছি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে। এযাবৎকালে মশা ও মশাবাহিত রোগ নিয়ে যে পূর্বাভাস দিয়েছি তার প্রতিটি সঠিক হয়েছে। এই নভেম্বরের শীতেও দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিন হাজারের ওপরে মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ডিসেম্বরে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও অন্যান্য বছরের মতো হবে না। ডেঙ্গুর ২০২৪ সালের ধাক্কা ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে গিয়ে লাগবে। সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল ১৭০৫ জন। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভর্তি হয়েছে ৩০ হাজার ৮৭৯ জন। এই রোগী ছাড়াও প্রচুর রোগী ছোট বড় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে এবং বাসায় থেকে চিকিৎসা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। আবার কিছু রোগী আছে যারা জ্বর আসলে পরীক্ষা না করিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খাচ্ছে অথবা কবিরাজের কাছে যাচ্ছে। এই রোগীদের মধ্যেই প্রকৃত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে। পৃথিবীতে উষ্ণ অঞ্চলের অনেক দেশেই ডেঙ্গু রোগী আছে। ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি আছে ব্রাজিলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, ডেঙ্গুতে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। ২০২৩ সালে মৃত্যুহার ছিল ০.৫৩ যা ২০২৪ সালে কিছুটা কমে আসলেও সেটিও অনেক বেশি মাত্রায় রয়েছে। ২০২৪ সালে শীতেও ডেঙ্গু কেন বেশি থাকবে এবং তার বিজ্ঞানভিত্তিক কারণইবা কী? এর থেকে বাঁচার উপায় কী? কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? এরকম নানান প্রশ্ন সাধারণ নাগরিক এবং মশা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ডেঙ্গু রোগের ঝুঁকি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ডেঙ্গুরবাহক এডিস মশা তার প্রজনন এবং বসবাসের জন্য নতুন নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বাড়ার সঙ্গে এডিস মশার বংশবৃদ্ধি এবং ডেঙ্গুর সংক্রমণও বাড়ছে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ডেঙ্গু ভাইরাসের সরাসরি সম্পর্ক নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা এখনো পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি, তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে করোনাভাইরাসের মতো ডেঙ্গু ভাইরাসও পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। পৃথিবীতে উষ্ণ অঞ্চলের অনেক দেশেই ডেঙ্গু রোগী আছে। ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি আছে ব্রাজিলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, ডেঙ্গুতে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। ডেঙ্গুর প্রকোপ কম বা বেশি হওয়ার পেছনে জনসাধারণের সচেতনতা, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে তাদের সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের গবেষণা দল ডেঙ্গুরবাহক এডিস মশার ঘনত্বের যে গবেষণা করছে, তা থেকেও স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতি খুবই জটিল। ব্রুটো ইনডেক্স নামে পরিচিত মশার ঘনত্বের সূচক যদি কোনো এলাকায় ২০-এর ওপরে থাকে, তবে সেই এলাকায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রভৃতি রোগের ঝুঁকি বেশি হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্থানে ব্রুটো ইনডেক্স এখনো ২০-এর ওপরে রয়ে গেছে। এডিস মশার ঘনত্ব এমনই থাকলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে শীতের মাঝেও ডেঙ্গু সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে না। যদি আর বৃষ্টি না হয় তাহলে হয়তো এডিস মশাগুলো কিছু কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধ হবে যেখানে বৃষ্টি ছাড়াই পানি জমা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে ডেঙ্গু সংক্রমণ কমে আসে, কারণ ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মশার প্রজনন কম হয়। তবে চলমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২৪ সালে পরিস্থিতি ব্যতিক্রমও হতে পারে। তাই এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও তৎপর হতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কেও ২০২৪ সালের শীতে বেশিসংখ্যক ডেঙ্গু রোগীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। জরুরিভিত্তিতে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে নভেম্বর-ডিসেম্বর পেরিয়ে এই ধাক্কাটি চলে যাবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। অন্যান্য বছরের মতো এবছর শীতে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা খুব বেশি কমবে না।

মাঠ পর্যায়ে আমাদের গবেষণা দলের কাজের ফলাফল থেকে যেটি দেখছি নির্মাণাধীন ভবনের বেজমেন্টে জমা পানি, যেসব এলাকায় পানির সংকট আছে তাদের টয়লেটে এবং গোসলখানায় গ্রামে বালতিতে জমিয়ে রাখা পানি, বাড়ির ওয়াসার মিটার সংরক্ষণের জন্য নির্মিত চৌবাচ্চায় জমা পানি এবং বহুতল ভবনের বেজমেন্টে গাড়ির পার্কিংয়ে গাড়ি ধোয়ার জায়গাতে জমা পানি শীতকালে এডিস মশা প্রজননের জন্য অতি উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। শীতের সময়ে বৃষ্টি না থাকার কারণে রাস্তাঘাট উন্মুক্ত স্থানে যে ছোট বড় পাত্র পড়ে থাকে সেখানে পানি না জমা হওয়ার কারণে মা মশা খুঁজে খুঁজে ওইসব স্থানে ডিম পারবে যেখানে পানি জমা হওয়ার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে তারা ড্রেন বা বদ্ধ যেকোনো পানিকে ডিম পাড়া বা তার প্রজননের জন্য ব্যবহার করতে পারে। তাই শীতকালে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামকে উপরোক্ত প্রজনন স্থলগুলো বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। শীতকালে ডেঙ্গু কিছু কিছু বাড়িতে বা এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এই এলাকাগুলো বিজ্ঞানের ভাষায় ডেঙ্গুর হট স্পট বলা হয়। এই হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে সেইখানে দ্রুত ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণকেও এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে। ডেঙ্গু রোগীর বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে সেই বাড়ির চারপাশে নিয়মিত ফগিং করে এডিস মশা নিধন করতে হবে, যাতে ভাইরাসবাহিত মশাটি অন্য কাউকে সংক্রমিত করতে না পারে। হটস্পট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ফগিং করার প্রয়োজন নেই। যেসব হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা হয় সেসব হাসপাতাল ও তার আশেপাশে নিয়মিত ফগিং করতে হবে এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের সর্বদা মশারির নিচে রাখতে হবে, যাতে এডিস মশা রোগীর কাছাকাছি আসতে না পারে। মেয়র আসে মেয়র যায় ঢাকার মশাও থেকে যায় ডেঙ্গুও থেকে যায়। বর্তমান সময়ে যারা মশা বা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের ওপর আস্থা রাখতে চাই। আগামী ১৫ দিন হটস্পট এলাকাগুলোয় মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালালে হয়তো ডিসেম্বরে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নগরবাসীকে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে। নগরবাসী তাদের ঘরবাড়ি ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেতন থাকলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যদি কারও বাসা বাড়ি বা অন্য কোথাও পানি জমিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে পানির পাত্রটি তিনদিন পরপর ভালো করে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর আবার পানি রাখতে হবে। ঢাকার মতো ডেঙ্গুর অবস্থা যাতে অন্য শহরগুলোয় না হয়, সেজন্য প্রতিটি নগরের প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে। সঠিক সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করলে ডেঙ্গু সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব। মেয়র আসে মেয়র যায় ঢাকার মশাও থেকে যায় ডেঙ্গুও থেকে যায়। বর্তমান সময়ে যারা মশা বা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের ওপর আস্থা রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা মশা এবং ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য হবেন। আগামী মাসগুলোয় কিউলেক্স মশার প্রকোপ বাড়বে তাই এখন থেকেই কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হলে শুরুতেই এটিকে শাসনে আনা সম্ভব। নগর প্রশাসকগন নিশ্চয়ই এ বিষয়েও মনোযোগ দেবেন।

ড. কবিরুল বাশার ।। অধ্যাপক, গবেষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ১৫ দিন হটস্পট এলাকাগুলোয় মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালালে হয়তো ডিসেম্বরে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নগরবাসীকে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে। নগরবাসী তাদের ঘরবাড়ি ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেতন থাকলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যদি কারও বাসা বাড়ি বা অন্য কোথাও পানি জমিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে পানির পাত্রটি তিনদিন পরপর ভালো করে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘষে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর আবার পানি রাখতে হবে। ঢাকার মতো ডেঙ্গুর অবস্থা যাতে অন্য শহরগুলোয় না হয়, সেজন্য প্রতিটি নগরের প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে। সঠিক সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করলে ডেঙ্গু সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব। মেয়র আসে মেয়র যায় ঢাকার মশাও থেকে যায় ডেঙ্গুও থেকে যায়। বর্তমান সময়ে যারা মশা বা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের ওপর আস্থা রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা মশা এবং ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য হবেন। আগামী মাসগুলোয় কিউলেক্স মশার প্রকোপ বাড়বে তাই এখন থেকেই কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হলে শুরুতেই এটিকে শাসনে আনা সম্ভব।

শান্তি, শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা

সৈয়দা ফারিভা আখতার

একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জন নিরাপত্তা কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয় নয়, বরং এটি একটি সমাজের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের ভিত্তি। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এই বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশের জন নিরাপত্তার চিত্র যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখা যাবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যেমন ছিনতাই, খুন, নারী নির্যাতন, মাদক ব্যবসা এবং সাইবার অপরাধের খবর আমাদের সামনে আসে। এসব অপরাধের কারণে নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নিরাপত্তার বিষয়ে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি আজ নিরাপদ? জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, দেশের জন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা দুর্বল। গত ৩ নভেম্বর নিখোঁজ হওয়া সিলেটের ছোট মেয়েটি মুনতাহার লাশ ১০ নভেম্বর উদ্ধার করা হয়। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা সম্পর্কে বড় ধরনের প্রশ্ন তোলে। এটি শুধুমাত্র একটি ঘটনা নয়, বরং প্রতিদিন দেশে এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটে যা জন নিরাপত্তার সংকটকে তুলে ধরে। রাস্তার নিরাপত্তার বিষয়টিও আজ বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীরা রাস্তায় চলাচলের সময় যৌন হয়রানি, বাজে মন্তব্য এবং বিভিন্ন ধরনের অবমাননার শিকার হন। গণপরিবহনে এমনকি রিকশায় বা অটোতে চলাচলের সময়ও নারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ যাত্রীরা অসদাচরণ করেন, যা নারীদের জন্য রাস্তায় চলাফেরা আরও কঠিন করে তোলে। ফলে নারীরা বাইরে চলাচল করতে ভয় পান এবং তাদের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে অপরাধ কেবল রাস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের ফলে অপরাধের একটি নতুন ধারা দেখা দিয়েছেড় সাইবার ক্রাইম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, প্রতারণা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং, এবং গুজব ছড়ানো আজ খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অপরাধ কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি করছে না, বরং সমাজে অস্থিরতা এবং অনিরাপত্তার সৃষ্টি করছে।

একটি সমাজে আইন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রায়ই দুর্নীতি বা রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হতে দেখা যায়। অপরাধীরা অনেক সময় শাস্তি এড়িয়ে যায় এবং একই ধরনের অপরাধ আবারও ঘটায়। বিচার ব্যবস্থার ধীরগতি এবং আইনের ফাঁকফোকর অপরাধীদেরকে আরও সাহসী করে তোলে। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাদক নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাদকের ব্যবহার এবং পাচার সমাজের যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। সীমান্ত এলাকায় মাদকের প্রবাহ রোধে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। দেশের জন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গুরুতর সমস্যা। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও এর প্রয়োগ প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো অপরাধ প্রতিরোধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো জন নিরাপত্তার আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। গুজবের কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয় এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তাই সাইবার অপরাধ দমন এবং গুজব রোধে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব। দেশের প্রধান শহরগুলোতে এমন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত। এছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়ানো প্রয়োজন। পুলিশ, র‍্যাব, এবং বিজিবি’র মতো বাহিনীকে আরও দক্ষ এবং স্বচ্ছ হতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা উচিত। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিক সচেতনতার গুরুত্বও কম নয়। প্রতিটি নাগরিককে আইন মেনে চলতে এবং অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে হবে। অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। জন নিরাপত্তা একটি রাষ্ট্রের মৌলিক স্তম্ভ। এটি নিশ্চিত করতে না পারলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং জীবিকার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। একটি নিরাপদ পরিবেশ নাগরিকদের সৃজনশীলতা এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সরকার, এবং নাগরিক সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া, জন নিরাপত্তার জন্য প্রণীত আইনগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে দ্রুত এবং ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে আস্থা তৈরি করা। এটি কেবল সমাজকে অপরাধমুক্ত করবে না, বরং একটি উন্নত, সভ্য, এবং শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে আমাদের এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে একটি অপরাধমুক্ত, উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আমরা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি।

দেশের প্রধান শহরগুলোতে এমন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত। এছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়ানো প্রয়োজন। পুলিশ, র‍্যাব, এবং বিজিবি’র মতো বাহিনীকে আরও দক্ষ এবং স্বচ্ছ হতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা উচিত। জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিক সচেতনতার গুরুত্বও কম নয়। প্রতিটি নাগরিককে আইন মেনে চলতে এবং অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে হবে। অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। জন নিরাপত্তা একটি রাষ্ট্রের মৌলিক স্তম্ভ। এটি নিশ্চিত করতে না পারলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং জীবিকার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। একটি নিরাপদ পরিবেশ নাগরিকদের সৃজনশীলতা এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে

নকল প্রসাধনী ব্যবহারে স্বাস্থ্য ঝুঁকি

আশা আক্তার জুঁই

গত কয়েকদিন আগে শপিং মলে গিয়ে এক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। কসমেটিকসের পন্যের উপর অফার চলছিলো কম দামে মাত্র ২৫০ টাকায় ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কমপ্যাক্ট পাউডার বিক্রি হচ্ছিলো। সন্দেহ থাকার সত্ত্বেও দাম বিবেচনায় কিনে নিলাম অনেকগুলো প্রোডাক্ট। কিন্তু ব্যবহার করার পর বুঝলাম কম দামে নকল পণ্য গুছিয়ে দেওয়া কাকে বলে। এইরকমভাবে আমার মতো আরও অনেকেই হয়তো ঠকছে। নারীদের বিউটি প্রোডাক্ট বা সৌন্দর্যবর্ধক প্রসাধনীর চাহিদা ব্যাপক। যার ফলে আসল পণ্যের পাশাপাশি নকল পণ্য দিয়ে বাজার সয়লাব। অনেকেই হয়তো আসল দামেই নকল পণ্যটি ক্রয় করে কিন্তু তারা জানতে বা বুঝতে পারে না যে পণ্যটি নকল। সাবান, শ্যাম্পু, পারফিউম, ময়েশ্চারাইজার থেকে শুরু করে আইলাইনার, মাশকারা, ফাউন্ডেশন, কনসিলার, লিপস্টিক সহ সবকিছুতেই নামি- দামী ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে নকল পণ্য শপিংমল গুলোতে বিক্রি হচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে শপিং মল গুলোতে চলে কম্বো অফার। যার মোহে পড়ে তরুণীরা গাধা গাধা নকল পণ্য দিয়ে ড্রেসিং টেবিল ভর্তি করে ফেলে এবং ব্যবহারজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে । নকল প্রোডাক্ট ব্যবহার অনেক ভয়াবহ। আসুন তাহলে জেনে নেই নকল কসমেটিকস বা প্রসাধনী ব্যবহার আমাদের কি কি ক্ষতির সম্মুখীন করছে জেনে নেই– ত্বকের সমস্যা: নকল পণ্য ত্বকে ব্যবহারের ফলে ত্বকে তাৎক্ষণিক জ্বালা পোড়া বা অস্বস্তি হতে পারে। ত্বকে অ্যালার্জি, চুলকানি , লাল দাগ বা ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। ব্রণ বা র‍্যাশ : নকল পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকে যা ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে ব্রণ বা র্যাশ তৈরি করে। ত্বকের স্থায়ী ক্ষতি- ত্বকের রং পরিবর্তন হয়ে কালো বা সাদা দাগ দেখা দিতে পারে অথাৎ পিগমেন্টশন হতে পারে। আবার কেমিক্যাল বার্ণের ফলে ত্বকে স্থায়ী ক্ষত হতে পারে। চোখ ও চুলের ক্ষতি : নকল পণ্য ব্যবহারের ফলে চোখে জ্বালা পোড়া, লালচে ভাব বা ইনফেকশন হতে পারে। নকল শ্যাম্পু বা হেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহারের ফলে চুল রুক্ষ হয়ে পড়ে যেতে পারে এবং চুলের নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্যান্সারের ঝুঁকি: নকল কসমেটিকসে ব্যবহৃত ফরমালডিহাইড, ভারী ধাতব (যেমন - লেড, আর্সেনিক)উপাদান শরীরে প্রবেশ করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: ক্ষতিকর রাসায়নিক হরমোনের প্রভাবের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। নিম্নমানের প্রোডাক্ট থেকে ছত্রাক, ব্যকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে। আসুন তাহলে জেনে নেই কিভাবে নকল পণ্য চিনতে পারি এবং এর ব্যবহার না করে উপরোক্ত ক্ষতিকর দিকগুলো রোধ করতে পারি– অনুমোদিত বিক্রেতা থেকে পণ্য কেনা: যে কোন পণ্য কেনার জন্য নিদিষ্ট ওই ব্র্যান্ডের আউটলেটে গিয়ে কেনা উচিত। প্রায় সব ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে। সেখানে চেক করে নিতে হবে দেশের কোথায় কোথায় তাদের অনুমোদিত দোকান রয়েছে। অনুমোদিত দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করলে নকল পণ্য দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার অনেক ক্রেতা বড় দোকান দেখেই পণ্য ক্রয় করতে ঝাপিয়ে পড়ে।

এটা একদমই উচিত নয়। কেননা দোকান বড় হলেই যে সবসময় আসল পণ্য বিক্রি করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্যাকেজিং দেখে নেওয়া: আসল-নকল পণ্য চেনার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো পণ্যের প্যাকেজিং দেখে চেনা। যদিও বর্তমানে নকল পণ্যের মোড়কের সাথে আসল পণ্যের মোড়কের তেমন কোন পার্থক্য দৃশ্যমান হয় না। তবে প্যাকেজের রং, ফন্টের সাইজ, ধরন, আকার, লোগো ও হলোগ্রাম দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে 'পাচার' করতে দেশজুড়ে ৩৫০০ এজেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিসা ছাড়া বেআইনিভাবে ভারতীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর কাজে জড়িত একটি চক্র নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই চক্রের সঙ্গে শুধু সে দেশেই সাড়ে তিন হাজার এজেন্ট যুক্ত রয়েছে, যাদের বেশির ভাগই গুজরাটের। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, একেকজনকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করাতে ৫৫-৬০ লাখ ভারতীয় রুপি করে নেওয়া হতো বলে সন্দেহ ইডির। কানাডা সীমান্ত হয়ে ভারতীয়দের অবৈধভাবে দেশটিতে প্রবেশ করানোর চক্রের কথা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। ইডির দাবি, এই চক্রের সঙ্গে কানাডার কিছু কলেজ ও ভারতের বেশ কয়েকটি সংস্থা জড়িত। গণমাধ্যমটির তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালের ১৯ জানুয়ারি কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে চার ভারতীয়র মৃত্যু হয়। তারা একই পরিবারের বাসিন্দা। তাদের বাড়ি ছিল গুজরাটের একটি গ্রামে। অবৈধভাবে সীমান্ত পার করতে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডায় মৃত্যু হয় তাদের। ওই ঘটনায় গুজরাটের আহমেদাবাদে মামলা হয়। মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে ভবেশ অশোকভাই পটেলের নাম। আহমেদাবাদ পুলিশের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মাঠে নামে ইডিও। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে একটি পৃথক মামলা করে ইডি। ইডির তদন্তে উঠে আসে বিভিন্ন বেআইনি পথে কানাডা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হতো ভারতীয়দের। যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাইতেন, তাদের আগে কানাডার কিছু কলেজে ভর্তি করানোর 'ব্যবস্থা' করা হতো। তাদের জন্য করা হতো কানাডার স্টুডেন্ট ভিসাও। কিন্তু কানাডায় পৌঁছনোর পর কলেজে ভর্তি করানোর বদলে কানাডা সীমান্ত দিয়ে বেআইনিভাবে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো যুক্তরাষ্ট্রে। এই চক্রে একেকজন ভারতীয়র কাছ থেকে ৫৫-৬০ লাখ রুপি করে নেওয়া হতো বলে সন্দেহ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের। সম্প্রতি এই মামলার তদন্তে মুম্বাই, নাগপুর, গান্ধীনগর ও বড়োদরার আটটি জায়গায় অভিযান চালায় ইডির কর্মকর্তারা। তাতে মুম্বাইয়ের দুটি সংস্থা ও নাগপুরের একটি সংস্থার এই অবৈধ চক্রের সঙ্গে যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। ইডির দাবি, এই চক্রের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সাড়ে তিন হাজার এজেন্ট জড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে এক হাজার ৭০০ জন এজেন্ট শুধু গুজরাটেই রয়েছে। এদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে অন্তত ৮০০ এজেন্ট।

তুরস্ক থেকে সিরিয়ায় ফিরেছে ২৫ হাজারের বেশি মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এইচটিএস বিদ্রোহীরা বাশার আল-আসাদকে উৎখাত করার পর থেকে ২৫ হাজারের বেশি সিরীয় নাগরিক তুরস্ক থেকে দেশে ফিরেছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া এ কথা জানিয়েছেন। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে প্রায় ত্রিশ লাখ সিরীয় নাগরিক পালিয়ে তুরস্কে আশ্রয় নেয়। এ শরণার্থীরা প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সরকারের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলি ইয়ারলিকায়া সরকারি বার্তা সংস্থা আনাদোলুকে বলেন, গত ১৫ দিনে সিরিয়ায় ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সিরিয়ার নতুন নেতাদের সঙ্গে আঙ্কারার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তুরস্ক এখন সিরিয়ার শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করছে। দেশটি আশা করছে, দামেস্কে ক্ষমতার পরিবর্তন তাদের অনেককে দেশে ফিরতে অনুপ্রাণিত করবে। ইয়ারলিকায়া বলেন, তুরস্কের দূতাবাস এবং দামেস্ক ও আলেপ্পোর কনস্যুলেটে একটি মাইগ্রেশন অফিস স্থাপন করা হবে, যাতে সিরিয়ান শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার রেকর্ড রাখা যায়। আঙ্কারা সমর্থিত বাহিনী আসাদের পতন ঘটানোর প্রায় এক সপ্তাহ পর তুরস্ক দামেস্কে তার দূতাবাস পুনরায় চালু করেছে। ১২ বছর আগে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের শুরু হলে দূতাবাসটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ফের নিজেদের যুদ্ধবিমানে গুলি ছুড়ল যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আবারও নিজেদের যুদ্ধবিমানে গুলি ছুড়ল যুক্তরাষ্ট্র। লোহিত সাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান নিজেদের গুলিতে বিধ্বস্ত হওয়ার তিনদিন পর এমন ঘটনা ঘটলো। সামরিক সূত্রের বরাতে ফক্স নিউজ জানিয়েছে, অল্পের জন্য ফাইটার জেটটি বেঁচে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রণতরি ওট্রুম্যান্‌-এ অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট মডেলের একটি যুদ্ধবিমান। এ সময় ভুলবশত ক্রুজার থেকে এসএম-২ মডেলের একটি ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধবিমাটির ৩০ মিটারের মধ্যে চলে আসে। সূত্রের বরাতে ফক্স নিউজ বলছে, এটি ছিল একটি ট্যাঙ্কার ক্রুজার, প্রায় ১০ মাইল দূরে অবতরণের জন্য ফিরছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটি গাইডিং ছিল বলে জেটটিতে আঘাত হানার প্রায় তিন সেকেন্ড আগে পাঞ্চ আউট করা গেছে।

চলতি সপ্তাহে ইসরাইলে তৃতীয় হামলা হাউছিদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি সপ্তাহে ইসরাইলে তৃতীয়বারের মতো হামলা করেছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউছি সম্প্রদায়। এতে এই সপ্তাহে কয়েক মিলিয়ন ইসরাইলি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছে। গত মঙ্গলবার শসস্ত্র গোষ্ঠীটি এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার ভোরে মধ্য ইসরাইলকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে হাউছি সম্প্রদায়। এ নিয়ে চলতি সপ্তাহে তৃতীয়বারের মতো হামলা চালায় গোষ্ঠীটি। সূত্রটি জানিয়েছে, এ হামলায় হাউছিদের ব্যবহার করা

ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ভূপাতিত করেছে ইসরাইলি সেনারা। এ ঘটনায় মধ্য ইসরাইলে সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়েছিল। ইসরাইলের ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন জানিয়েছে, হামলায় মধ্য ইসরাইল থেকে অনেকে পালিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে উঠেছে। এ সময় দ্রুত আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ করতে গিয়ে ২০ এর বেশি ইসরাইলি আহত হয়েছে। হাউছিরা গতকাল ঘোষণা করেছিল, অধিকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় ইসরাইলি বাহিনীর দু'টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা করেছে ইসরাইলি সেনারা। গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তার বাহিনী ইসরাইলের দু'টি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ইয়াফা নামের দু'টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। তিনি আরো বলেন, তারা অধিকৃত আসকালান ও হাইফা নগরীতে ওই হামলা চালায়। এ সময় তাদের ড্রোনগুলো সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। এসব হামলার কথা স্বীকার করেছে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় নিহত বেড়ে ৪৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তানের নজিরবিহীন বিমান হামলায় নারী-শিশুসহ ৪৬ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ। গতকাল বুধবার বার্তা সংস্থান এএফপিকে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, গত রাতে পাকতিকা প্রদেশের বারমাল জেলায় চারটি পয়েন্টে বোমাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান। এতে মোট ৪৬ জন নিহত হয়েছেন যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। তিনি আরও জানান, হামলায় আহত হয়েছেন আরো ছয়জন, যাদের বেশিরভাগই শিশু। এর আগে পাকিস্তানের নজিরবিহীন এই হামলা ১৫ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল আফগান সংবাদমাধ্যম খামা টিভি। এদিকে পাকিস্তানের বিমান হামলাকে 'বর্বর' এবং 'স্পষ্ট আগ্রাসন' উল্লেখ করে বিবৃতিতে দিয়েছে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

হাইতির হাসপাতালে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হাইতির একটি হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এ হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত তিনজন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার পোর্ট অব প্রিন্সে অবস্থিত জেনারেল হাসপাতালে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিউজ এ তথ্য জানায়। বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্সে অবস্থিত জেনারেল হাসপাতালে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। দেশটির বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সে সময়ই মেডিকেল স্টাফ, পুলিশ এবং সাংবাদিকদের ওপর গুলি চালায় অস্ত্রধারীরা। এই ঘটনায় বহু মানুষ আহত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বেশ কিছু ছবিতে দেখা গেছে

হাসপাতাল ভবনের ভেতরে অনেকেই আহত বা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। ওই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই সহিংস গ্যাংদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। কিন্তু গত জুলাই মাসে হাইতি সরকার এটি পুনরুদ্ধার করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্য সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় হঠাৎ করেই গোলাগুলি শুরু হয়। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হামলার ঘটনায় দুই সাংবাদিক এবং এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় হাইতির প্রেসিডেন্ট ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের প্রধান লেসলি ভলতেয়ার বলেন, ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবার, বিশেষ করে হাইতির জাতীয় পুলিশ এবং সাংবাদিক সমিতির প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, আমরা তাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, এই ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত এপ্রিলে দেশটিতে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এর ছয় মাস আগে কেনিয়ার পুলিশ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করার পরেও হাইতির জনগণকে বিভিন্ন গ্যাংয়ের সহিংসতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। ২০২১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মোয়েসকে হত্যার পর থেকেই হাইতিতে গ্যাং সহিংসতা বেড়ে গেছে। রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্সের প্রায় ৮৫ শতাংশ এখনও গ্যাংদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, হাইতিতে চলতি বছর সহিংসতায় পাঁচ হাজারের মতো মানুষ নিহত হয়েছে এবং দেশটি এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

বাড়ছে ক্ষুধার্তদের সংখ্যা, কমছে ধনীদের সাহায্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কমছে ধনী দেশগুলোর সাহায্যের পরিমাণ। ২০২৫ সালে প্রায় ১২ কোটি মানুষ অভুক্ত থাকবে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, তারা যে অর্থ জোগাড় করতে পারবে, তাতে ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ৭০ লাখ অভুক্ত মানুষের মধ্যে ১১ কোটি ৭০ লাখ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছানো যাবে না। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে তারা মানবিক সাহায্যের জন্য চার হাজার ৯৬০ কোটি টাকা তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ৪৬ শতাংশ অর্থ তুলতে পেরেছে। এই নিয়ে পরপর দ্বিতীয় বছর প্রয়োজনীয় অর্থের অর্ধেকও জোগাড় করতে পারল না জাতিসংঘ। এর ফলে কষ্টকর হলেও তাদেরও কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তারা ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে

কম খাবার পৌঁছাতে পেরেছে। বেশ কিছু মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে পারেনি। এর ফল কী হতে পারে তা সিরিয়ার মতো অনেক দেশের মানুষ টের পেয়েছে। জাতিসংঘের সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) সিরিয়ায় ৬০ লাখ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেয়। এই বছরের পরিস্থিতি দেখে তারা জানিয়েছে, ১০ লাখ মানুষের কাছে তারা খাবার পৌঁছে দিতে পারবে বলে আশা করছে। গত মার্চে দাগেশ-কামারা একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গত মার্চে তিনি সিরিয়ায় ডাব্লিউএফপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার না দিয়ে তারা অনাহারে থাকা মানুষদেরই শুধু খাবার দিচ্ছেন।

কেন অনুদান কমছে?

বিশ্বের বিবিন্ন জায়গায় সংঘাত, চরম আবহাওয়া ও ভয়ংকর মুদ্রাস্ফীতির কারণে আরো বেশি করে মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছানো দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের তহবিলে যে দেশগুলো অর্থ দেয়, তাদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ কমছে।

বিনোদন

নতুন পথের যাত্রী হলেন রিচি

বিনোদন ডেস্ক : দেশের নন্দিত নাট্যাভিনেত্রী রিচি সোলায়মান। এক সময়ের দাপুটে এই অভিনেত্রীকে এখন আর খুব একটা পাওয়া যায় না অভিনয়ে। ব্যস্ত আছেন সংসার জীবন নিয়ে। তবে বিশেষ দিনের কাজে প্রায়ই লাইট, ক্যামেরার মুখোমুখি হন এই অভিনেত্রী।

এসব ব্যস্ততার মাঝেই নতুন পথের যাত্রী হলেন রিচি। শুরু করেছেন বিউটি পারলারের ব্যবসা। গত মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরার রবীন্দ্র সরণিতে 'ইটারনাল বিউটি লাউঞ্জ' নামে একটি পারলার উদ্বোধন করেছেন রিচি। মূলত এর প্ল্যানটাও তার নিজের। যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত সময়ও পার করেছেন এই অভিনেত্রী।

চিরকুটে ভাঙন, ব্যান্ড ছাড়লেন জাহিদ নিরব

বিনোদন ডেস্ক : আবার ভাঙনের সুর চিরকুট ব্যান্ডে। গত বছর চিরকুটের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন ইমন চৌধুরী। এবার দল ছাড়লেন ব্যান্ডটির আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জাহিদ নিরব। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আয়নাবাজি' সিনেমার গানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চিরকুটের সঙ্গে পথচলা শুরু করেন জাহিদ নিরব। অবশেষে শেষ হলো এ ব্যান্ডের সঙ্গে তার নয় বছরের পথচলা। দলটির অন্যতম সদস্য শারমীন সুলতানা গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এখন নিরব তাদের সঙ্গে নেয়। তবে তার জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। এদিকে ব্যান্ডে ভাঙনের খবরের মধ্যেই নতুন গান প্রকাশ পেয়েছে চিরকুটের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলটির পেজে প্রকাশ হয় 'জানা হলো না' শিরোনামের গান। কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন শারমিন সুলতানা সুমি। মিউজিক ও সাউন্ড প্রোডিউসার পাভেল আরিন। আগামী বছর প্রকাশ পাবে চিরকুটের চতুর্থ অ্যালবাম। এর আগে চিরকুট ব্যান্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পিন্টু ঘোষ। ওই সময় চিরকুটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, একক ক্যারিয়ার গড়তে চাওয়ায় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পিন্টু ঘোষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাদা ক্যারিয়ার গড়ার সম্মতি দেয়া হয়েছে। তবে পিন্টু ঘোষ জানিয়েছিলেন, একক ক্যারিয়ারের প্রয়োজনে নয়, বরং অন্য কারণে তিনি দল থেকে বের হয়ে এসেছেন। গত বছর ইমন চৌধুরীর ব্যান্ড ত্যাগের পরও একই কারণ জানানো হয় চিরকুটের পক্ষ থেকে।

বিয়ে করছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা

বিনোদন ডেস্ক : ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন। কনে বেজোসের দীর্ঘ ৮ বছরের প্রেমিকা লেখক-সাংবাদিক-উপস্থাপক লরেন সানচেজ। বেজোস ও সানচেজের আলোচিত এই বিয়েতে খরচ ধরা হয়েছে ৬০০ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি)। এমন নানা জল্পনা এখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঠাঁই পেয়েছে। লরেন সানচেজ পেশায় একজন সাংবাদিক, উপস্থাপক, অভিনেত্রী ও একজন হেলিকপ্টার পাইলট। ডেইলি বিস্ট-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী জেফ আর সাংবাদিক লরেনের বিয়ে হতে চলেছে এ সপ্তাহের শেষ নাগাদ অর্থাৎ বড়দিনের পরপরই। প্রতিবেদনে বলা হয়, আসন্ন বিয়ে ও বড় দিন উদযাপন নিয়ে এরইমধ্যে বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রেখেছেন বেজোস ও সানচেজ জুটি। বিয়ের তারিখ প্রকাশের আগে একাধিকবার নানা গুঞ্জন উঠেছিল এ জুটিকে নিয়ে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অ্যাসপেনে ৬০ বছরের বেজোস আর ৫৫ বছরের সানচেজ বিবাহ-পূর্ব (প্রিওয়েডিং) কিছু আয়োজনে অংশ নেন। আগামী শনিবার তাদের বিয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, হলিউডের অভিনেতা-পরিচালক কেভিন কস্টনারের ১৬০ একরের ডানবার র?্যাঞ্চে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বেজোসের বিয়ের আসর বসছে। এই আয়োজনে খরচ হবে ৬০ কোটি ডলার। বিয়ের আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের অ্যাসপেন শহরে। আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে ১৮০ জন। যাদের মধ্যে রয়েছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, জর্ডনের রানি কুইন রানিয়া এবং হলিউডের রোমান্টিক সিনেমা 'টাইটানিক'-র নায়ক লিওনার্দো ডিকাপ্রিও। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলের বিলাসবহুল বিয়ের পর অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের বিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে বিশ্ব অঙ্গন। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো বলছে, লরেনের জন্যই ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে স্ত্রী ম্যাকেনজি স্কটের সঙ্গে

২৫ বছরের সংসারের ইতি টানেন জেফ। তাদের এই বিচ্ছেদ বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচিত হয়। কেননা, এখন পর্যন্ত জেফ বেজোস ও ম্যাকেনজিরটাই বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিবাহবিচ্ছেদ। ওই বিচ্ছেদের আপসরফা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলারে। যার পুরোটাই ছিল অ্যামাজনের শেয়ার। ২০১৯ সালে ভারতের যে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল, এটি ঠিক তার অর্ধেক। বিচ্ছেদের সময় বেজোস ছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী। আর বিচ্ছেদের পর বেজোসের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদের সুবাদে ম্যাকেনজি বিশ্বের অন্যতম ধনী নারীর কাতারে চলে আসেন। তবে সানচেজকে বিয়ের গুঞ্জন অস্বীকার করেছেন বেজোস। এক্স বার্তায় তিনি বলেন, 'পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।' অ্যামাজনের প্রধান আরও বলেন, 'আপনি যা পড়েছেন, তা মোটেও বিশ্বাস করবেন না, বিশেষ করে এটা আগের চেয়ে আজ আরও বেশি সত্য।'

ছাড়পত্র পেল নিষিদ্ধ সিনেমা 'মেকআপ'

বিনোদন ডেস্ক : শোবিজ অঙ্গনের মানুষদের বাজেভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে ২০২১ সালে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করা হয় অনন্য মামুনের 'মেকআপ' সিনেমাটি। গেল ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর, মুক্তির অনুমতি চেয়ে সিনেমাটি আবার চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেওয়া হয়। অবশেষে সিনেমা থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে মিলেছে মুক্তির অনুমতি। নির্মাতা অনন্য মামুন জানান, তার এই সিনেমাটিকে ইউ গ্রেড দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ইউনিভার্সাল। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই দেখতে পারবেন 'মেকআপ'। তবে সিনেমার মুক্তির বিষয় নিয়ে এখনই কথা বলতে নারাজ নির্মাতা। তার কথায়, 'আপাতত অন্য একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। খুব শিগগিরই "মেকআপ"র মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।' সিনেমা থেকে দৃশ্য বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গে মামুন বলেন, 'মাত্র ১ মিনিট কেটে নেওয়া হয়েছে। এটুকু অংশ কেটে নিলে সিনেমার কোনও ক্ষতিই হয় না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) কিছু ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল, ওগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কিছু সংলাপ নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল, সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।'

ভক্তদের স্মৃতিগুলো জীবনের অন্যতম বড় অর্জন মনে করি

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক মাধ্যমে সরব থাকেন জনপ্রিয় গায়ক আসিফ আকবর। সম্প্রতি জন কবিরের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের একটি মজার ঘটনা শেয়ার করেছেন এই গায়ক। তিনি জানান, এখনো তার কাছে সাতটি লাগেজ ভর্তি ভক্তদের চিঠি রয়েছে। তিনি মজার ছলেই বলেন, 'চিঠিগুলো যদি গুনতে বসি, কমপক্ষে পাঁচ লাখ তো হবেই!' আসিফ জানান, একবার একটি চিঠি খুলে পড়েছিলেন, আর সেই চিঠির লেখিকার সঙ্গে তার একটি ছোট্ট সংলাপও হয়েছিল। কয়েক বছর পর তিনি জানতে পারেন, সেই চিঠির মালিক এখন দুই সন্তানের মা! তিনি আরও বলেন, 'আমি ভাবছিলাম, ওই চিঠির উত্তরের জন্য তিনি হয়তো এখনো অপেক্ষা করছেন! তবে ভক্তদের ভালোবাসার এমন স্মৃতিগুলো আমি জীবনের অন্যতম বড় অর্জন মনে করি।

নির্মাতার বিরুদ্ধে আইশা খানের অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : তরুণ অভিনয়শিল্পী আইশা খান। শুরুটা মডেলিং দিয়ে হলেও নিয়মিত অভিনয় করছেন বছর কয়েক হলো। এবার তিনি অভিযোগ করলেন এক নির্মাতার বিরুদ্ধে। আরেক তরুণ পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি। গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিষয়টি জানান আইশা। আবু হায়াতের বিরুদ্ধে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করার অভিযোগ আনেন আইশা। তাকে মেনশন করে লেখেন, 'আপনার ভাষ্য মতে আমি যদি একজন লক্ষী শিল্পী-ই হয়ে থাকি, তাহলে ২ বছর আগে শুরু হওয়া কাজের রেমুনারেশন আমাকে দিতে এত অপেক্ষা করাচ্ছেন কেন আবু হায়াত মাহমুদ ভূঁইয়া ভাইয়া?' বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকে আইশা বলেন, "আমি পোস্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি (আবু হায়াত মাহমুদ ভূঁইয়া) আমাকে কল দেন। কিন্তু আমি খুব আপসেট ছিলাম। কারণ কষ্ট বেশি না পেলে এ ধরনের পোস্ট দিতাম না। সেখানে দুই বছর হয়ে গেছে এবং গত আট মাস ধরে তিনি একই অজুহাত দিচ্ছেন। তার পরিবারের সদস্য অসুস্থ, হাতে টাকা নেই, শুটিং চলছে সামনে মাসে টাকা এলেই আমাকে দিয়ে দেবেন, বিষয়গুলো গত ১০ মাস ধরে শুনছি। আর শুনতে চাচ্ছিলাম না। এ জন্য ফোনটা ধরিনি। এর পাঁচ মিনিট পর দেখি উনি আমাকে 'থ্যাংকস' লিখে খুদে বার্তা পাঠিয়েছেন।" অভিনেত্রীর কথায়,

'এটি দীপ্ত প্লের একটি সিরিজের কাজ ছিল। ২০২২ সালের অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে সম্ভবত শুটিং শুরু হয়। ২৬ পর্বের কাজ ছিল। মাসে দেখা যেত এক দিন করে শুটে যেতে হয়েছে আমাকে। প্রথম দুটি বিল উনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। এর পর থেকে দেরি করে দিতেন। সর্বশেষ এ বছরের কোরবানি ঈদে বিল দেন। উনার শ্বশুর তখন অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। আমার এক লাখের ওপরে বকেয়া ছিল। যেহেতু ঈদ মৌসুম সেহেতু উনার কাছে আমি পারিশ্রমিক চাই। উনি আমাকে ৫০ হাজার দেন। এখনো সাড়েও ৬২ হাজার বাকি। ঈদের পর থেকেই টাকাটা নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। ফোন দিলেই নানা অজুহাত দেন। গতকাল পোস্ট দেওয়ার পর অনেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা জানান, উনি (আবু হায়াত মাহমুদ) এ রকমই। পারিশ্রমিক দেন না ঠিকমতো। কেউ কেউ আশাও ছেড়ে দিয়েছেন ঘুরতে ঘুরতে।' সর্বশেষে আইশার প্রশ্ন, 'আমার কথা হচ্ছে একজন শিল্পীকে এসব বিষয় নিয়ে ভুগতে হবে কেন?' তবে বিষয়টি নিয়ে আবু হায়াতের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। ক্যারিয়ারে দর্শকদের অনেক সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। দর্শকমহলেও দারুণ প্রশংসিত তিনি। তবে ক্যারিয়ার যখন তারকা খ্যাতির তুঙ্গে, ঠিক তখনই অভিনয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েন এ নায়িকা। বর্তমানে নানা ধরনের ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজ নিয়েই ব্যস্ততা অভিনেত্রীর। বছরখানেক হলো নতুন করে সংসারী হয়েছেন তিনি। তার হাতে মুক্তির অপেক্ষায় আছে বেশ কয়েকটি সিনেমা। এদিকে নতুন বছর শেষ হতে আরো প্রায়

সপ্তাহখানেকের বেশি সময় আছে। তার আগেই পুরনো বছরকে বিদায় জানালেন এই অভিনেত্রী। স্বাগত জানালেন নতুন বছরকে। গত সোমবার পূর্ণিমা ফেসবুকে পেজে তিনটি ছবি যুক্ত করে লেখেন, 'প্রিয় অতীত, সব শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ, প্রিয় ভবিষ্যৎ, আমি প্রস্তুত'। সঙ্গে 'গুডবাই ২০২৪' ও 'গুডবাই ডিসেম্বর' লিখে হ্যাশট্যাগ দেন। গত সোমবার দুপুরে দেওয়া অভিনেত্রীর পোস্টের নিচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। জানিয়েছেন নানা রকম শুভ কামনা। চার ঘণ্টায় সেই ছবিতে এসেছে দুই হাজারের বেশি মন্তব্য।

কৃষকের কাছ থেকে ধানের খড় কিনে তা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন খড় ব্যবসায়ী। দয়ালসারা, শেরপুর, বগুড়া,

বারি-৫ জাতের পেঁয়াজে কম ব্যয়ে ফলন দেড়-দুইশ মণ

পাবনা প্রতিনিধি : দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের তিনভাগের একভাগই উৎপাদন হয় পাবনায়। তাই পেঁয়াজে দেশীয় অর্থনীতিতে পাবনার অবদান ব্যাপক। নতুন জাতের পেঁয়াজ চাষে তুলনামূলক কম খরচে সাড়ে তিনগুণ বেশি ফলন হয়। ফলে এবার সংকটেও আশার গল্প রচনা করছেন পাবনার চাষিরা। বারি-৫ নামক নতুন জাতের এই পেঁয়াজ নিয়ে আশাবাদী কৃষি বিভাগও। চাষি ও কৃষি বিভাগ বলছে, সাধারণত গ্রীষ্মকালে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সংকট তৈরি হয়। কারণ এ সময় চাষিদের হাতে কোনো পেঁয়াজ থাকে না। অন্যদিকে এর আগে অল্প দামে চাষিদের থেকে পেঁয়াজ কিনে মজুত রাখে অসাধু ব্যবসায়ীরা। ফলে সংকটকালে পেঁয়াজের দাম নিয়ে কারসাজি শুরু হয়। এ সময়ে কোনো পেঁয়াজ চাষও হয় না। এসব বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের আওতায় বগুড়ার মসলা গবেষণা কেন্দ্র বারি-৫ নামে একটি জাতের পেঁয়াজ উদ্ভাবন করে। যেটি আবাদে মুড়িকাটা বা চারা পেঁয়াজের তুলনায় ব্যয় তুলনামূলক কম। কিন্তু ফলন কয়েকগুণ বেশি। মাত্র ৩০ হাজার টাকা খরচে প্রতি বিঘায় ফলন দেড়শ থেকে দুইশ মণও হয়ে থাকে। প্রতিটি পেঁয়াজ ওজনে ২০০-৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। কম খরচে নতুন জাতের উচ্চ ফলনের পেঁয়াজ চাষে লাভের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেশি। তাই এ পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন চাষিরা। এ ব্যাপারে ঈশ্বরদীর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক শাহজাহান আলী বাদশা বলেন, 'কয়েক বিঘা জমিতে এবার আমি এ পেঁয়াজ আবাদ করেছি। একেকটি পেঁয়াজের ওজন ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হবে। এরই মধ্যে ২০০ গ্রাম অতিক্রম করেছে। বিঘায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ফলন হবে ২০০ মণের মতো। যা সাধারণত ১ একর জমিতেও সম্ভব নয়। এদিক থেকে দেড় থেকে ২ হাজার টাকা মণ বিক্রি করলেও খরচ বাদে প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব। এ পেঁয়াজ নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। এটি আমাদের জন্য লাভজনক একটি ফসল।' সংকটে আশার আলো, বারি-৫ জাতের পেঁয়াজে কম ব্যয়ে ফলন দেড়-দুইশ মণ চাষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এ পেঁয়াজ চাষে কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। এ পেঁয়াজ আবাদে সার বা রাসায়নিকের পরিমাণ খুবই কম লাগে। তবে একদমই পানি সহ্য করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জমি অবশ্যই উঁচু হতে হবে। কোনোভাবে জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে মাঝে নালা কেটে পানি গড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। একইসাথে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে সারাবছরই এ পেঁয়াজ আবাদ সম্ভব।' চাষি শাহিনুজ্জামান বলেন, 'চাষে খুব বেশি জটিলতা নেই, খরচও কম। এর বিপরীতে ফলন ব্যাপক। প্রতি বিঘায় আমার ফলন হবে দেড়শ থেকে ১৬০ মণের মতো। অন্য পেঁয়াজে খরচ তোলা বা লাভ নিয়ে যে আশঙ্কা থাকে; সেটি এ ক্ষেত্রে একদমই নেই। তবে বীজ নিয়ে একটু জটিলতা আছে। এর বীজ এখনো চাষিরা উৎপাদন শুরু করেননি। বীজ উৎপাদনে কিছুটা হিসেব-নিকেশের ব্যাপার আছে। এটি কাটাতে পারলে উঁচু সব জমিতে চাষ করা যাবে। এতে যে সময়ে পেঁয়াজের সংকট দেখা দেয়; সে সময়টা এ পেঁয়াজ দিয়ে মেটানো যাবে।' সদর উপজেলার আতাইকুলা মধুরপুরের মকবুল হোসেন বলেন, 'যে হারে ফলন হচ্ছে, তাতে লোকসান তো দূরে থাক; লাভ নিয়েও চিন্তার কিছু দেখছি না। মুড়িকাটা পেঁয়াজে খরচ ওঠানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা। কারণ দাম খুবই কম। কিন্তু এ পেঁয়াজে সে ভয় নেই। মার না খেলে আবাদ ২০০ মণের জায়গায় এক-দেড়শ মণ হবেই। সেদিক থেকে দাম আরও কম হলেও লাভবান হবো আমরা।' কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলার ৯টি উপজেলায়ই কম-বেশি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের নতুন জাত বরি-৫-এর আবাদ হয়েছে। তবে বেশি হয়েছে সদর, ঈশ্বরদী, সাঁথিয়া, সুজানগর, চাটমোহর ও আটঘরিয়া উপজেলায়। জেলায় এবার প্রায় ৭০ হেক্টর জমিতে এ পেঁয়াজের আবাদ করেছেন চাষিরা। বিঘায় দেড়শ মণ ফলন ধরলেও এ থেকে প্রায় ৮০ হাজার মণ পেঁয়াজ উৎপাদন হবে।' পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. জামাল উদ্দীন বলেন, 'জেলায় এ পেঁয়াজের আবাদ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। চাষপদ্ধতি ও পরিচর্যাসহ সব বিষয়ে চাষিদের পরামর্শ দিচ্ছেন মাঠকর্মীরা। যে হারে ফলন হচ্ছে; তাতে গ্রীষ্মকালে বাজারে পেঁয়াজের সংকট মেটানো সম্ভব। এ ছাড়া উচ্চ ফলনে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে লাভবান হবেন। তবে এ পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার স্থাপনে কৃষকদের সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।' এ কৃষি বিপ্লব পরিদর্শন করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। পরিদর্শন শেষে উপ-সচিব কামরুল হাসান বলেন, 'বারি-৫ পেঁয়াজে এখানকার চাষিদের সফলতা উল্লেখ করার মতো। সেটি দেখতেই এখানে এসেছিলাম। এ পেঁয়াজ চাষে ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। এর বীজ উৎপাদন এখনো চাষিদের হাতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এটি সম্ভব না হলে জনপ্রিয়তা হারাবে। বীজ উৎপাদনে পলিনেট হাউজসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পদ্ধতির প্রয়োজন হচ্ছে।

দোয়ারাবাজার সীমান্তে খাস জমি দখলের হিড়িক

দুয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : বিগত সরকার পতনের পর থেকে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলা সীমান্তসহ বিভিন্ন এলাকায় খাস জমি দখলের হিড়িক পড়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে একশ্রেণির ভূমি খেকো সিন্ডিকেট। এতে বেহাত হচ্ছে মূল্যবান সরকারি খাস ভূমি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের বাঁশতলা-হকনগর শহীদ স্মৃতিসৌধ পর্যটন এলাকা ও হকনগর বাজারে সরকারি ভূমি দখল করে দেদারসে গড়ে তোলা হচ্ছে বহুতল দালান কোঠা ও স্থাপনা। এ ছাড়াও বোগলাবাজার, বাংলাবাজার, সুরমা ইউনিয়নের মহব্বতপুর বাজারে নদী দখল করে খাস জমির ওপর গড়ে উঠছে অসংখ্য স্থাপনা। সরজমিন গিয়ে দেখা গেছে, উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের বাঁশতলা-হকনগর শহীদ স্মৃতিসৌধ এলাকা ও হকনগর বাজারে সরকারি জমি দখল করে গড়ে তোলা হচ্ছে বহুতল ভবনসহ বসত বাড়িঘর। সীমান্ত এলাকাজুড়ে প্রভাবশালী ভূমি খেকোরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাদের ছত্রছায়ায় দিনের পর দিন উপজেলার অন্যতম পর্যটন এলাকা শহীদ স্মৃতিসৌধের সরকারি খাস ভূমি এভাবেই বেহাত হচ্ছে। দেখাগেছে, একটি সংঘবদ্ধ চক্র শহদী স্মৃতিসৌধ এলাকার খাস ভূমি দখল করে বেচা কেনা করে আসছে। ওই এলাকায় পাকা বসত বাড়ি তৈরি করছে আমির হোসেন ও নুরুজ্জামান। একইভাবে হকনগর বাজারে নুরুল হক সরকারি খাস ভূমি দখল করে গড়ে তুলছেন দালানকোঠা। তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে দখল ক্রয় করেই বাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেছেন, উপজেলা ভূমি অফিসের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজশে সীমান্ত এলাকায় দেদারসে খাস ভূমি দখল করা হচ্ছে। দেখার কেউ নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহের নিগার তনু বলেছেন, সরকারি ভূমি দখলের বিষয়টি আমার জানা নেই, এরকম হয়ে থাকলে তা উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জানতে চাইলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুশান্ত সিংহ বলেছেন, খাস ভূমি দখল উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় কমলা চাষে সফলতা

বগুড়া প্রতিনিধি : দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় বাড়ছে কমলা চাষ। আবহাওয়া ও মাটির গুণগত মানের কারণে এ অঞ্চলে চায়না কমলা, দার্জিলিং মাল্টা এবং ম্যান্ডারিন কমলা চাষ লাভজনক হয়ে উঠেছে। চাষিদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় বদলে যাচ্ছে অর্থনীতির চিত্র। বগুড়ার গোবরধনপুর গ্রামের চাষি মো. আবদুল আজিজ চায়না কমলা চাষ শুরু করেছিলেন ২০১৯ সালে। দুই বিঘা জমিতে গড়ে তোলা বাগানে এখন ২০০ গাছ থেকে ফল উৎপাদন হচ্ছে। তার বাগানে চায়না, দার্জিলিং এবং ম্যান্ডারিন কমলাসহ লাল আঙুর, থাই আঙুর এবং দেশি জাতের আঙুরও চাষ করছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ টাকার ফল বিক্রি করেছেন। আবদুল আজিজ বলেন, 'ইউটিউবে দেখে কমলা চাষে আগ্রহী হই। সন্তানদের অনুপ্রেরণায় এই যাত্রা শুরু করি। বর্তমানে বাজারে ভালো চাহিদা থাকায় দামও ভালো পাচ্ছি।' গোবরধনপুর এলাকায় বেশ কয়েকজন ছোট পরিসরে চায়না কমলা চাষ শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষামূলকভাবে লেবু ও মাল্টা চাষ করেও ভালো ফল পাচ্ছেন। উত্তরের পঞ্চগড় জেলা এরই মধ্যে চা চাষের জন্য পরিচিতি পেলেও এখন কমলা চাষে বড় পরিবর্তন এসেছে। তেঁতুলিয়া ও বোদা উপজেলার চাষিরা পাহাড়ি এলাকায় কমলা চাষ শুরু করেছেন। তারা বলছেন, 'পাহাড়ি জমি এবং প্রাকৃতিক জৈব সার ব্যবহারের কারণে ফলন ভালো হচ্ছে।' উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় কমলা চাষে সফলতা, তেঁতুলিয়ার চাষি আব্দুল কাদের বলেন, 'চা চাষের পাশাপাশি কমলা চাষ আমাদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারে আমরা আরও লাভবান হতে পারবো।' রংপুর ও দিনাজপুরের সম্ভাবনা, রংপুরের মিঠাপুকুর ও দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বেশ কয়েকজন চাষি ছোট পরিসরে চায়না ও দার্জিলিং মাল্টা চাষ করছেন। সরকারি সহায়তা পেলে এ অঞ্চলে কমলা চাষ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। চাষিরা জানান, কমলায় বাজার চাহিদা অনেক বেশি। বিষমুক্ত ফল হওয়ায় ক্রেতাদের আস্থা বেড়েছে। রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ফলন আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে পরীক্ষামূলক চাষ, গাইবান্ধার সাঘাটা ও কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ম্যান্ডারিন কমলা চাষ করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, এলাকায় ফলন ভালো হওয়ায় স্থানীয় চাষিদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। চাষি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ম্যান্ডারিন কমলার ফলন আশানুরূপ হওয়ায় আমি আগামী বছর আরও জমিতে চাষ করার পরিকল্পনা করছি।' প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কমলা চাষ আরও সহজ ও ফলপ্রসূ হচ্ছে। ড্রিপ ইরিগেশন এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রয়োগ চাষিদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। স্থানীয় কৃষি অফিস চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে। চাষিদের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো উত্তোলিত কমলা সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের অভাব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরির জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। রস, জ্যাম, জেলি এবং অন্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ আছে। বাজারজাতকরণেও বিশেষ অগ্রগতি হচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং সরাসরি পাইকারদের মাধ্যমে ফল বিক্রি করছেন চাষিরা। বিষমুক্ত ও জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফলের কারণে ক্রেতাদের আস্থা বেড়েছে। বগুড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফরিদুর রহমান বলেন, 'উত্তরাঞ্চলে কমলা চাষের জন্য পরিবেশ অত্যন্ত উপযোগী। আমরা চাষিদের জৈব সার ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে ফল মিষ্টি এবং বিষমুক্ত হয়।' পঞ্চগড় ও দিনাজপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত জাতের চারা সরবরাহের মাধ্যমে চাষিদের আরও সহায়তা করা হবে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে মুনাফা বাড়ানোর জন্য চাষিদের উন্নত জাতের চারা বিতরণ, জৈব সার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং ড্রিপ ইরিগেশন প্রযুক্তি সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে। যা চাষিদের ফল বিক্রির সুযোগকে আরও বিস্তৃত করবে। উত্তরাঞ্চলের চাষিরা জানিয়েছেন, কমলা চাষে তুলনামূলক কম খরচে বেশি মুনাফা অর্জন সম্ভব।

বেড়েছে পাটজাত পণ্যের চাহিদা। একই সঙ্গে বেড়েছে পাটের বেচাবিক্রিও। দামও বেশ ভালো পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকায় একটি কারখানায় পাট পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। বাবুখাঁ, রংপুর,

রাজনগরে ময়লা পানি ঢুকছে হাসপাতালের রুমে

রাজনগর, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর তিন তলা নতুন ভবনের সেফটি ট্যাংক লিক করে দুর্গন্ধযুক্ত পানি রাস্তার উপর প্রবাহিত হয়ে পরিবেশ দূষিত করছে। ওই পানি মানুষের পায়ে পায়ে হাসপাতালের প্রতিটি রুমে রুমে ঢুকছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজের ত্রুটি ও অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এইচ,ই ডি মৌলভীজারকে একাধিক বার লিখিত ভাবে জানানো পরও মেরামতের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। জানাযায় ১৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রি কে ই - ডাব্লিউ - এম সিএস- জেভি নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হেলথ ইন্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (এইচ,ই ডি) মৌলভীবাজারের তত্বাবধানে রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন তলা নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করে। এতে ব্যয় ধরা হয় ১৩৪০.৫৯ লক্ষ টাকা। কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই কাজের বিভিন্ন ত্রুটি দেখা দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় এর প্রতিবাদ করেছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রশাসনিক পুরাতন ভবনে ফাটল দেখা দিলে নতুন ভবনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ পুরাতন ভবন থেকে মালামাল নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়। নতুন ভবনেই প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম চলছে। এদিকে গত মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায় নতুন ভবনের সেফটি ট্যাংক লিক করে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানি রাস্তার উপর প্রবাহিত হচ্ছে হাসপাতালগামী মানুষেরা এসব মল-মুত্র যুক্ত ময়লা পানি মাড়িয়ে হাসপাতাল ভবনের ভিতর প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

সুজানগরে পেঁয়াজের বাজারে দফায় দফায় ধস

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : উত্তরাঞ্চলের মধ্যে পেঁয়াজ ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত পাবনার সুজানগরের হাটবাজারে ব্যাপকভাবে আগাম আবাদ করা (মূলকাটা) পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। তবে মূলকাটা এ পেঁয়াজের বাজারে দফায় দফায় ধস নামায় পেঁয়াজ চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গত ১০/১৫দিনের ব্যবধানে উপজেলার হাটবাজারে দুই দফা মূলকাটা পেঁয়াজের বাজারে ধস নামায় চাষীদের উৎপাদন খরচের চেয়ে প্রতিমণ পেঁয়াজে ১৩'শ থেকে ২হাজার টাকা লোকসান গুণতে হচ্ছে। উপজেলার চরসুজানগর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী মোঃ হযরত আলী প্রামাণিক বলেন গত ১০/১২দিন আগেও উপজেলার হাটবাজারে প্রতিমণ মূলকাটা পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ২হাজার থেকে ২হাজার ৫'শ টাকা দরে। কিন্তু মাত্র ১০/১২দিনের ব্যবধানে মূলকাটা পেঁয়াজের বাজারে দুই দফা ধস নামায় বর্তমানে উপজেলার অধিকাংশ হাটবাজারে প্রতিমণ মূলকাটা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১১'শ থেকে ১২'শ টাকা দরে। উপজেলার মানিকহাট গ্রামের কৃষক মোমিন খান বলেন এ বছর ১বিঘা জমিতে মূলকাটা পেঁয়াজ আবাদ করতে সার, বীজ ও শ্রমিকসহ উৎপাদন খরচ হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। আর প্রতিমণ পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ হয়েছে ২হাজার ৫'শ থেকে ৩হাজার টাকা। অথচ বর্তমানে উপজেলার হাটবাজারে প্রতিমণ মূলকাটা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১১'শ থেকে ১২'শ টাকা দরে। এ হিসাবে উৎপাদন খরচের চেয়ে কৃষকের প্রতিমণ পেঁয়াজে ১৩'শ থেকে ২হাজার টাকা লোকসান গুণতে হচ্ছে। ফলে এমতাবস্থায় উপজেলার কৃষকেরা মূলকাটা পেঁয়াজ আবাদে আগ্রহ হারাচ্ছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম বলেন হাটবাজারে চাহিদার তুলনায় দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ বেশি। পাশাপাশি বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি রয়েছে। সেকারণে মূলকাটা পেঁয়াজের বাজার মন্দা।

মোহনপুরে চিরকুট লিখে বৈদ্যুতিক মিটার চুরি

মোহনপুর, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় অভিনব কায়দায় রাতের আঁধারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চারটি বৈদ্যুতিক মিটার চুরি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা যোগাযোগের জন্য চিরকুটে মোবাইল নম্বর লিখে রেখে গেছে। ওই চিরকুটে বিকাশ নম্বর দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ করে তাদের চাহিদামত টাকা পাঠালে মিটার ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৪ টার পর মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের কুঠিবাড়ি বাজারের সদর এলাকায় মিটার চুরির ঘটনা ঘটে। এভাবে এক সাথে চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীসহ জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৪ টার পর কুঠিবাড়ি বাজারে সাবেক ইউপি এমাজ উদ্দিন খান, মো: টুকু আহমেদ, রতনের রাইচ মিল ও আশরাফুল ইসলামে বরফ মিলের বৈদ্যুতিক মিটার চুরি হয়েছে। প্রতিটি মিটারের জায়গায় একটি চিরকুট লিখে ফোন নম্বর দেয়া হয়েছে। রাইচ মিলের মালিক মো: টুকু আহমেদ বলেন, সকালে চিরকুটে রেখে যাওয়া মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে বলেন, ১০ হাজার টাকা বিকাশে পাঠালে আধাঘন্টার মধ্যে মিটার ফেরত দিব।

কালীগঞ্জে ঘন কুয়াশায় নষ্ট হচ্ছে বোরো ধানের বীজতলা

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় কালীগঞ্জে বোরো ধানের বীজতলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বীজতলা রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকনাশক ছিটিয়েও ফল পাচ্ছেন না। প্রকৃতির এ রূপ দীর্ঘ সময় থাকলে এবার উপজেলায় বোরোর চারার সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস জানান,এবার ৭৮০ হেক্টর জমিতে বোরোর বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরিষাবাড়ীতে শীতার্ত মানুষদের কম্বল বিতরণ

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে গভীর রাতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ছিন্নমূল ও শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অরুণ কৃষ্ণ পাল। গত মঙ্গলবার সন্ধা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার পিংনা নরপাড়া,আমতলা মোড়, আওনার জগনাথগঞ্জ ঘাট, রেলওয়ে স্টেশন চত্ত্বর, তারাকান্দি চৌরাস্তা, ঝালুপাড়া ও আরামনগর বাজার এলাকায় এসব কম্বল বিতরণ করেন তিনি। কনকনে ঠান্ডায় চরম কষ্টে পড়েছে সরিষাবাড়ী উপজেলার অসহায়, গরীব-দুঃখী, ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষ। এসব শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গভীর রাতে কম্বল নিয়ে হাজির হয়েছেন ইউএনও অরুণ কৃষ্ণ পাল। এমন কনকনে শীতের মধ্যে হঠাৎ রাতের আঁধারে যখন ইউএনওর হাতে কম্বল দেখে ছিন্নমূল অসহায় মানুষেরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। এসময় কম্বল পেয়ে খুশি সুবিধাবঞ্চিত ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষেরা। এভাবেই শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

তানোরে দোকান আগুনে পুড়ে ছাঁই

তানোর, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর তানোর সদরে অবস্থিত থানা মোড়ের পাবলিক টয়লেটের পাশে একটি সিল তৈরির মেশিন ও কম্পিউটারসহ পান দোকানে বিদ্যুতের শর্টসার্টিফিকেট আগুন লেগে দুটি দোকান পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে। গতকাল বুধবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে তানোর থানামোড়ে অবস্থিত পাবলিক টয়লেটের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। আগুনে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করছেন ক্ষতিগ্রস্ত সিল কম্পিউটার মালিক প্রতিবন্ধী বিউটি আকতার ও পান দোকান মালিক ব্যবসায়ী ইনসান আলী। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে পাবলিক টয়লেটের সামনে অবস্থিত তানোর সদরের হঠাৎপাড়া মহল্লার বাসিন্দা মৃত নুর মোহাম্মদের মেয়ে প্রতিবন্ধী বিউটি আকতারের সিল তৈরির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন মালামাল ছিল। এছাড়াও পাশে ইনসান আলীর পানের দোকান রয়েছে।

পুরোনো মোটা কাগজ গলিয়ে নতুন কাগজের শিট তৈরি হয়েছে। ভেজা কাগজ রোদে শুকাতে দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। এ কাগজের শিট দিয়ে জুতার বাক্স, মিষ্টির বাক্স ইত্যাদি তৈরি হবে। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা,

বাঘায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় সুবিধা বঞ্চিত নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া শীতার্ত মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার সরেরহাট কল্যাণী শিশু সদন, বৃদ্ধাশ্রম ও এতিম খানা এবং আড়ানী গুচ্ছ গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাম্মী আক্তার ও উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাবিহা সুলতানা ডলি পৃথকভাবে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ২৫০ জনের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। এ বিষয়ে সরেরহাট কল্যাণী শিশু সদন ও বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক খাদিজা বেওয়া বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানে এতিম ও বৃদ্ধদের কম-বেশী প্রতি বছর শীত মৌসুমে সরকারীভাবে কম্বল দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাম্মী আক্তার বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষ এই প্রচন্ড শীতে কিছুটা উষ্ণতা পায় এ জন্য কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সাবিহা সুলতানা ডলি ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুর কম্বর বিতরণের সময়ে সাথে ছিলেন।

ভোলায় সাংবাদিকের উপর হামলা

বোরহানউদ্দিন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলা শহরে তাবলীগ জামায়াতের ঢাকার টঙ্গীতে হত্যাকান্ডের ঘটনায় মাওলানা সাদ গ্রুপ কে নিষিদ্ধ ও হত্যার বিচার দাবীতে ভোলা সদর রোড কে অবরুদ্ধ করে জোবায়ের সমর্থিত ওলামা মাসায়েখ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর সমাবেশ চলাকালে সংবাদ সংগ্রহের সময় সেচ্ছাসেবীদের হামলার শিকার হয়ে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভোলা জেলা প্রতিনিধি ইউনুছ শরীফ। আশংকাজন অবস্থায় আহত সাংবাদিক কে ভোলা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকা প্রেরন করা হয়েছে। দুপুর ১২টার দিকে ভোলা শহরের সদর রোডস্থ বরিশাল দালানের সামনে সেচ্ছাসেবীদের হামলার শিকার হন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভোলা জেলা প্রতিনিধি ইউনুছ শরীফ। প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানায়, তাবলীগ জামায়াতের ঢাকার টঙ্গীতে হত্যাকান্ডের ঘটনায় সাদ গ্রুপকে নিষিদ্ধ করা ও হত্যার বিচার দাবীতে সকাল থেকে ভোলার সদর রোড অবরুদ্ধ করে সমাবেশ করছিলো ভোলার জোবায়ের সমর্থক ওলামা মশায়েখ ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ। এ সময় চকবাজারের মাথায় বরিশাল দালানের সসামনে ফুটপাতে কতিপয় মহিলা পথচারী আটকা পড়লে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভোলা জেলা প্রতিনিধি ইউনুছ শরীফ সমাবেশের দায়িত্বে থাকা সেচ্ছাসেবকদের মহিলা পথচারীদের পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্ত সেচ্ছাসেবীরা পথচারীদের পথ ছাড়তে রাজি না হয়ে প্রথমে বাকবিতন্ডা পরে হাতাহাতি শুরু করে। এ সময় রিয়াজ নামের এক সেচ্ছাসেবী পাশে থেকে এসে হঠাৎ ওই সাংবাদিকের মাথায় বাঁশের লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে।

ধামইরহাটে ধান কাটতে এসে নিখোঁজ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে ইরি-বোরো মৌসুমে ধান কাটতে এসে নিখোত হয়েছে এক ধান কাটা শ্রমিক। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার রুপবাটি গ্রাম থেকে মো. চাঁদ আলী ও তার ছেলে আবু হাসেম সহ বেশ কয়েকজন ধান কাটা শ্রমিক ধামইরহাট উপজেলায় ধান কাটতে আসে এবং তারা বস্তাবর এলাকায় অবস্থান করে। সেখানে দলের লোকজনের সাথে ১০ দিন ধান কাটার কাজও করেছেন নিখোজ হওয়া যুবক আবু হাসেম। কাজ করাকালে গত ২৪ নভেম্বর বেলা ১১ টার দিকে বাথরুমে যাবার কথা বলে সে আর দলে ফিরে আসে নাই। ইতিপূর্বেও একাধিক কাজ করতে গিয়ে হারিয়ে যান নিখোজ যুবক আবু হাসেম, তার মানসিক কিছু সমস্যাও রয়েছে বলে তার বাবা জানান। ছেলের সন্ধান চেয়ে ধামইরহাট থানায় জি.ডি করেছেন তার বাবা চাঁদ আলী, জি.ডি নম্বর-১০৯৯, তারিখ- ২৩/১২/২০২৪। উল্লেখ্য বরেন্দ্র অঞ্চল ও কৃষি তথ্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত নওগাঁ জেলা। জেলার এই বিভিন্ন উপজেলায় ইরি ও আমন মৌসুমে সিলেট, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে এই অঞ্চলে ধান কাটার জন্য প্রতিবছরই এসব শ্রমিকরা এসে থাকেন।

রোনো সাইকেল বিক্রির জন্য হাটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি সাইকেল চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ধাপ সুলতানগঞ্জ হাট, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

প্রকাশ পেলো বিপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী ৩০ ডিসেম্বর মিরপুরে পর্দা উঠবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১১তম আসরের। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে থেকেই বিপিএলের উন্মাদনা শুরু হয়েছে। গত সোমবার মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিপিএলের মিউজিক ফেস্টের ঢাকা পর্ব। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিপিএলের অনুষ্ঠানিকতা। এদিন মঞ্চে ওঠেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। 'নতুন বাংলাদেশে নতুন বিপিএল' বলে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ পাওয়ার কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। তাদের বক্তব্যের পর মঞ্চে ওঠেন জেফার, মুজা ও সঞ্জয়। এক ঘণ্টা একসঙ্গে পারফর্ম করেন তারা। সঞ্জয়ের ডিজে মিউজিক দিয়ে তাদের পরিবেশনা শুরু করে জেফার গেয়েছেন 'ঝুমকা' গান। মুজা গেয়েছেন 'নয়া দামান', 'আসি বলে গেল বন্ধু', 'ঢোলের তালে', 'বেনী খুলে'। তাদের পরিবেশনার পর মঞ্চে আসেন মাইলস। তাদের পারফরম্যান্সের পর আলোক ঝলকানির খেলা শুরু হয় মিরপুরে। আতশবাজিতে রঙিন হয়ে উঠে পুরো স্টেডিয়ামের চারপাশ। সবার শেষে মঞ্চে উঠেন রাহাত ফাতেহ আলী খান। মিউজিক ফেস্টের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আজ বুধবার সিলেট। আর আগামী শুক্রবার চট্টগ্রাম পর্ব দিয়ে শেষ হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপর শুরু হবে মাঠের লড়াই। এবারের বিপিএলের ৭টি দল হলোঢ় ঢাকা ক্যাপিটালস, চিটাগং কিংস, দুর্বার রাজশাহী, ফরচুন বরিশাল, খুলনা টাইগার্স, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট স্ট্রাইকার্স। বিপিএলের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফরচুন বরিশাল ও দুর্বার রাজশাহী। একই দিনে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। এবারের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ১ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বরিশাল ও চিটাগং কিংসের মধ্যে লড়াই হবে। প্রথম আটটি ম্যাচ হবে ঢাকার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে। এরপর বিপিএলের দলগুলো যাবে সিলেটে। সেখানে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ১২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

পরবর্তী পর্ব হবে চট্টগ্রামে, যেখানে ১৬ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আরও ১২টি ম্যাচ হবে। শেষ পর্ব ও ফাইনাল পর্যায় হবে ঢাকায়। ২৬ জানুয়ারি থেকে ফাইনাল পর্যন্ত সব খেলা ঢাকার মিরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি এলিমিনেটর ম্যাচ এবং একই দিনে রাতেই প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ হবে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি এবং টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ৭ ফেব্রুয়ারি। এবারের বিপিএল আসরে টিকিটের ভোগান্তি কমাতে বিসিবি ই-টিকেট ব্যবস্থা চালু করেছে, যা ক্রিকেটপ্রেমীদের ঘরে বসেই টিকিট ক্রয়ের সুযোগ করে দেবে।

আবারও ইনজুরিতে পড়লেন শামি

স্পোর্টস ডেস্ক : লম্বা সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন মোহাম্মদ শামি। চোটের সাথে দীর্ঘসময় ধরে লড়াই করছেন এই পেসার। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও আবারও চোটে পড়েছেন শামি। ফলে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ দুই টেস্টেও খেলা হচ্ছে না তার। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন মোহাম্মদ শামি। ওই টুর্নামেন্টে তাকে খেলতে হয় বিশেষ ইনজেকশন নিয়ে। ফেব্রুয়ারিতে ডান অ্যাঙ্কেলে অস্ত্রোপচার হয় তার। চোট কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর গতমাসে রঞ্জি ট্রফি দিয়ে মাঠের ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছিল চোটমুক্ত থাকলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে ফিরবেন এই পেসার। তবে নতুন করে হাঁটুর চোটে পড়ায় আপাতত মাঠে ফেরা হচ্ছে না তার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) গত সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পুরোপুরি ফিট নন শামি। অ্যাঙ্কেলের সমস্যা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠলেও বোলিংয়ের চাপের কারণে বাঁ হাঁটু ফুলে গেছে ৩৪ বছর বয়সী ক্রিকেটারের। বিসিসিআইয়ের পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, "রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে মধ্য প্রদেশের বিপক্ষে বাংলার হয়ে শামি ৪৩ ওভার বোলিং করেছে। তারপর সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে (টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট) বাংলার ৯ ম্যাচের সবকটিতে সে খেলেছে, সেখানে টেস্ট ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে বাড়তি বোলিং সেশনও করেছে। বোলিংয়ের চাপের কারণেই তার বাঁ হাঁটু হালকা ফুলে গেছে। দীর্ঘ দিন পর এত সময় ধরে বোলিং করার কারণে এই ফোলাভাব স্বাভাবিক।"আরো জানানো হয় হাঁটুর চোট সারতে সময় লাগবে তার। তাই চলমান বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে খেলা হচ্ছে না তার। পর্যবেক্ষণ করার পর বিসিসিআইয়ের চিকিৎসক দলের মনে হয়েছে, তার সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে।

মেসির সংগ্রহশালায় বিখ্যাত ২০ জার্সি

স্পোর্টস ডেস্ক : একসময় ক্লাব ফুটবলে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু এখন ভরা মৌসুম চললেও লিওনেল মেসির ব্যস্ততা নেই। মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা এখন অবসর সময় কাটাচ্ছেন। এই অবসরকে কাজে লাগিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে ভোলেননি তিনি। ফুটবলের এই মহাতারকার স্মৃতিজুড়ে রয়েছে জাতীয় দলকে সফলতা পাইয়ে দেওয়ার ঘটনা। এই তো দুই বছর আগেকার কথা। এই ডিসেম্বরেই কাতারের রাজধানী দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে অমরত্বের আখ্যান রচিত হয়েছিল তার হাত ধরেই। অপূর্ণতা ঘুচেছিল মেসির আর আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের অপেক্ষার। স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখতে নিজ জন্মভূমি রোজারিওতে জাদুঘর খুলেছেন মেসি। তিনি যে জার্সিগুলো গায়ে চাপিয়ে আর্জেন্টিনাকে শিরোপা এনে দিয়েছেন এই জাদুঘরেই স্থান পেয়েছে সেগুলো। ২০২১ এবং ২০২৪'এর কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ বিশ্বকাপে গায়ে চাপানো সবগুলো জার্সি নিয়ে খোলা এই জাদুঘরের ছবি মেসি পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে। মোট ২০ জার্সি নিয়ে তৈরি মেসির এই বিশেষ সংগ্রহশালা। এটি কেবল তার ফুটবল ক্যারিয়ারের স্মৃতিই বহন করে না, বরং আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসেও যোগ করেছে নতুন মাত্রা। প্রতিটি জার্সি রয়েছে ফ্রেমে বাঁধাই করা। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিপক্ষের নাম ও ম্যাচের ফলাফল।

উইন্ডিজ দলে ডাক পেলেন ব্যাটার জাঙ্গো

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য প্রথমবারের মত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ডাক পেয়েছেন ব্যাটার আমির জাঙ্গো। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে করাচিতে এই টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে। এদিকে বাঁ-হাতি স্পিনার গুদাকেশ মোতি আবারো দলে ফিরেছেন। গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন বোলিং বিভাগে মোতি নেতৃত্বে আরো রয়েছেন কেভিন সিনক্লিয়ার ও জোমেল ওয়ারিকান। দুই ফাস্ট বোলার শামার জোসেফ ও আলজারি জোসেফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জোঙ্গি ও মোতি । এদের মধ্যে শামার পায়ের ইনজুরি ভুগছেন। যে কারনে এ মাসের শুরুতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারেননি।

 অন্যদিকে আলজারি ব্যক্তিগত কারনে দল থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন, ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমনটাই নিশ্চিত করেছে। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ঘরোয়া চারদিনের ম্যাচে ধারাবাহিক পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে জাঙ্গো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছে। ঐ আসরে জাঙ্গো পাঁচ ম্যাচে ৬৩.৫০ গড়ে ৫০০রান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন জাঙ্গো। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছেন জাঙ্গো। তার ব্যাটিংয়ের ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের কৃতিত্ব দেখায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ আন্দ্রে কোলে বলেছেন, 'মোতির অন্তর্ভূক্তি স্পিন বিভাগকে শক্তিশালী করবে।' ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটের নেতৃত্বে টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা বহাল রয়েছেন। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জসুয়া ডি সিলভা সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। ব্যাটিং ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য দলে রয়েছেন মিকায়েল লুইস, এ্যালিক আথানাজে, কেসি কার্টি ও জাস্টিন গ্রিভস। কেমার রোচের নেতৃত্বে ফাস্ট বোলার হিসেবে দলে আরো রয়েছেন জেইডেন সিলেস ও এ্যান্ডারসন ফিলিপ। আগামী বছর পাকিস্তান সফরে মাধ্যমে ১৮ বছর পর প্রথম কোন টেস্ট সিরিজ খেলতে করাচিতে যাচ্ছে ক্যারিবীয়রা। ২০০৬ সালের নভেম্বরে সর্বশেষ পাকিস্তানে টেস্ট খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১৬ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২৩-২৫ চক্রের চলমান ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপে এটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ সিরিজ। ১৫ সদস্যের ক্যারিবীয় দল ২ জানুয়ারি দেশ ছাড়বে। ৬ জানুয়ারি তারা ইসলামাবাদে পৌছাবে। আগামী ১৬-২০ জানুয়ারি করাচিতে প্রথম ও ২৪-২৮ জানুয়ারি মুলতানে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দল : ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট (অধিনায়ক), জসুয়া ডি সিলভা (সহ-অধিনায়ক), এ্যালিক আথানাজে, কেসি কার্টি, জাস্টিন গ্রিভস, কাভেম হজ, টেভিন ইমলাচ, আমির জাঙ্গোম মিকাইল লুইস, গুদাকেশ মোতি, এ্যান্ডারসন ফিলিপ, কেমার রোচ, কেভিন সিনক্লিয়ার, জেইডেন সিলেস, জোমেল ওয়ারিকান।

বর্ণবাদের অভিযোগে ব্রাজিলে আটক চার আর্জেন্টাইন

স্পোর্টস ডেস্ক : হোক প্রীতি ম্যাচ, তবু বর্ণবাদ ইস্যুতে এতটুকু ছাড় নয়। লেডিস কাপ নামে এক প্রীতি টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতে সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান শহর সাও পাওলোতে গিয়েছিল আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভার প্লেটের নারী দল। সেখানেই বর্ণবাদের অভিযোগে আটক হয়েছেন আর্জেন্টাইন ৪ নারী ফুটবলার। গত শনিবার গ্রেমিওর বিপক্ষে ম্যাচে বর্ণবাদে অভিযুক্ত হন ওই চার ফুটবলার। ম্যাচের ফল ১-১ ড্র হলেও রেফারি জয়ী ঘোষণা করেন রিভার প্লেটের প্রতিপক্ষ গ্রেমিওকে। বর্ণবাদী আচরণের পরই প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে গিয়েছিলেন গ্রেমিও খেলোয়াড়রা। এ ঘটনায় রিভার প্লেটের ছয় ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। ম্যাচ থেমে যাওয়ার পরপরই আটক করা হয় সেই চার নারী ফুটবলারকে। আটককৃত ফুটবলাররা হলেন কান্দেলা দিয়াজ, কামিলা দুয়ার্তে, হুয়ানা কানগারো এবং মিলাগরোস দিয়াজ। গত সোমবার এই চারজনকে প্রিভেনটিভ ডিটেনশন বা আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ব্রাজিলের একটি আদালত। এ বিষয়ে সাও পাওলোর জননিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা আর্জেন্টাইন নারী ফুটবলারদের ব্রাজিল ছেড়ে যাওয়া ঠেকাতেই আটক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারক ও বিচারব্যবস্থা

ধর্ম ডেস্ক : সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা একটি জাতির উন্নতির লক্ষণ। তাই সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে জাতির বিচারব্যবস্থা যত উন্নত ও স্বচ্ছ, সে জাঁতি তত উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। এর মূল লক্ষ্য সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ঠিক রাখা। কেউ যেন অন্যায়ভাবে নিপীড়িত না হয়। অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয়। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ফিরে আসে। ইসলাম বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়ের নীতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে মুসলিমরা!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮) একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের সঙ্গে মহান আল্লাহর বিশেষ সাহায্য থাকে। ইবনে আবু আওফা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যতক্ষণ জুলুমে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন। যখন সে জুলুমে লিপ্ত হয়, তখন তিনি তাকে ছেড়ে চলে যান আর শয়তান তাকে চিমটে ধরে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৩৩০) বাদী থেকে সাক্ষী আর বিবাদী থেকে কসম বিচারক বাদী থেকে সাক্ষী তালাশ করবেন। সে যদি সাক্ষ্য প্রদান করতে অক্ষম হয়, তখন বিচারক বিবাদী থেকে শপথ নেবেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'যদি শুধু বাদীপক্ষের দাবির ভিত্তিতেই তার পক্ষে রায় প্রদান করা হয়, তাহলে অনেকেই লোকদের জান ও মাল হরণের সুযোগ পাবে। কিন্তু (বাদী সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে) বিবাদীর ওপর শপথ করা অনিবার্য হবে। (যদি বিবাদী শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে সে দোষী সাব্যস্ত হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১০৪২) বৈধকে অবৈধ করার অধিকার নেই বিচারকের কথায় কোনো হালাল জিনিস কখনো হারাম হয় না, কিংবা হারাম জিনিস কখনো হালাল হতে পারে না। উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার কাছে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আসো। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করার ব্যাপারে বেশি বাকপটু। তবে জেনে রেখো, বাকপটুতার কারণে যার অনুকূলে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দিই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দিই। কাজেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫০১) তাই কারো বাকপটুতার কারণে কোনো জিনিস যদি তার জন্য ফায়সালা করা হয়, তাহলে এর দ্বারা সে মালিক হয়ে যাবে না; বরং যে এর মালিক সেই তার মালিক। অন্যান্যের ব্যাপারে ফায়সালা হলেও তা মালিক হবে না। বাহ্যত সে প্রমাণ উপস্থাপনে বেশি পারদর্শী ও সুদক্ষ হওয়ায় সে নিজ প্রমাণ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে, আর তাতে বোঝা গেছে যে তার দাবিই সঠিক। ফলে তার এই বাহ্যিক প্রমাণ ও বিবরণের ভিত্তিতে আমি রায় দিই, যে সম্পদ নিয়ে বিবাদ হয়েছে তা তারই। কিন্তু সে তো জানে যে বাস্তবিক পক্ষে তার দাবি ভ্রান্ত এবং ওই সম্পদ তার নয়। সুতরাং আমি যতই তার অনুকূলে রায় দিই না কেন, সে যেন কিছুতেই ওই সম্পদ গ্রহণ না করে। কেননা তার জন্য তা হালাল নয়। রায় তার পক্ষে গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুনস্বরূপ। সে তা ভোগ করলে জাহান্নামের আগুনই ভোগ করা হবে। হারাম মাল ভোগ করা জাহান্নামের আগুন খাওয়ারই নামান্তর। রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকার্য নয় রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা, বিচারকের জন্য এটা অতি প্রয়োজন-যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় তাঁর মন ও মস্তিষ্ক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তিনি যদি ভারসাম্য পরিত্যাগ করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর মতামত ও ফায়সালা হক ও ন্যায় থেকে দূরে সরে যাবে। ক্রোধের সময় মন ও মেজাজ থেকে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। গরমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ফায়সালার মধ্যেও কঠোরতা, রূঢ় মেজাজ ও রুক্ষতা সৃষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেওয়া নিষিদ্ধ। আবু বাকরা (রা.) বলেন, একদা তিনি তাঁর পুত্রকে লেখেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রাগান্বিত অবস্থায় কাজি যেন কোনো মামলার রায় প্রদান না করেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫৫০) উপঢৌকন গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা মিথ্যা সন্দেহ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে বিচারকের জন্য কারো থেকে কোনো ধরনের হাদিয়া, উপঢৌকন বা উপহার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কারণ এসব হাদিয়া বা উপঢৌকন বিচারকার্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি সরকারি কর্মচারীদের এমন কারো থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। আবু হুমায়দ সাঈদি (রা.) বলেন, নবী (সা.) বনু আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যা নামের জনৈক ব্যক্তিকে জাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন। সে যখন ফিরে এলো, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী (সা.) মিম্বারের ওপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিম্বারের ওপর আরোহণ করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বলেন, কর্মকর্তার কী হলো! আমি তাকে (জাকাত আদায়ের জন্য) প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বহন করে।

হারাম উপার্জন দুর্ভাগ্য ডেকে আনে

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামে সুস্পষ্টভাবে উপার্জন-নীতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। উপার্জন অবশ্যই হালাল ও পবিত্র বস্তু হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৬৮) হারাম উপার্জন দুর্ভাগ্য ও বিপদ ডেকে আনে। হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা না করার ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, মজুদদারি, অর্থ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করাসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বনবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষের কাছে এমন একসময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিবেচনা করবে না।' (বুখারি, হাদিস : ২০৫৯) হারাম উপার্জনের কারণ অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকা : হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যাওয়া। আল্লাহভীতি মানবাত্মাকে হারামে পতিত হওয়া থেকে।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ইবাদত

ধর্ম ডেস্ক : সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে সারা দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। দেশের বহু অঞ্চলে বিদ্যুতের খুঁটি ইত্যাদি ভেঙে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাণহানির ঘটনাসহ মানুষের বাড়িঘর ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারো আবার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম দোকানপাট কিংবা গবাদি পশু ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে চরম অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, ক্ষুধা ও ধন-সম্পদ হারানোর গ্লানি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুমিনের প্রথম করণীয় হলো ধৈর্য ধরা। কারণ মহান আল্লাহ আগেই তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মাঝে মাঝে বান্দাকে এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যারা তাতে ধৈর্য ধরতে পারবে, তিনি তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। (হে রাসুল,) আপনি ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ প্রদান করুন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৫) পাশাপাশি সামর্থ্যবান মুমিনদের উচিত এ সময় নিরীহ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা। কঠিন এই পরিস্থিতি থেকে তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করা। এটা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ। অনেক ক্ষেত্রে আবার পরীক্ষাও। কারণ যারা আল্লাহর মাখলুকের ওপর দয়াশীল হবে, মহান আল্লাহ তাদের ওপর দয়া করবেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, দয়াশীলদের ওপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের দয়া করবেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৪১) আর আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসবেন, তখন মাখলুকও আল্লাহর ইশারায় তাকে ভালোবাসতে বাধ্য হবে। এর একটি উদাহরণ হলেন আবু বকর (রা.)। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী মানুষ ছিলেন। দুর্যোগে তিনি মানুষদের সহযোগিতা করতেন। হিজরতের আগে তিনি একবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার চেষ্টা করলে মক্কার কা'রা গোত্রের নেতা ইবনু দাগিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ইবনে দাগিনা তাঁকে বলেন, আপনার মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মতো লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদারি করেন এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনার আশ্রয়দাতা। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং নিজ শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। (বুখারি, হাদিস : ২২৯৭) এখানে ইবনু দাগিনা আবু বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দিতে আগ্রহী হয়েছেন এ জন্যই যে তিনি অন্যান্যের প্রতি দয়ালু ছিলেন। মানুষের উপকার করার চেষ্টা করতেন।তা ছাড়া মহান আল্লাহ সমগ্র মুমিন জাতিকে এক দেহের মতো বানিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানবদেহের মতো, যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার পুরো দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা। (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৮০) উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরাও আমাদের লোক। তাদের এই বিপদের দিনে তাদের জন্য সাধ্যমতো কিছু করার চেষ্টা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। আমরা যদি মুমিন হই, তাহলে আমাদের বন্যাকবলিত ভাই-বোনদের বিপদের মধ্যে রেখে আমরা স্বস্তিতে থাকতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব দুর্যোগে আক্রান্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, খাবার স্যালাইন ও বিশুদ্ধ পানি।

তৃষ্ণা নিবারণের ফজিলত

ধর্ম ডেস্ক : পানির অন্য নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ পানির উৎস ও জোগান সহজ করে দিয়েছেন। অন্যের কাছে পানি সরবরাহ করা ও পৌঁছে দেওয়াকে অন্যতম ইবাদত হিসেবে এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে এই আমলের মর্যাদা আলোচনা করা হলো- নবীজির সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা : রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর দেখলেন যে সেখানে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। এক ইহুদির 'রুমা' নামের একটি কূপ থাকলেও তার পানি অনেক চড়া দামে বিক্রি করা হয়। তখন রাসুল (সা.) কূপটি ব্যক্তিমালিকানা থেকে সরিয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কে রুমা নামক কূপটি কিনে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে এবং এর বিনিময়ে জান্নাতে আরো উত্তম পুরস্কার লাভ করবে?' এ কথা শুনে উসমান (রা.) এই কূপ খরিদ করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করলেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭০৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৫১১, ৫৫৫) আল্লাহ যাঁদের পানি পান করাবেন : পিপাসার্তকে পানি পান করানো গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এ আমলের ফজিলত অনেক। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে মুমিন কোনো মুমিনকে পিপাসার্ত অবস্থায় এক ঢোক পানি পান করাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে মোহর করা পানি থেকে পান করাবেন।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৪৯; আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৮২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ১১১০১) কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা লাভ : পথিমধ্যে পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করিয়ে অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। তারপর একটি কুয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। ওপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এই কুকুরটির তেমনই পিপাসা পেয়েছে যেমনটি আমার পেয়েছিল। তারপর সে কুয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানিভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবিরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? রাসুল (সা.) বললেন, প্রত্যেক দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীর জন্যই পুরস্কার রয়েছে।' (বুখারি, হাদিস : ৬০০৯) অনন্য সদকায়ে জারিয়া : এই সহজ আমলটি এতই গুরুত্বপূর্ণ, যা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া নিজের মরহুম পিতা-মাতা ও পূর্বসূরিদের জন্য ঈসালে সওয়াবেরও চমৎকার মাধ্যম। একবার সাহাবি সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) এসে নবীজিকে বলেন, আল্লাহর রাসুল! আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সদকা করতে পারি? নবী (সা.) বললেন, অবশ্যই! তিনি বলেন, তাহলে কোন সদকা উত্তম? অর্থাৎ আম্মার পক্ষ থেকে আমি কী সদকা করব সেটাও বলে দিন! রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, পানি পান করানো (জনসাধারণের জন্য পানির ব্যবস্থা করা)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মে সাদের নামে ওয়াকফ করা হলো। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৮৪৫; আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৮১) একটি স্বতন্ত্র সদকা : অন্যকে পানি পান করানো স্বতন্ত্র একটি দান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আদমসন্তানের দেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। এগুলোর প্রতিটির জন্য প্রতিদিন সদকা রয়েছে। প্রতিটি উত্তম কথাই সদকা। এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে অন্য ভাইকে সাহায্য করা সদকা। এক ঢোক পানি পান করানো সদকা। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৪২২